ভারতবর্ষীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম ও অষ্টম সভাপতি ও

বিখ্যাত ব্যারিষ্টারপ্রবর W. C. Bonnerjee

উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনী।

ভূতপূর্ব্ব প্রাচীন সাপ্তাহিক "সময়" ও ইংরাজী প্রাচীন মাসিক

National Magazineএর সম্পাদক

কলিকাতা হাইকোর্টের এড্‌ভোকেট্‌

শ্রীকৃষ্ণলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, বি, এল্‌

কর্ত্তৃক প্রণীত।

কলিকাতা হাইকোর্টের বিখ্যাত এটর্ণি ও

থিয়োজফিক্যাল সোসাইটীর সহকারী সভাপতি

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, M. A., B. L., P. R. S.

বেদান্তরত্নের উপদেশ মত রচিত।

কার্ত্তিক ১৩৪১—ইং নভেম্বর ১৯৩৪।

সাধারণ সংস্করণ ৫০ মাত্র। রাজসংস্করণ ১৲ মাত্র।

উৎসর্গ পত্র।

এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি

আমার পরমারাধ্যা পিতৃদেব

ও

উমেশচন্দ্রের মধ্যম খুল্লতাত

স্বর্গীয় শম্ভূচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের

স্মৃতিকল্পে

অর্পিত

হইল।

প্রণত প্রণেতা

শ্রীকৃষ্ণলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

কলিকাতা, ৪এ, লাটু বাবু লেন।

৩১শে অক্টোবর, ১৯৩৪।

মুখবন্ধ।

"জন্মভূমি" নামক প্রাচীন মাসিক পত্রিকায় উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনী ধারাবাহিক প্রকাশিত হইয়াছিল। উহা পড়িয়া "তত্ত্ববোধিনী" পত্রিকা ও ঢাকার কয়েকটী উচ্চদরের সাপ্তাহিক পত্রিকা উহার প্রশংসা বাহির করে। তাহা দেখিয়া আমার বন্ধুগণ উহা একটী পুস্তকাকারে ছাপাইতে অনুরোধ করেন। তাঁহারা বলেন যে বাঙ্গালা ভাষায় উমেশচন্দ্রের কোন জীবনী এ পর্য্যন্ত লিখিত হয় নাই। আমি ইংরাজীতে উহার সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রকাশ করিয়াছিলাম তাহা এক্ষণে নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। ইদানীং উমেশচন্দ্রের কোন জীবনী বাজারে পাওয়া যায় নাই। ইণ্ডিয়ান ন্যাসানেল কংগ্রেসের একজন প্রতিষ্ঠাতার জীবনী বাজারে পাওয়া যায় না ইহা বাঙ্গালী জাতির গৌরবের বিষয় নহে। স্বাধীন আমেরিকার যুক্ত প্রদেশের প্রথম কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্ট জর্জ্জ ওয়াসিংটন নিউ ইয়র্কের তোরণে পর্ব্বত-প্রস্তর প্রতিমায় পূজিত হইতেছে। কিন্তু পরাধীন বলিয়া বীরপূজা আমরা ভুলি নাই। সম্প্রতি আহ্লাদের বিষয় এই যে দেশবাসী উমেশ-চন্দ্রের স্মৃতিরক্ষার্থে আগ্রহ দেখাইয়াছে।

কলিকাতা, ১২ই কার্ত্তিক, ১৩৪১
ইং ৩১শে অক্টোবর, ১৯৩৪।

শ্রীকৃষ্ণলাল দেবশর্ম্মা,
৪এ, লাটু বাবু লেন,
বিডন ষ্ট্রীট পোঃ আঃ।

সূচিপত্র ।

পৃষ্ঠা

W. C. Bonnerjee.

স্বর্গীয় ব্যারিষ্টারপ্রবর

(W. C. Bonnerjee.)

উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনী।

প্রথম অধ্যায়।

তাঁহার বংশপরিচয়।

"সেই ধন্য নরকুলে, লোকে যারে নাহি ভুলে,
মনের মন্দিরে নিত্য, সেবে সর্ব্বজন।"

—মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি এবং ভারতবর্ষের ব্যবহারজীবী-কুলতিলক উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় শাণ্ডিল্য গোত্রজ সর্ব্বানন্দী মেলের দেশগুরু গুণানন্দ ছোট ঠাকুরের সন্তান-বংশসম্ভূত ছিলেন। ফুলে, খড়দহ, সর্ব্বানন্দী ও বল্লভী এই চারি মেল হইতেছে। ফুলে ও খড়দহ প্রধান মেল হইতেছে। বঙ্গীয় কুলীন ব্রাহ্মণগণের বঙ্গে আগমন বৃত্তান্ত অনেকেই অবগত আছেন। বঙ্গদেশে প্রবল প্রতাপশালী আদিশূর নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি অপুত্রক থাকায় পুত্রেষ্টি যাগ করিতে ইচ্ছুক হইলে যজ্ঞদক্ষ ব্রাহ্মণ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। তজ্জন্য তদানীন্তন ব্রাহ্মণগণের উপদেশে কান্যকুব্জাধিপতি বীরসিংহের নিকট একজন সাগ্নিক ব্রাহ্মণ প্রার্থনা করিয়া দূত প্রেরণ করিলেন। উক্ত দূতের কথা শুনিয়া

রাজা বীরসিংহ ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন, "বার্ত্তাবহ! যদি চ সাগ্নিক ব্রাহ্মণেরা আমার অধিকারে বাস করিতেছেন সত্য, কিন্তু তাঁহারা পাণ্ডববর্জ্জিত দেশে যাইতে কখনই স্বীকৃত হইবেন না এবং আমিও ঈদৃশ কার্য্যে মত দিতে পারিব না।"

বঙ্গদেশে পঞ্চ ব্রাহ্মণের আগমন।

রাজা আদিশূর বার্ত্তাবহের প্রমুখাৎ সর্ব্ববৃত্তান্ত শুনিয়া মন্ত্রীর পরামর্শানুসারে স্বদেশীয় ব্রাহ্মণদিগকে আহ্বান করিলেন। তন্মধ্যে একজন ব্রাহ্মণ উপদেশ দিলেন, "যদি আমরা বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ একত্র হইয়া যুদ্ধবেশে গাত্রে মৃত্তিকা লেপন ও তদুপরি হরিনামাঙ্কিত চিহ্ন দ্বারা অসি হস্তে বৃষভারোহণে তত্রত্য নগরীতে উপনীত হইয়া যুদ্ধ কামনা করি, তাহা হইলে রাজা বীরসিংহ আমাদের ঈদৃশ বেশ দর্শনে কখনই সমরে প্রবৃত্ত হইবেন না এবং সাগ্নিক ব্রাহ্মণেরাও অভিসম্পাত দিবেন না।" রাজা আদিশূরের আদেশানুসারে সপ্তশত ব্রাহ্মণ মহাত্মারা ঐরূপ বেশে যুদ্ধসজ্জায় সজ্জিত হইয়া বৃষভারোহণে কান্যকুব্জ নগরীতে উপনীত হইলেন এবং যুদ্ধং দেহি, যুদ্ধং দেহি—বলিয়া ধ্বনি করতঃ প্রজাদিগের উপর অত্যাচার আরম্ভ করিলেন। রাজা বীরসিংহ ব্রাহ্মণ বেশধারী সৈন্য-দিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "হে ব্রাহ্মণগণ! তোমরা ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছ, এবং বৃষারূঢ় হইয়া অস্ত্রাদি ধারণপূর্ব্বক সমরে প্রবৃত্ত হইয়াছ, ইহাই কি তোমাদের ধর্ম্ম। যদি চ তোমরা ব্রহ্মকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছ সত্য, কিন্তু তোমাদের ব্যবহার চণ্ডালের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে। যাহা হউক তোমরা আমার সহিত সমর বাসনা পরিত্যাগ কর।"

ব্রাহ্মণগণ রাজা বীরসিংহের এবম্বিধ কটূক্তি শ্রবণে ক্রোধান্বিত হইয়া বলিতে লাগিলেন, "আর বাক্‌বিতণ্ডায় প্রয়োজন নাই, এক্ষণে সমরে

প্রবৃত্ত হউন, আজ আপনার যুদ্ধ বাসনা চির-বিদূরিত করিয়া মহারাজা আদিশূরের মনোভিলাষ পূর্ণ করিব। নচেৎ জনৈক সাগ্নিক ব্রাহ্মণ প্রদান করিয়া মহারাজের যজ্ঞ সম্পন্ন করতঃ পরম সুখে কালাতিপাত করুন।”

রাজা বীরসিংহ অধিকারস্থ সাগ্নিক ব্রাহ্মণ মহাত্মাদিগকে আনয়ন করিয়া বলিলেন, “মহাত্মগণ! গৌড়রাজ্যের অধীশ্বর রাজা আদিশূর পুত্রেষ্টি যজ্ঞাভিলাষী হইয়া আমার নিকট সাগ্নিক ব্রাহ্মণ প্রার্থনা করিয়া দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু আমি তাঁহাকে তাঁহার আশায় নৈরাশ করিয়াছি, অতএব আপনাদের জন্য আদিশূর প্রেরিত আমার এই বিপদ উপস্থিত।” ব্রাহ্মণ সকলে বলিতে লাগিলেন, “মহারাজ! যাহা বলিতেছেন তাহা সত্য। কিন্তু বঙ্গদেশে যাইতে আমাদের কাহারও বাসনা নাই, তবে দেশ রক্ষার্থ যাওয়া নিতান্ত কর্ত্তব্য, কিন্তু একক কোন ব্যক্তি যাইতে পারিবে না। যেহেতু গৌড়দেশের ব্রাহ্মণদিগের আচার সকলই আপনার নয়নগোচর আছে। সুতরাং যিনি গৌড়েশ্বরের যজ্ঞ সম্পাদন করতঃ স্বদেশে প্রত্যাগমন করিবেন, তাঁহাকে এ দেশস্থ ব্রাহ্মণদিগের সহিত ক্রিয়াদিতে বঞ্চিত থাকিতে হইবে। অতএব ভিন্ন ভিন্ন গোত্রের পাঁচজন ব্রাহ্মণকে যদি গৌড়দেশে গমন করিতে আদেশ করেন, তবে আমরা সম্মত আছি। বীরসিংহ ব্রাহ্মণদিগকে প্রণাম করতঃ আদিশূরের রাজধানীতে যাইতে সম্মতি প্রদান করিলেন।

বাঙ্গালা দেশের আদি ব্রাহ্মণগণ শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহাদের কন্যা কুলীনের পুত্রগণ বিবাহ করিলে কোন যৌতুক পান না; কেবল একটী হরিতকী দিয়া বিবাহ হইতে পারিত।

তদনন্তর ব্রাহ্মণ সকলে পরামর্শ স্থির করিলে, ভিন্ন ভিন্ন গোত্রের পাঁচ ব্যক্তি পরিজন ও পঞ্চভৃত্য সহিত গৌড় রাজ্যাভিমুখে যাত্রা করিলেন। চরণে চর্ম্ম পাদুকা, সর্ব্বাঙ্গ সূচীবিদ্ধ বস্ত্রে আবৃত, এইরূপ বেশে তাম্বুল

চর্ব্বণ করিতে করিতে অশ্বারোহণে রাজবাটীর দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া, দ্বারপালকে কহিলেন, "শীঘ্র রাজার নিকট আমাদের সংবাদ দাও।" রাজা দৌবারিকের মুখে তাঁহাদের আচার ও পরিচ্ছদের বিষয় অবগত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি দ্বারবানকে বলিলেন, "ব্রাহ্মণ-দিগকে বল আমি কার্য্যান্তরে ব্যাপৃত আছি, এক্ষণে সাক্ষাৎ করিতে পারিব না; তাঁহারা বাসস্থানে গিয়া শ্রান্তি দূর করুন, অবকাশ পাইলেই সাক্ষাৎ করিতেছি।"

রাজা আদিশূরের অবমাননাসূচক কার্য্য দর্শনে অত্যন্ত ক্রোধপরায়ণ হইয়া, পরস্পর মন্ত্রণা পূর্ব্বক স্বদেশ হইতে রাজার জন্য যে আশীর্ব্বাদ আনয়ন করিয়াছিলেন, তাহা হস্তে ধারণ পূর্ব্বক "আদিশূর তুমি ইহাতে বঞ্চিত হইলে" বলিয়া চিরশুষ্ক মল্লকাষ্ঠে অর্থাৎ হস্তিবাঁধা খুঁটিতে অর্পণ করিলেন। কি আশ্চর্য্য! ব্রাহ্মণদিগের এমনই প্রভাব যে আশীর্ব্বাদ মল্লকাষ্ঠোপরি সংস্থাপিত করিবামাত্র চিরশুষ্ক মল্লকাষ্ঠ সঞ্জীবিত, পল্লবিত পুষ্পফলে সুশোভিত হইল।* এক্ষণে তাঁহাদের অলৌকিক কার্য্য দর্শনে রাজার বিলক্ষণ শ্রদ্ধা জন্মিল। তখন তিনি গলবস্ত্র ও কৃতাঞ্জলি হইয়া দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন এবং দৃঢ়তর ভক্তিসহকারে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করতঃ গলদশ্রুলোচনে আকুলবচনে বলিতে লাগিলেন, "মহর্ষিগণ! আমার অপরাধ মার্জ্জনা করুন।"

রাজা আদিশূর।

পরে আদিশূর মুণিদিগকে রাজসভায় আনাইয়া বলিলেন, "মহর্ষিগণ! যাজ্ঞীয় আয়োজন সমস্তই প্রস্তুত রহিয়াছে, আপনারা যজ্ঞারম্ভের শুভ দিনাবধারিত করুন। তদনন্তর মহর্ষিগণ যজ্ঞের দিন স্থির করিয়া দিলেন।

---

* বিক্রমপুরের লোকেরা বলেন, বল্লালসেনের বাটীর দক্ষিণে যে দিঘী আছে তাহার উত্তর পারে এই বৃক্ষ পঞ্চশাখায় শোভিত হইয়া অদ্যাপি সজীব আছে। ঐ বৃক্ষের নাম "গজারিবৃক্ষ" ইহার আকার অতি বৃহৎ।

অনন্তর রাজা নির্দ্ধারিত শুভ দিবসে সেই পঞ্চ ব্রাহ্মণ দ্বারা পুত্রেষ্টি যাগ করাইলেন। যাগপ্রভাবে রাজমহিষী গর্ভবতী ও যথাকালে পুত্রবতী হইলেন। রাজা আদিশূর ব্রাহ্মণদিগের কার্য্য দর্শনে প্রীতিপ্রফুল্লচিত্তে কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিলেন, "ঋষিগণ! আমার প্রার্থনা যে আপনারা চিরানুগত আদিশূরের রাজ্যে বাস করিয়া দেশ পবিত্র করুন। ব্রাহ্মণেরা তদ্বিষয়ক প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। ভট্টনারায়ণের ষোল পুত্র হয়। এই প্রত্যেক সন্তানকে রাজা আদিশূর বাসার্থ এক একখানি গ্রাম প্রদান করিলেন।

আদৌ	বন্দ্যো	বরাহশ্চ
১। ভট্টনারায়ণ	৯। মহাদেব	১৯। গুণানন্দ
২। বরাহ	১০। মকরন্দ	২০। নারায়ণ
৩। বৈনতেয়	১১। বিনায়ক	২১। মধু
৪। বিভূধেয়	১২। বয়ী	২২। প্রাণবল্লভ
৫। সুবুদ্ধি	১৩। ঈশান	২৩। গণেশ
৬। সুভক্ষ	১৪। লক্ষ্মণ	২৪। রামশঙ্কর
৭। ভয়াপহ	১৫। হরি	২৫। পীতাম্বর
৮। ধবল	১৬। বশিষ্ঠ	২৬। গিরীশ
	১৭। সর্ব্বানন্দ	২৭। উমেশ
	১৮। বলভদ্র	

উমেশচন্দ্রের পিতামহ পীতাম্বর জেলা হুগলী, থানা ডোমজুড় অন্তর্গত বাগাণ্ডা গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি 'স্বভাব' "সর্ব্বানন্দী নপাড়া গুণানন্দ ছোট ঠাকুরের সন্তান" ছিলেন। তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষ বিক্রমপুর হইতে বাগাণ্ডা গ্রামে বসবাস করিয়াছিলেন। তিনি প্রথম কলিকাতায় বসবাস করেন। পীতাম্বরের অল্প বয়সে পিতামাতার মৃত্যু হয়।

উমেশচন্দ্রের কুল ও মেল।

যে দেশের ইতিহাস অপরিস্ফুট, যে দেশের সুধীমণ্ডলীর সম্পূর্ণ জীবনী দেখিতে পাই না, যে দেশের লোক আপনার পিতামহের নাম স্মরণ রাখিতে পারে না, সে দেশের ব্রাহ্মণদিগের বংশ, কুল, মেল নির্ণয় কিরূপ গুরুতর ব্যাপার তাহা আর বোধ হয় কাহাকেও বুঝাইতে হইবে না। তবে ভরসা, ব্রাহ্মণ এদেশে দেবভাবে পূজিত, দেবতা ও ব্রাহ্মণদিগের মর্য্যাদা বৃদ্ধি করিয়া তাঁহাদিগকে সকলের পূজ্য করিয়াছেন, অনেকে বিশ্বাস করেন যে স্বয়ং ভগবান ভৃগু-পদচিহ্ন বক্ষে ধারণ করিয়াছেন।

সে ব্রাহ্মণের মর্য্যাদা এই ভক্ত-প্রধান বঙ্গদেশ হইতে বিলুপ্ত হওয়া অসম্ভব। সে ব্রাহ্মণের বংশাবলী কোন্ ভক্ত, কোন্ ব্রাহ্মণ, কোন সংসারী কোন্ গৃহী না ঔৎসুক্য সহকারে জানিতে চাহিবেন? সেই তীক্ষ্নদর্শী মহাত্মা দেবীবর ঘটক সে সময় রাজা আদিশূর কর্ত্তৃক যে পঞ্চজন ব্রাহ্মণ কান্যকুব্জ হইতে আনিতে হইয়া বঙ্গে বসবাস করিয়াছিলেন তাঁহাদের বংশ কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন।

উমেশচন্দ্রের পিতামহ পীতাম্বর বন্দ্যোপাধ্যায় কলিকাতা নিমতলা ঘাট ষ্ট্রীটস্থ দুর্গারাম মিশ্রের বাটীতে বাল্যকাল অতিবাহিত করেন। উমেশ-চন্দ্রের জন্ম ব্রাহ্মণ কুলীন বংশে বল্লালসেন নিম্নলিখিত গুণ দেখিয়া কুলীন পদবী দেন যথা—

"আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনম্।
নিষ্ঠা বৃত্তি স্তপো দানং নবধা কুল লক্ষণম্॥"

অষ্টাদশ পুরাণ প্রণেতা ও ভারত বিরচয়িতা অতএব নারায়ণ সদৃশ যে ব্যাসদেব, তাঁহার ন্যায় আচার, মহারাজ*রামচন্দ্রের ন্যায় বিনয়, সুরগুরু বৃহস্পতির ন্যায় বিদ্যা, পৃথিবীতে গঙ্গাআনয়নকারী সগর-বংশোদ্ভব মহাত্মা ভগীরথের ন্যায় প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ সুখ্যাতি, উৎকৃষ্ট বীণাযন্ত্রের গান দ্বারা মন মোহনকারী নারদের ন্যায় তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, বশিষ্ঠের ন্যায় নিষ্ঠা অর্থাৎ বেদার্থে দৃঢ় প্রতীতি, আবৃত্তি অর্থাৎ নিরন্তর বেদাধ্যয়ন, উত্তানপাদ মহারাজের পুত্র ধ্রুবের ন্যায় তপস্যা, কর্ণের ন্যায় দাতৃত্ব—নানা শাস্ত্রে প্রকাশ আছে যে, কুলীন মহাত্মগণের এই নবগুণধারত্বই একমাত্র প্রধান চিহ্ন।

এক্ষণে কুলের প্রধান লক্ষণ যথা—সৎকুলে কন্যাদান ও সৎকুল হইতে কন্যা গ্রহণ। এই উভয়বিধ কার্য্যই কুলীনগণের প্রধান লক্ষণ।

নিম্নলিখিত আট গাঁই সর্ব্বতোভাবে নবগুণ বিশিষ্ট ছিলেন, এজন্য কৌলিন্য মর্য্যাদা প্রাপ্ত হয়েন, যথা—

১। বন্দ্যো।
২। মুখুটী।
৩। কাঞ্জিলাল।
৪। ঘোষাল।
৫। চট্ট।
৬। পতিতুণ্ড।
৭। গাঙ্গুলী।
৮। কুতগ্রামী।

কৌলীন্য মর্য্যাদা প্রাপ্ত আট গাঁই হইতে নিম্নলিখিত উনবিংশতি ব্যক্তি তুল্য কুলীন এবং নবগুণান্বিত ছিলেন।

চট্টোপাধ্যায় বংশে—বহুরূপ, সুচ, অরবিন্দ, হলায়ুধ ও বাঙ্গাল এই পাঁচ জন।

পূতিতুণ্ড বংশে—গোবৰ্দ্ধনাচাৰ্য্য।

ঘোষাল বংশে—শিব।

গঙ্গোপাধ্যায় বংশে—শিশ।

কুতগ্রামী বংশে—রোষাকর।

বন্দ্যোপাধ্যায় বংশে—জাহ্লান, মহেশ্বর, দেবল, বামন, ঈশান ও মকরন্দ এই ছয় জন।

মুখোপাধ্যায় বংশে—উৎসহ ও গরুড় এই দুইজন।

কাঞ্জিলাল বংশে—কানু ও কুতুহল এই দুই জন।

সমুদায় এই উনিশ জন কুলীন ছিলেন।

উমেশচন্দ্র যদিও সাবালক অবস্থায় বিলাত যাইয়া ব্যারিষ্টার হইয়া বিলাতী পোষাক পরিচ্ছদ পরিধান করিতেন কিন্তু তাহার মন সম্পূর্ণ স্বধর্ম্মে অনুরক্ত ছিল। তিনি নিজেকে "ব্রাহ্মণ ব্যবহারজীবী" (Brahmin Advocate) বলিয়া কংগ্রেসের ডেলিগেটের তালিকায় অভিহিত করিতেন। তিনি ব্রাহ্মণ কুলীনবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া শ্লাঘান্বিত মনে করিতেন। বিলাতে যখন বিশিষ্ট পাদরীগণ তাঁহাকে তিনি হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বী কিনা জিজ্ঞাসা করেন, তিনি তাহা সম্পূর্ণ অনুমোদন করেন। তাহাতে পাদরীগণ বলেন, "আপনি কি তেত্রিশ কোটি দেবতাকে পূজা করেন?" তাহাতে উমেশচন্দ্র গম্ভীরভাবে উত্তর দেন, "যদি খ্রীষ্টীয়ানগণ ত্রিমূর্ত্তিতে (Trinity) বিশ্বাস করেন, তবে আমার তেত্রিশ কোটি দেবতা বিশ্বাস করিতে দোষ কি?" উমেশচন্দ্র প্রতি বৎসর তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা সত্যধন বিদ্যাভূষণের দ্বারা পিতৃ-মাতৃ শ্রাদ্ধ করাইতেন। তিনি তাঁহার পিতামহের যে শ্রীশ্রী৺রাধাকান্ত জীউ বিগ্রহ ছিল,

তাঁহার সেবার জন্য বসত বাটীর অর্দ্ধেক অংশ শ্রীশ্রী৺রাধাকান্ত জিউর নামে দানপত্র লিখিয়া রেজিষ্টারী করিয়া দিয়াছেন। তিনি বিলাত হইতে আসিয়া তাহার মাতা এবং স্বজনগণের কলিকাতা বলরাম দে ষ্ট্রীটস্থ বাটী পরিত্যাগ করিয়া ইংরাজ পাড়ায় বাস করিতেন, তথাপি তাঁহার মাতৃভক্তি এত প্রবল ছিল যে, তিনি প্রায়ই প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে তাঁহার মাতার চরণে প্রণাম করিতে আসিতেন এবং তাঁহার প্রকাণ্ড জুড়ি-গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে হাটিয়া সিমুলিয়া বলরাম দের ষ্ট্রীটের বাটীতে আসিতেন।

উমেশচন্দ্রের মাতৃ-ভক্তি।

তিনি প্রত্যহ যখন আদালতে বহির্গত হইতেন, তখন তাঁহার মাতার তৈল-চিত্রে প্রণাম করিতেন। তাঁহার মাতা ত্রিবেণীর বিখ্যাত পণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের প্রপৌত্রের পৌত্রী ছিলেন। তাহার মাতার খুল্লতাত কন্যা অন্নপূর্ণা দেবী নিমতলা ঘাট ষ্ট্রীটের শিবকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পত্নী ছিলেন। তজ্জন্য উমেশচন্দ্র যখন খ্যাতনামা ব্যবহারজীবী হইয়াছেন, তখনও সহস্র কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া অন্নপূর্ণা দেবীর আদেশ পালন করিতেন। কলিকাতার প্রথম Rent Controller এবং বিখ্যাত ল্যাণ্ড একুজিসন কালেক্টার শ্রীযুক্ত বাবু বংশীধর বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতামহী ত্রিবেণীর জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের বংশসম্ভূতা ছিলেন। জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন দায়ভাগ হিন্দু ব্যবহার-শাস্ত্রে অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন। তদানীন্তন Supreme Court (যাহা পরে হাইকোর্ট নামে অভিহিত হয়) এ জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন "জজ পণ্ডিতের" কার্য্য করিতেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়ান কোম্পানি ১৭৭৩ খৃঃ অব্দে Regulating Act অনুসারে Supreme Court (সর্ব্বোচ্চ আদালত) আদালত স্থাপন করেন এবং বিধান করেন যে, হিন্দুগণের ব্যবস্থা দায়ভাগ প্রভৃতি আইনানুসারে হইবে এবং মুসলমানদিগের উত্তরাধিকারী, বিবাহ প্রভৃতি

তাহাদের কোরাণের বিধান অনুসারে হইবে। তজ্জন্য হিন্দু শাস্ত্রের ব্যবস্থা সম্যকরূপে বুঝিবার জন্য পণ্ডিতগণের সাহায্য গ্রহণ করা হইত। Supreme Courtএর জজগণ জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের প্রতিভা দর্শনে তাঁহাকে হিন্দুশাস্ত্র সঙ্কলন করিতে বলেন এবং তাঁহার সঙ্কলিত গ্রন্থ Jagannath's Digest (জগন্নাথের সংক্ষিপ্তসার) নামে অভিহিত। Colebrook সাহেব তাহা ইংরাজীতে তরজমা করিয়া বিখ্যাত হয়েন। কথিত আছে, একদা ত্রিবেণীর তীরে জগন্নাথ সন্ধ্যা-বন্দনা করিতেছেন, এমন সময়ে দুইজন (Sailor) নৌ-কর্ম্মচারী ঝগড়া করে, পরে মারামারি—পরে তাহা আদালতে গড়ায়। ধর্ম্মাধিকরণে সাক্ষীর আবশ্যকতা হইলে পণ্ডিত জগন্নাথ তর্ক-পঞ্চাননকে আহ্বান করা হয়। পণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন বলিলেন যে, তিনি ইংরাজী ভাষা জানেন না; কিন্তু যে কয়েকটি কথা পরে পরে উভয়ের মধ্যে হইয়াছিল, তাহা তিনি যথাযথ প্রকাশ করিয়া বলেন। তাহাতে বাদী প্রতিবাদী আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলেন যে পণ্ডিতজী যাহা বলিলেন, তাহার এক বর্ণও মিথ্যা নহে। বিচারপতি তাঁহার এজাহারের উপর নির্ভর করিয়া দণ্ড বিধান করিলেন।

উমেশচন্দ্রের পিতামহ।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, উমেশচন্দ্রের পিতামহ পীতাম্বর বন্দ্যোপাধ্যায় শৈশবে বাগণ্ডা গ্রামে পিতা মাতার স্নেহ চিরকালের জন্য বঞ্চিত হন। তিনি জনৈকা আত্মীয়ার সাহায্যে কলিকাতা নিমতলা নিবাসী প্রসিদ্ধ মিশ্র (শ্রোত্রীয়) বংশে প্রতিপালিত হন। অভিরাম মিশ্র হুগলী ধর্ম্মপুরে বাস করিতেন।

অভিরাম মিশ্র হুগলী ধর্ম্মপুর নিবাসী; তৎ পুত্র শোভারাম মিশ্র। শোভারামের পুত্র দুর্গারাম মিশ্র কলিকাতা নিমতলা নিবাসী। ইং ১৬৯০ খৃঃ কলিকাতায় আসেন ও তখন হইতে বাস পত্তন করেন।

দুর্গারামের পাঁচ পুত্র ঃ—১। রামদুলাল। রামদুলালের কন্যা উমা-সুন্দরী দেবী, স্বামী ভবানীশঙ্কর মুখো। উমাসুন্দরীর পুত্র, ১। গঙ্গা-নারায়ণ। ২। রাজনারায়ণ। কন্যা, ১। হরসুন্দরী, স্বামী পদ্মলোচন। ২। তারাসুন্দরী। ৩। ক্ষমাসুন্দরী। গঙ্গানারায়ণের পুত্র, ১। বিশ্ব-নাথ। ২। মধুসূদন। হরসুন্দরীর পুত্র, রামচাঁদ বন্দ্যো, (ওরফে চাঁদ বাড়ুজ্যে)। রামচাঁদের পুত্র, নীলমণি। নীলমণির পুত্র, ভবানী। ভবানীর পুত্র, ১। ধীরেন। ২। হরিপদ। ৩। মন্মথ।

২। রামপদ (বাল্যে মৃত)। ৩। রামনারায়ণ। রামনারায়ণের পুত্র হেরম্ব।

৪। কন্যা, অন্নপূর্ণা দেবী, স্বামী রামসুন্দর বন্দ্যো। অন্নপূর্ণার পুত্র রাধামাধব। রাধামাধবের পুত্র, শিবকৃষ্ণ।

৫। রামনারায়ণ। রামনারায়ণের পুত্র, হেরম্ব (পোষ্য)। হেরম্বের পুত্র, রাজেন্দ্র (পোষ্য)। রাজেন্দ্রের কন্যা চমৎকার, স্বামী রাজমোহন। চমৎকারের পুত্র, ১। যতীন্দ্র। ২। মনীন্দ্র। ৩। অতীন্দ্র। ৪। উপেন্দ্র। ৫। নৃপেন্দ্র।

রাধামাধব বন্দ্যো। ইহাঁর আদি বাস জিলা ২৪ পরগণা অন্তর্গত কাদিহাটি গ্রাম। ইনি তথা হইতে আসিয়া কলিকাতায় বাস করেন। ইনি পাটনার সপ্ত কুটির আফিসের দেওয়ান ছিলেন। প্রথম গভর্ণর জেনারেল ওয়ারেন হেষ্টিংসের ও প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের দক্ষিণ হস্ত ছিলেন।

পীতাম্বরের আত্মীয় ও আশ্রয়দাতার আত্মীয় রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন। ইহাঁর বাটী নিমতলা ঘাট ষ্ট্রীটে ছিল।

রাধামাধবের পুত্র, ১। নবগোপাল। ২। রামগোপাল, স্ত্রী জয়কালী দেবী। রামগোপালের কন্যা, ১। অনঙ্গ, স্বামী শ্রীশিবনাথ চট্টো

(পাণিহাটী) ২। মাতঙ্গ। আনন্দের পুত্র, ১। প্রিয়নাথ চট্টো। ২। ননীমোহন চট্টো। ননীমোহনের কন্যা, ১। শরৎ। ২। কিরণ। শরতের কন্যা, ১। ঊষারাণী। ২। নন্দরাণী, স্বামী করুণা চট্টো। ঊষারাণীর পুত্র, অজিৎ মুখো। কিরণের কন্যা, কৃষ্ণভাবিনা, স্বামী অপূর্ব্ব মুখো।

৩। শম্ভুকৃষ্ণ। ৪। শিবকৃষ্ণ, স্ত্রী অন্নপূর্ণা। শিবকৃষ্ণের পোষ্য পুত্র, ননীমোহন। ৫। তারাকৃষ্ণ। শিবকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় তদানীন্তন কলিকাতায় একজন বিখ্যাত লোক ছিলেন।

বালক পীতাম্বর বাল্যকালে যে কষ্টে লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন তাহা আধুনিক ছাত্র অনুভব করিতে পারেন না। ১৭৮৭ খৃঃ পীতাম্বর পাঠশালায় গুরু মহাশয়ের নিকট শুভঙ্করী ও তালপাতে হস্তলিপি শিক্ষা লাভ করেন। প্রথমে তালপাতে পরে কলাপাতে পীতাম্বর হস্তলিপি শিক্ষা করেন। পরে যখন হস্তলিপি শিক্ষা সারেন তখন কাগজে লিখিতে আরম্ভ করেন।

পীতাম্বরের সময়ে পাঠশালা।

তখন চেয়ার টেবিল (মেজ) চলন হয় নাই। ধনবান লোকের বাটীতে চলন হইলেও পীতাম্বরের আয়ত্তাধীনে ছিল না। রাজহংসের কলম পীতাম্বরের পক্ষে দুষ্প্রাপ্য বলিয়া পীতাম্বর নিমতলা ঘাট হইতে শকুনের পালক ও মেজের পরিবর্ত্তে দুই পার্শ্বে ইট সাজাইয়া তদুপরে পিঁড়া দিয়া মেজের মতন করিয়া তদুপরি হস্তলিপি অভ্যাস করিতেন। বাল্যকালে এত কষ্টে লেখাপড়া করিয়াছিলেন তাহা তাহার বেশ মনে ছিল তজ্জন্য যখন পীতাম্বরের ভাগ্যলক্ষ্মী সুপ্রসন্ন হইয়াছিল তখন তিনি দরিদ্র বিদ্যার্থী ছাত্রকে সাধ্যাতীত সাহায্য করিতেন। নিজে বাল্য জীবনে অনেক কষ্ট পাইয়াছিলেন বলিয়া তিনি উপার্জ্জনক্ষম হইলে অতিশয় দানশীল হইয়াছিলেন। সংব্রাহ্মণ, ঘটক ইত্যাদি পণ্ডিতগণ তাঁহার বদান্যতা

দেখিয়া তাঁহাকে জনসমাজে "রাজা পীতাম্বর" এই আখ্যা দিয়াছিলেন। লোকের পিতৃ-মাতৃ দায়, কন্যার বিবাহ, ঋণ শুনিলেই তিনি স্বয়ং ঋণ করিয়াও সাহায্য করিতেন। তাঁহার দানশীলতা এত অপরিমিত ছিল যে, তিনি মৃত্যু কালে ২০,০০০ বিশ হাজার টাকা ঋণ রাখিয়া যান। উক্ত ঋণ উমেশচন্দ্রের পিতা স্বর্গীয় গিরিশচন্দ্র পরিশোধ করিয়া স্বর্গীয় পিতাকে ঋণমুক্ত করেন। হিতোপদেশে উক্ত আছে :—

"বিদ্যা দদাতি বিনয়ং বিনয়াৎ যাতি পাত্রতাম্।
পাত্রত্বাৎ ধনমাপ্নোতি ধনাৎ ধর্ম্মং ততঃ সুখম্।"

পীতাম্বর জীবনে সামান্য অবস্থা হইতে যে তিনি কলিকাতা ব্রাহ্মণ সমাজে একজন গণ্যমান্য প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তি হইয়াছিলেন, তাহার গূঢ় কারণ যে, তিনি ধর্ম্মভীরু, বিনয়ী, সৎ ব্রাহ্মণ ছিলেন, তখন ব্রাহ্মণের হিন্দু সমাজে যথেষ্ঠ সম্মান ছিল এবং ব্রাহ্মণগণ নির্লোভ চরিত্রবান ব্যক্তি ছিলেন। কলিকাতা কায়স্থ সমাজে রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর একজন অগ্রণী ছিলেন এবং ব্রাহ্মণ সমাজে পীতাম্বরের স্থান অতি উচ্চ ছিল। তিনি বার মাসে তের পার্ব্বণ করিতেন, এবং কলিকাতার যাবতীয় ধনবান ব্যক্তির অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। তিনি কি উপায়ে এত সামান্য অবস্থা হইতে অত উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন, তাহা এই সংক্ষিপ্ত জীবনীতে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে প্রকাশ করা অসম্ভব। কিন্তু এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে, তিনি অতিশয় অধ্যবসায়শীল, বিনয়ী, চরিত্রবান কুলীন ব্রাহ্মণ ছিলেন। পাঠশালায় পাঠ সমাপন করিয়া চতুষ্পাঠীতে ব্যাকরণ, অলঙ্কার, ন্যায়, স্মৃতি পাঠ করিবেন, না ইংরাজী অভ্যাস করিবেন, এই সমস্যা তাঁহার মনকে অধিকার করে। কিন্তু যাঁহার বাটীতে তিনি বসবাস করিতেন তিনি অর্থাৎ শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ মিশ্র ওরফে নারায়ণ মিশ্র তাহা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন। মিশ্র মহাশয় তখন Supreme Court

(সর্ব্বোচ্চ আদালত) · ইংরেজ সরকারী Attorney (Government Solicitor) অফিসে দেওয়ান্ অর্থাৎ Banianএর কার্য্য করিতেন। তাহার সহায় প্রতিপত্তি যথেষ্ট ছিল। তিনি বালক পীতাম্বরকে ইংরাজী শিক্ষা করিতে উপদেশ দেন। কিন্তু তখন Hindu College, General Assembly's Institution স্থাপিত হয় নাই। তিনি কলিকাতায় যে ব্যক্তি ইংরাজী জানিতেন, তাহাদের বাটী যাইয়া পীতাম্বর ইংরাজী অভ্যাস করেন।

তাঁহার পিতামহের ইংরাজী শিক্ষা।

উমেশচন্দ্রের পিতামহ পীতাম্বর যে উদ্দেশ্যে কলিকাতায় আসিয়াছিলেন সে উদ্দেশ্য সংস্কৃত পাঠে নিযুক্ত হইলে, সুসিদ্ধ হয় না। যাহাতে তিনি শীঘ্র উপার্জ্জনক্ষম হন, সেরূপ পড়াশুনা তাঁহার পক্ষে করাই কর্ত্তব্য। "কলৌ অন্নগতাঃ প্রাণাঃ" কলিকালে অন্নগত প্রাণ, অতএব উপার্জ্জন প্রধান উদ্দেশ্য। সে সময়, একটু ইংরাজি শিখিলে ইংরাজ বণিকের অফিসে বা হৌসে (House) অনায়াসে কর্ম্ম হইত। একারণ, সংস্কৃত না পড়িয়া, ইংরাজী পড়াই, তাঁহার পক্ষে যুক্তিযুক্ত স্থির হইল। ইংরাজী অধুনাও অর্থকরীবিদ্যা। তৎকালে, এখনকার মত, প্রতি গলিতে গলিতে ইংরাজী বিদ্যালয় ছিল না। তখনও গৌরমোহন আঢ্যের Oriental Seminary স্থাপিত হয় নাই। তাছাড়া বিদ্যালয় থাকিলেও, তাঁহার ন্যায় নিরুপায় দীন বালকের তথায় অধ্যয়নে সুবিধা ঘটিত না।

৺নারায়ণ মিশ্র মহাশয়ের পরিচিত এক ব্যক্তি কার্য্যোপযোগী ইংরাজী জানিতেন। তাঁহার অনুরোধে, ঐ ব্যক্তি পীতাম্বরকে ইংরাজী পড়াইতে সম্মত হইলেন। তিনি বিষয়কর্ম্ম করিতেন, সুতরাং দিবাভাগে, তাঁহার পড়াইবার অবকাশ ছিল না। এজন্য, তিনি পীতাম্বরকে, সন্ধ্যার সময় তাঁহার নিকট যাইতে বলিয়াছিলেন। তদনুসারে পীতাম্বর, প্রত্যহ সন্ধ্যার

পর তাঁহার নিকট ইংরাজী পড়িতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপ ইংরাজী শিখিয়া প্রথমে নূতনবাজারের ৺তারাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাটীতে Private tutorএর কার্য্য করিতেন। পরে নারায়ণ মিশ্র তাঁহাকে সরকারী এটর্ণি Government Solicitor Collier Bird & Coর আফিসে ভর্ত্তি করেন। তথায় তিনি এটর্ণির সমুদয় কার্য্য শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন, ৺নারায়ণ মিশ্রের মৃত্যুর পর তিনি মুচ্ছুদ্দীর পদে অভিষিক্ত হন।

পীতাম্বরের আইন শিক্ষা লাভ।

উমেশচন্দ্রের পিতৃপক্ষে আইনচর্চ্চা পিতামহ পীতাম্বর বন্দ্যোপাধ্যায় হইতে আরম্ভ হয়। পীতাম্বর বন্দ্যোপাধ্যায় Supreme Courtএ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির এটর্ণি Collier Bird & Coএর আফিসে মুচ্ছুদ্দীর কর্ম্ম করিতেন।

তদানীন্তন ইংরাজ এটর্ণি ব্যতীত এদেশীয় কেহ এটর্ণি হন নাই। কয়েকজন মাত্র ইংরাজ এটর্ণি Supreme Courtএ ছিলেন, তাঁহাদের বাঙ্গালী মক্কেলগণের সহিত কথাবার্ত্তা কহার জন্য বাঙ্গালী মুচ্ছুদ্দীর আবশ্যক হয়।

তাঁহাদের অফিসের কেরাণীগিরি কর্ম্মের জন্য অনেক প্রার্থী ছিল। কিন্তু মুচ্ছুদ্দী অর্থাৎ (Banian) হইবার উপযুক্ত লোক খুব বিরল। মুচ্ছুদ্দী-গণের ইংরাজী ভাষা এবং হিন্দু ও মহম্মদীয় আইন, দেওয়ানী কার্য্যবিধি, তামাদি আইন, প্রভৃতি আইনে বিশেষ অভিজ্ঞতা ছিল। এই পীতাম্বরের জ্যেষ্ঠ পুত্র গিরিশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, রমানাথ লাহা, পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, পটলডাঙ্গার উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি কলিকাতা হাইকোর্টের এটর্ণি হন। মৃত রমানাথ লাহা ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের ১৭ই ফেব্রুয়ারী তারিখে প্রথম বাঙ্গালী এটর্ণি-শ্রেণীভুক্ত হন। জনাইয়ের ৺পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে ২৯শে জুলাই তারিখে এটর্ণি হন। উমেশচন্দ্রের পিতা গিরিশচন্দ্র

এটর্ণির articled clerk অনেকদিন হইয়াছিলেন কিন্তু বিলম্বে এটর্ণিগিরি পাশ করেন।

৺নারায়ণচন্দ্র মিশ্রের পর পীতাম্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ইংরেজ এটর্ণির আফিসে মুচ্ছুদ্দীর কর্ম্ম করেন। তৎকালে এটর্ণি এবং তাহাদের মুচ্ছুদ্দী-গণের বিলক্ষণ পাওনা ছিল। কিন্তু পীতাম্বর অকাতরে পরদুঃখ মোচনার্থ উপার্জ্জিত ধন বিতরণ করিতেন। তিনি ঘটক মণ্ডলীকে ও সৎব্রাহ্মণ পণ্ডিত, অধ্যাপক, গুরু-পুরোহিতগণকে এরূপ যথেষ্ট পরিমাণে দান করিতেন যে, (পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে) তাহারা তাহাকে "রাজা পীতাম্বর নামে অভিহিত করিয়াছিলেন। হিন্দু আমলে ক্ষত্রিয়গণ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত-গণকে যথেষ্ট সাহায্য করিতেন, পরে মুসলমানগণের আমলে তাহাদের অভাব অনুভূত হইতেছিল। কিন্তু আহার্য্য উপকরণাদি স্বল্প মূল্য থাকায় তত কষ্ট অনুভূত হয় নাই। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজত্বকালে জিনিষ পত্রের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের অবস্থা ক্রমশঃ হীন হইতেছিল।

তাঁহাদের টোলের ছাত্রগণকে আহার পরিচ্ছদ দিয়া বিদ্যাদান করিতেন। তাঁহার ব্যয়সাধ্য ছিল। পীতাম্বরের ন্যায় দানশীল, বদান্য, মুক্তহস্ত ব্যক্তির বিশেষ অভাব ছিল. তজ্জন্যই পরম কারুণিক পরমেশ্বর তৎকালে পীতাম্বরকে স্বধর্ম্ম নিরত, ভক্তিমান, বদান্য করিয়াছিলেন।

পীতাম্বরের বদান্যতা।

তিনি ইচ্ছা করিলে মৃত্যুকালে দশ বার লক্ষ টাকার সম্পত্তি তাঁহার পুত্র সন্তানগণের জন্য রাখিয়া দিয়া যাইতে পারিতেন। কিন্তু (পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে) তাঁহার বদান্যতাহেতু ২০,০০০ বিশ হাজার টাকা ঋণ রাখিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার সৎপুত্র গিরিশচন্দ্র পিতৃঋণ কড়া ক্রান্তি পর্য্যন্ত পরিশোধ করেন। এই গিরিশচন্দ্র উমেশচন্দ্রের পিতা! উমেশচন্দ্র ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে ২৯শে ডিসেম্বর তারিখে খিদিরপুর সোনাই বাটীতে জন্মগ্রহণ করেন।

পীতাম্বর—শক্তি উপাসক।

পীতাম্বরের আশ্রয়দাতা নারায়ণচন্দ্র মিশ্র মহাশয় একজন বিখ্যাত তান্ত্রিক সাধক ছিলেন। তান্ত্রিক সাধনা এককালে ভারতবর্ষে প্রচারিত হওয়ায় অনেক সাধক জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। পরে তান্ত্রিক সাধকগণ তন্ত্রের অপব্যবহার করিয়া সাধারণের চক্ষে ঘৃণিত হইয়াছিল। কিন্তু তন্ত্র যে মহা সাধনমার্গ তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। কলিকাতা হাইকোর্টের বিখ্যাত বিচারপতি Sir John Woodroffe ও প্রধান বিচারপতি Sir Lawrence Jenkins তন্ত্রপাঠে এত মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, তাঁহারা স্বয়ং খড়দহের ৺প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাসের বাটী গিয়া তাঁহার সঙ্কলিত "প্রাণতোষিণী" গ্রন্থ লইয়া আসিয়া অধ্যয়ন করেন।

নারায়ণ মিশ্র নানাস্থানে কালীমূর্ত্তি স্থাপনা করেন। আঁড়িয়াদহের শিবতলা ঘাটে ৺মুক্তকেশী, নিমতলা ঘাটে ৺আনন্দময়ী, ৬৭, নিমতলা ঘাট ষ্ট্রীটে (এক্ষণে ১।২ নং গৌরলাহা ষ্ট্রীট) ৺রাজরাজেশ্বরী তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত।

কলিকাতা নূতন বাজারের উমাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (যাহার আদি বাটী সালখিয়া ছিল) পীতাম্বরের একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনিও একজন তান্ত্রিক সাধক ছিলেন। উমাচরণ শব-সাধনা করিতেন।

একদা তিনি শব সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতেছিলেন এমন সময়ে তাঁহার স্ত্রী হঠাৎ উপস্থিত হন তাহাতে তাঁহার ধ্যান ভঙ্গ হয় এবং সাধনার অসম্পূর্ণ হইয়াছিল। সাধনা কালে স্ত্রীলোক দর্শন করিলে শব সাধনা নষ্ট হয় এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে।

———•———

দ্বিতীয় অধ্যায়।

স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ।

ভাগবদ্গীতা।

উমেশচন্দ্রের স্বধর্ম্মানুরাগ।

পীতাম্বর স্বয়ং শক্তি উপাসক হইলেও, তাঁহার গৃহদেবতা শ্রীশ্রী৺রাধাকান্ত জীউ ছিলেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে এই ঠাকুরের স্থায়ী বন্দোবস্ত করিবার জন্য উমেশচন্দ্র ৬৯ নং বলরাম দে ষ্ট্রীটস্থিত ভদ্রাসন বাটীর অর্দ্ধাংশ শ্রীশ্রীরাধাকান্ত জীউর নামে অর্পণনামা করিয়া দলিল রেজিষ্টারী করিয়া মাসিক ২০০৲ দুই শত টাকা আয়ের সম্পত্তি দেবত্তর করিয়া দিয়াছেন। ইহাতে প্রমাণ হয় যে, উমেশচন্দ্র আন্তরিক হিন্দু ছিলেন।

লালা লজপৎ রায় যে এক সাময়িক পত্রিকায় ভারতীয় জাতীয় মহাসভার প্রথম সভাপতি খ্রীষ্টান ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন বলিয়া লিখিয়াছিলেন, তাহা একেবারে ভ্রান্তিমূলক। মহাত্মা গান্ধী গোল টেবিলে যে ঐরূপ উক্তি করিয়াছিলেন তাহাও ভ্রমাত্মক।

পীতাম্বরের বাটীতে তান্ত্রিক মতে শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা, শ্রীশ্রীকালীপূজা, শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রী পূজা ইত্যাদি বাহুল্যরূপে সম্পন্ন হইত। তাহাতে তিনি অনেক লোক খাওয়াইতেন। খাজা, গজা, লুচি, সন্দেশ প্রভৃতি এত উচ্ছিষ্ট হইয়া নষ্ট হইত যে, সেকালে কলিকাতার নর্দ্দমা পরিপূর্ণ হইয়া পচিয়া যাইত।

কলিকাতার তদানীন্তন অবস্থা।

পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতায় ভূমিতলস্থ (underground) ড্রেন

প্রচলিত হয় নাই। পণ্ডিত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয় এই লেখককে বিডন উদ্যানে বেড়াইতে বেড়াইতে একদিন বলেন, সেকালে অর্থাৎ তাঁহারা বাল্যকালে কলিকাতায় (elongated cesspool of foul water) অর্থাৎ সুদূর ব্যাপিনী নর্দ্দমা প্রচলিত ছিল। নয়ানচাঁদ দত্তের ষ্ট্রীটের যে নর্দ্দামা পীতাম্বরের বাটীর নিকটে ছিল, তাহা টুক্‌রা লুচি, কচুরী, সন্দেশ, গজায় পরিপূর্ণ হইত। এই নয়ানচাঁদ দত্তের ষ্ট্রীটস্থ বাটীটি সালিখা পরে কলিকাতা নূতন বাজারের নিকটের অধিবাসী তারাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় দান করেন বলিয়া, পীতাম্বর দ্বারদেশে একটী প্রস্তরে "তারাচরণ প্রসাদাৎ" এই কয়েকটি কথা খোদাই করিয়া তথায় স্থাপিত করেন এবং তাহার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

বৌদ্ধধর্ম্মে হিন্দু ক্রিয়া কলাপ একেবারে নষ্ট হইয়া যাইলে আগমবাগীশ তন্ত্র রচনা করেন। আগমবাগীশ একজন প্রসিদ্ধ তান্ত্রিক ছিলেন। নবদ্বীপে তাঁহার ভিটা বাড়ী এখনও বর্ত্তমান আছে। এখনও তথায় প্রকাণ্ড কালীমূর্ত্তি প্রতি বৎসর কার্ত্তিক মাসে শ্যামাপূজার রাত্রিতে সদ্য প্রস্তুত হইয়া গভীর রজনীতে পূজা হইয়া থাকে।

তান্ত্রিক সাধনা।

নবদ্বীপে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের পূর্ব্বে তান্ত্রিক পূজা হইত। "বিদগ্ধজননী" ওরফে "পোড়া মা" নবদ্বীপের গ্রাম্য দেবী হইতেছেন। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র একজন বিখ্যাত শাক্ত ছিলেন। গৌরাঙ্গের সময়ে শাক্তগণের এরূপ পরাক্রম ছিল যে, নবদ্বীপ হইতে এক সময়ে শ্রীগৌরাঙ্গদেবকে পলাইতে হইয়াছিল। মহানির্ব্বাণ তন্ত্র তান্ত্রিকগণের এক প্রধান পুস্তক। পীতাম্বর জ্যৈষ্ঠ মাসে অমাবস্যায় তাহার বাটীর এক প্রকাণ্ড তৈল চিত্রে (Oil painting) অঙ্কিত দক্ষিণা-কালিকার মূর্ত্তি পূজা করিতেন। সে তৈল চিত্র এখনও বর্ত্তমান পূলেখক জা করিয়া থাকেন।

উমেশচন্দ্রের কোষ্ঠি গণনার ফলাফল।

আমার জনৈক বন্ধু নিম্নলিখিতভাবে উমেশচন্দ্রের কোষ্ঠি বিচার করিয়াছেন।

জন্ম:—সন ১২৫১।৮।১৫।৪৮।২৪

উমেশচন্দ্রের কোষ্ঠি বা জন্মপত্রিকা।

এই রাশিচক্র অবলম্বনে মোটামুটি গণনার ফল নিম্নে লিখিত হইল। ভাবস্ফুট ও গ্রহস্ফুট না থাকায় বিশুদ্ধ ভাবে গণনা করা গেল না। সকলেরই জানা প্রয়োজন যে স্ফুট গণনার আবশ্যকতা আছে। কিন্তু ইহাতে ঠিক যে, জন্ম সময় ঠিক জানা না থাকিলে ভাবস্ফুট গণনার ব্যত্যয় ঘটে।

ইনি তুলালগ্নে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। "তুলালগ্নে শুভঃ শুক্রা" ইত্যাদি বচনে জানা যাইতেছে, শুক্র লগ্নাধিপতি হওয়ায় অষ্টমাধিপতি হওয়ায় অষ্টমাধিপতি হইলেও দোষযুক্ত নহেন। শনি চতুর্থ ও পঞ্চমাধিপতি হওয়ায় বিশেষ শুভকারক। বুধ নবমাধিপতি সুতরাং শুভকারক। বুধ ও শনি রাজযোগ কারক ও চতুর্থ সম্বন্ধ করিয়াছেন। অষ্টমে কেতু অশুভকারক।

তুলালগ্নে বৃহস্পতি রবি ও মঙ্গল পাপগ্রহ। শনি ও বুধ শুভগ্রহ। নবমাধিপতি বুধ ও দশমাধিপতি চন্দ্র এই লগ্নে প্রধান রাজযোগকারক গ্রহ। আর শনি স্বয়ং রাজযোগকারক গ্রহ। তৃতীয় ও ষষ্ঠাধিপ বৃহস্পতি প্রধান অনিষ্টকারী।

বৃহস্পতি ষষ্ঠাধিপ, স্বক্ষেত্রে থাকায় অশুভ ভাবের হানিকারক। ধনস্থানে ও কর্ম্মস্থানে বৃহস্পতির পূর্ণদৃষ্টি তত্তৎ ভাবের শুভ করিয়াছেন। লগ্নে মঙ্গলের উপর বৃহস্পতির ত্রিপাদ দৃষ্টি থাকার ফল—নানা শাস্ত্রদর্শী এবং অসাধারণ মেধাবী ও সূক্ষ্ম বিচারক যোগ সূচিত হয়।

সপ্তমাধিপতি মঙ্গলের সপ্তমে নিজক্ষেত্রে পূর্ণ দৃষ্টি থাকায় সপ্তম স্থান বা বাণিজ্য স্থানের বিশেষ শুভকারক হইয়াছেন। লগ্নাধিপতি ও ধনপতি পরস্পর ক্ষেত্র বিনিময় করায় প্রথম সম্বন্ধ হইয়াছে। বুধ ধনভাবের কারক ও বাণিজ্য কারক গ্রহ। বুধ ওকালতী ও ব্যারিষ্টারী কার্য্যের কারক হইয়া উহাতে জাতককে সফলকাম করিয়া ব্যবসায়ের শীর্ষস্থানে আনয়ন করিয়াছেন এবং শনিগ্রহ বুধের সহায়ক হইয়াছেন। (force add করিয়াছেন)। মঙ্গল উহাতে ইন্ধন যোগাইয়াছেন। ফলে জাতক অর্থশালী, প্রতাপী, সুবিখ্যাত, সম্মানিত ও যশস্বী হইয়াছেন।

বুধ ও শনির যোগফল :—

"কেন্দ্রপুত্রেশয়োর্যোগে যোগোঽমাত্যাভিধো ভবেৎ।"

বৃহৎ পারাশরী।

অর্থাৎ অমাত্যযোগ সূচিত হয়। শনির ফল :—

"তুর্য্যেশে তুর্যাগে মন্ত্রী ভবেৎ সর্ব্বধনাধিপঃ।
চতুর শীলবান্ মানী ধনাঢ্যঃ স্ত্রীপ্রিয়ঃ সুখী॥"

পরাশর।

অর্থাৎ রাজমন্ত্রী (Standing Counsel ও Member of

Ligislative Council ও Privy Council Bar), সর্ব্বধনাধিপতি (ভূমি ও গৃহাদি সর্ব্বধনের অধিপতি) শীলবান্, মানী ইত্যাদি।

বৃহস্পতির ফল :—"ষষ্ঠেশে রিপুভাবস্থে স্বজ্জাতি শত্রুবদ্ ভবেৎ।
পরজাতিং ভবেন্মিত্রং ভূমৌ ন চলতি ধ্রুবম্।"

বৃ পঃ ॥

অর্থাৎ সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই ভূমিতে বিচরণ করে না, (যানাদিতে ভ্রমণ করে।) সমুদ্রযাত্রা করার জন্য উমেশচন্দ্রের জ্ঞাতিরা সমাজের ভয়ে তাহাকে প্রকাশ্যভাবে আদর করিতেন না, তাঁহার পিতা গিরিশচন্দ্র যদিও বিলাতে টাকা পাঠাইতেন, কিন্তু ব্রাহ্মণসমাজচ্যুত হইবার ভয়ে তিনিও অত্যন্ত চিন্তিত ছিলেন এবং তাঁহার বিলাত হইতে আসিবার পূর্ব্বেই ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে আগষ্ট মাসে পদস্ফুট পাড়ায় আক্রান্ত হইয়া মানবলীলা সম্বরণ করেন।

চন্দ্র ফল :—"দশমেশে সুতে লাভে ধনবান্ পুত্রবান্ ভবেৎ ॥
সর্ব্বদা হর্ষসংযুক্ত সত্যবাদী সুখী নরঃ ॥"

বৃ পঃ।

চন্দ্র দশমে থাকায় জাতক সুসন্তান লাভ করিবেন, ধনবান হইবেন। সর্ব্বদা প্রফুল্লচিত্ত, সত্যবাদী ও সুখী হইবেন।

রবির ফল :—জাতক বিশেষ প্রতাপবান ও পরাক্রম বিশিষ্ট, সোদরগণ হইতে সন্তাপ প্রাপ্ত হইবে, সংগ্রামে শত্রুক্ষয় এবং রাজার নিকট হইতে কল্যাণ লাভ করিবে।

যথা চমৎকার চিন্তামণি গ্রন্থে—

"* * *
সদারিক্ষয় সঙ্করে শং নরেশাৎ ॥"

কেতু অষ্টমে থাকার ফল :—

জাতকের কোন গুহ্যরোগ থাকিবে। অর্শাদি রোগ। উমেশচন্দ্র Piles রোগে সর্ব্বদাই ভুগিতেন।

বুধ রাজযোগ কারক—(Standing Counsel. Member of Legislative Council ও First President Indian National Congress)। উমেশচন্দ্র ১৮৯৩ খৃঃ অব্দে Bengal Council সদস্য হন। বাক্যে পটুতা বা বাগ্মিতা ইহারই ফলে ঘটিয়াছে। বিশেষতঃ আইন সম্পর্কে বাগ্মিতা।

তুলালগ্নের ফলে জাতক impartial (নিরপেক্ষ) Justice-loving (ন্যায্য বিচার প্রিয়) এবং সিংহ রাশির ফলে, গম্ভীর প্রকৃতি ও আকৃতি ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ (strong-willed) থাকা সূচিত হয়।

উমেশচন্দ্রের পিতামহ।

উমেশচন্দ্রের পিতামহ পীতাম্বর যখন লেখাপড়া আরম্ভ করেন তখন বাঙ্গালা ভাষার বড়ই দুরবস্থা। কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও কাশীরামের মহাভারত ব্যতীত বাঙ্গালা ভাষার পাঠোপযোগী পুস্তক ছিল না। চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি প্রভৃতির গ্রন্থ ছিল বটে. উহা তাদৃশ আদৃত হইত না। তখন উর্দ্দূ লিখিতে পারিলে নবাব সরকারে কাজ পাইবার আশা ছিল, তজ্জন্য লোকে আগ্রহ করিয়া উর্দ্দূ পড়িতেন। যাঁহারা সংস্কৃত চর্চ্চা করিতেন, তাঁহারা ব্রাহ্মণপণ্ডিত বলিয়া অভিহিত হইতেন। সন্ধ্যা, আহ্নিক, যাগ, যজ্ঞ, তর্পণ, হোম প্রভৃতি কার্য্যে অতিবাহিত হইত। প্রাতঃকালে শয্যা পরিত্যাগ করিয়া মলমূত্রাদি ত্যাগ করতঃ মুখাদি প্রক্ষালন পূর্ব্বক পুষ্পচয়ন করিয়া প্রাতঃসন্ধ্যা সমাপন করিয়া চণ্ডীপাঠ, হোমাদি ক্রিয়া বেলা ১০টা পর্য্যন্ত করিয়া তৎপরে গৃহাদি কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ পূর্ব্বক দ্বিপ্রহরে মাধ্যাহ্নিকী ক্রিয়া সমাপন করিয়া কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিয়া পরে শাস্ত্রীয় পুস্তকাদি পাঠ পূর্ব্বক অপরাহ্ন সন্ধ্যাকালে সন্ধ্যাবন্দনাদি করিয়া পরে রাত্রি ৯।১০ টার

সময় নিদ্রা যাওয়া, এই নিয়মে তদানীন্তন ব্রাহ্মণগণ অতি সুন্দরভাবে শরীর রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। যখন পীতাম্বর সংসারে প্রবেশ করেন, তখন জিনিষপত্রাদি দুর্ম্মূল্য হয় নাই। অল্প আয়ে লোক দোল দুর্গোৎসবাদি করিয়া গিয়াছিলেন। তখন এত ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নতি হয় নাই,তখনও কড়ি ব্যবহৃত হইত। বাজারে কড়ি লইয়া যাইলে অনেক জিনিষ খরিদ হইত এবং সুখ স্বচ্ছন্দে কালযাপন করিতেন। তখন কৌলিন্য প্রথা চলন থাকায় বহু বিবাহ হইত।

পীতাম্বরের তিনবার বিবাহ ও চাকুরী।

পীতাম্বর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথমে জেলা হুগলীর অন্তর্গত মাপুরদহের চৌধুরী জমিদারগণের পরিবারে বিবাহ হইয়াছিল। প্রথমা পত্নীর নাম শ্রীমতী করুণাময়ী দেবী ছিল। করুণাময়ী মৃতবৎস্যা বলিয়া বহুদিন যাবৎ নিঃসন্তান ছিলেন। একদা জাঁইপাড়া কৃষ্ণনগর যাহা এক্ষণে হুগলী জেলার অন্তর্গত আরামবাগ (ভূতপূর্ব্ব জাহানাবাদ) মহকুমার অন্তর্ভূত হইতেছে. তথা হইতে একজন নিষ্ঠাবান সাগ্নিক ব্রাহ্মণ পীতাম্বর বন্দ্যোপাধ্যায়কে সৎপাত্র বিবেচনা করিয়া তাহার অনূঢ়া কন্যার সহিত বিবাহ দিবার অভি-প্রায় কলিকাতা ২৮ নং নয়ানচাঁদ দত্তের ষ্ট্রীটস্থ বাটীতে (এক্ষণে ১৫ নম্বর হইয়াছে), আসিয়া পীতাম্বরকে কহিলেন, "বাবাজী, তোমার পুত্র সন্তান বাঁচিতেছে না. আমি যাগ যজ্ঞ দ্বারা তোমার পুত্রাদিরূপ ক্ষেত্রে 'আলি' দিব (অর্থাৎ আমার কন্যার সহিত যদ্যপি তুমি বিবাহ কর তাহা হইলে তোমার প্রথমা পত্নীর পুত্রসন্তান জীবিত থাকিবে) এবং আমার কন্যার গর্ভে যে, সন্তান জন্মাইবে সে একজন খ্যাতনামা ব্যক্তি হইবে। অতএব তুমি পুনর্ব্বার দারপরিগ্রহ কর।" পীতাম্বর উত্তর দিলেন, "মহাশয়, আমি একবার বিবাহ করিয়াছি, পুনরায় বিবাহ করিতে গেলে প্রথমা পত্নীর অনুমতি ব্যতীত বিবাহ করিতে পারিব না।" তাহাতে আগন্তুক ব্রাহ্মণ

পীতাম্বরকে তাহার প্রথমা পত্নীর সহিত পরামর্শ করিতে আদেশ দিলেন। প্রথমা পত্নী মৃতবৎসা বশতঃ দুঃখিত থাকায় উক্ত সাগ্নিক আগন্তুক ব্রাহ্মণের আশ্বাসে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার স্বামী (পীতাম্বরকে) পুনরায় দারপরিগ্রহ করিতে অনুমতি দিলেন। পরে যথাবিধিরূপে বিবাহকার্য্য সম্পাদন হইল। এই দ্বিতীয়া পত্নীর গর্ভে উমেশচন্দ্রের পিতা গিরিশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন। ইনি একজন খ্যাতনামা ব্যবহারজীব (Attorney) ছিলেন। তৎকালে ইংরেজ সওদাগরগণের ইংরেজ Attorney ছিল, একজনও বাঙ্গালী এটর্ণি হয় নাই। গিরিশচন্দ্র সাধারণ সমক্ষে প্রমাণ করিয়া দেন এই দেশী লোক ইংরেজ Attorneyগণের সমকক্ষ হইবার উপযুক্ত। গিরিশচন্দ্রের জন্মের ৩।৪ বৎসর পরে পীতাম্বরের প্রথমা পত্নীর গর্ভে এক পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করেন, তাহার নাম শম্ভুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি এই জীবনী লেখকের পূজনীয় পিতৃদেব। তিনি ৬৪ বৎসর বাঁচিয়া সন ১৩০০ সালে মৃত হয়েন। তিনিও Attorney Owen ও Banerjee পরে Mukherjee & Deb এর অফিসে Managing Clerk ছিলেন।

মিশ্র মহাশয়ের পুত্রেষ্টি যজ্ঞ।

ইতিপূর্ব্বে পূর্ব্বোল্লিখিত নিমতলা ঘাট ষ্ট্রীট নিবাসী নারায়ণচন্দ্র মিশ্র মহাশয়ের পুত্রেষ্টীক্রিয়া যজ্ঞের আয়োজন করেন। তাহাতে নানাস্থান হইতে কুটম্বাদি এবং তাহাদের পুত্রসন্তান আগমন করেন। যখন হোমের পূর্ণাহুতি হইতেছে—শ্রীশ্রী৺রাজরাজেশ্বরী দেবীর * পুরোহিত একটী অনূঢ়া কন্যাকে দেখিয়া ঈষৎ হাস্য করেন। তাহাতে নারায়ণ মিশ্র জিজ্ঞাসা করেন, "আপনি হাসিলেন কেন।" তাহাতে

* এখানে প্রকাশ করা আবশ্যক ৬৭ নং নিমতলা ঘাট ষ্ট্রীট, এক্ষণে ২ নং গৌরলাহা ষ্ট্রীটস্থ বাটীতে যে শ্রীশ্রী৺রাজরাজেশ্বরী মূর্ত্তি বিরাজ করিতেছেন, তাহা নারায়ণ মিশ্রের দ্বারা প্রতিষ্টিত। লেখক।

পুরোহিত উত্তর দিলেন, "ঐ কন্যার গর্ভে যে পুত্র জন্মিবে, সেই আপনার বংশ রক্ষা করিবে।" তৎপরে নারায়ণ মিশ্র ঐ কন্যার পিতাকে ডাকিয়া তাঁহাকে সৎপাত্রস্থ করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। তাঁহার পিতা বলিলেন, "মহাশয়, সৎপাত্র কোথায় পাইব, আমি গরীব লোক। আপনি যদি সৎপাত্র মিলাইয়া দেন তাহা হইলে হইতে পারে।" নারায়ণ মিশ্র মহাশয় খুঁজিয়া খুঁজিয়া পীতাম্বরকে সৎপাত্র ঠিক করিলেন। কিন্তু এদিকে পীতাম্বর দুইবার দারপরিগ্রহ করিয়াছেন। যখন মিশ্র মহাশয় তৃতীয়বার দারপরিগ্রহের কথা বলিলেন, তখন পীতাম্বর বলিলেন, "মহাশয়, এ বিষয় আমার প্রথমা, দ্বিতীয়া পত্নীর মত ব্যতিরেকে বিবাহ করিতে পারি না।" কন্যাদায় প্রপীড়িত ব্রাহ্মণ যখন প্রথমা পত্নী করুণাময়ী দেবীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তদুত্তরে তিনি সহাস্যে উত্তর দিলেন—"মহাশয়! আমার ত এক সপত্নী আছে আর একটী বাড়িবে, তাহাতে আপত্তি কি। কিন্তু ছোট গিন্নিদিগকে বলে দেখুন।" যখন উক্ত ব্রাহ্মণ পীতাম্বরের মধ্যমা পত্নী কর্পূরাময়ী দেবী ও কনিষ্ঠা পত্নী দয়াময়া দেবীকে উক্ত বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন তখন তদুত্তরে বলিলেন—"মহাশয়, কর্ত্তামহাশয়ের বিবাহ করা ত এক ব্যবসা (আমি তাহার ব্যবসায় প্রতিকুলাচরণ করিতে চাই না।") এই সকল উত্তরে সন্তুষ্ট হইয়া পীতাম্বর তৃতীয় দারপরিগ্রহ করিলেন। তাঁহার গর্ভে পাঁচটী পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করে, যথা শিবচন্দ্র, রাজেন্দ্র, ভৈরব, বটুবিহারী, কালীচরণ। উক্ত মধ্যম পুত্র রাজেন্দ্রনারায়ণ মিশ্রের বাটীতে পোষ্যপুত্ররূপে গৃহীত হন। পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে, এই রাজেন্দ্রের কন্যা চমৎকারিণীর পুত্রগণের দ্বারা নারায়ণ মিশ্রের বংশ রক্ষিত হইয়াছে।

প্রথমা পত্নীর গর্ভে শম্ভুচন্দ্র ব্যতাত অপর একটী পুত্র মহেশচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। এইরূপ প্রথমা পত্নীর গর্ভে দুই পুত্র, মধ্যমা পত্নীর গর্ভে এক

পুত্র ও তৃতীয়া পত্নীর গর্ভে তিন পুত্র একুনে আট পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে। পুনরায় প্রথমা পত্নীর গর্ভে এক কন্যা, দ্বিতীয়া পত্নীর গর্ভে পাঁচ কন্যা ও তৃতীয়া পত্নীর গর্ভে এক কন্যা একুনে সাত কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। পীতাম্বরের জ্যেষ্ঠ পুত্র গিরীশচন্দ্র বৈমাত্র ভ্রাতাগুলিকে এতই ভাল বাসিতেন যে, তাহারা সহোদর বলিয়া জানিতেন। পীতাম্বরের কার্য্যকুশলতা, অমায়িকতা ও বদান্যতাতে সকলেই আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। তিনি যে ইংরেজ এটর্ণির Firmএ কার্য্য করিতেন তাহাতে তাহারা এত সন্তুষ্ট হইয়াছিল যে, দেশী মক্কেলের সহিত কথাবার্ত্তা কহিবার ভার পীতাম্বরের উপর ন্যস্ত ছিল। তাঁহার সহিত পূর্ব্বে কথাবার্ত্তা না হইলে ইংরেজগণ কথাবার্ত্তা কহিতেন না। Supreme কোর্টে যে বিচার পদ্ধতি (procedure) প্রচলিত ছিল তাহা অতীব কূট ও জটিল ছিল। পীতাম্বর অল্পদিন মধ্যে তাহা আয়ত্তাধীন করিয়াছিলেন। নারায়ণ মিশ্রের মৃত্যুর পূর্ব্ব হইতেই তৎপুত্র হেরম্ব মিশ্র নামতঃ Banian ছিলেন কিন্তু কার্য্যাদি পীতাম্বর করিতেন। একদিবস এক মকদ্দমা জবাব মুসবিদা করিবার জন্য সাহেব হেরম্বকে দেন। পরে হেরম্ব পীতাম্বরের দ্বারা তাহা লেখাইয়া সাহেবকে দেন। সাহেব উক্ত জবাব পাঠ করিয়া জিজ্ঞাসা করেন,—"হেরম্ব! কে এ জবাব লিখিয়াছে।" হেরম্ব বলিয়াছিল, "সাহেব! আমার সহকারী পীতাম্বর লিখিয়াছে। তৎপরে সাহেব তাহার দীর্ঘাকৃতি, গৌরবর্ণ চেহারা দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকেই Banianএর কার্য্যে নিযুক্ত করেন। তৎপরে হেরম্ব পীতাম্বরকে আহ্লাদের সহিত নিজস্থানে বসাইয়া অবসর গ্রহণ করেন।

উমেশচন্দ্রের ধর্ম্মভাব।

কালের প্রভাবে হিন্দুর হিন্দুত্ব খর্ব্ব হওয়ায় বিজাতিগণের সংস্পর্শে হিন্দুজাতি ব্রাহ্মণমণ্ডলী বিশেষতঃ আচার ভ্রষ্ট হইতে বাধ্য হইয়াছেন।

তথাপি এখনও একদল আছেন তাঁহারা প্রাচীন আচার ব্যবহার অক্ষুন্ন রাখিতে চান। সেই শ্রেণীর লোক উমেশচন্দ্রের পিতামহ পীতাম্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন। তিনি ইষ্টদেবের উপর নির্ভর করিয়া দৈনন্দিন সংসারের কার্য্যকলাপ করিতেন। তিনি গ্রহণ কালে প্রায়ই পুরশ্চরণ করিতেন। কালের কুটিল গতিতে উপার্জ্জনের জন্য ইংরাজের চাকুরী করিতেন বটে—কিন্তু নিজের ধর্ম্ম নিজের আচার ব্যবহার বরাবর বড় বলিয়া জানিতেন। তখন আমাদের ধর্ম্ম গ্রন্থ বাঙ্গালা ভাষায় অনূদিত হয় নাই, তথাপি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের মুখে শাস্ত্রালাপ শুনিয়া তিনি হিন্দুধর্ম্মের সার-সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলেন। তিনি যৎকিঞ্চিৎ সংস্কৃত ভাষাও জানিতেন। কাজের খাতিরে যৎকিঞ্চিৎ উর্দ্দু জানিতেন। পীতাম্বরের ধর্ম্মভাব উমেশচন্দ্র বাল্যকালে পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন, তিনি নিজ বাটীতে শ্রীশ্রী৺দুর্গোৎসবের সমারোহ দেখিয়াছিলেন। তিনি চিরকাল হিন্দুধর্ম্মকে শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতেন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে সম্মান করিতেন।

উমেশচন্দ্রের মাতৃ শ্রাদ্ধ।

তাঁহার মাতৃ শ্রাদ্ধের সময় দ্রাবিড়, উৎকল কাশী প্রভৃতি স্থান হইতে পণ্ডিত আনয়ন করিয়া সর্ব্বোচ্চ বিদায় ১০০৲ টাকা ও পাথেয় দান করিয়াছিলেন। তাঁহার মাতৃ-শ্রাদ্ধে মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন যিনি গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব্ব (Principal) প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন, তিনি অধ্যক্ষকতা করিয়াছিলেন। উক্ত পদে পূর্ব্বে লোকপূজ্য ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর অভিষিক্ত ছিলেন। উমেশচন্দ্রের মাতৃ শ্রাদ্ধে দান-সাগর দান করিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি স্বয়ং ব্রতী ছিলেন না বটে, কিন্তু সকল প্রেতকার্য্য তাঁহার ভ্রাতা সত্যধন বন্দ্যোপাধ্যায় (বিদ্যাভূষণ) দ্বারা সম্পন্ন করাইতেন। উমেশচন্দ্রের খুল্লতাত শম্ভু-

চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে উক্ত শ্রাদ্ধ যজ্ঞ সম্পন্ন হয়। উমেশচন্দ্রের হিন্দু ধর্ম্মে আস্থা না থাকিলে তাঁহার মাতৃশ্রাদ্ধে এত অধিক টাকা খরচ করিতেন না। উমেশচন্দ্র ৺কাশীধামে তাঁহার পিতার নামে শিব স্থাপনা করিয়াছিলেন এবং গৃহদেবতা শ্রীশ্রী৺রাধাকান্ত জিউর সুবন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার মত ছিল এই যে,—ধর্ম্ম শাস্ত্রকারকেরা সকলেই মেধাবী ও ত্রিকালজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন, তাঁহাদের মত খণ্ডন করিবার ক্ষমতা আমাদের নাই। তাঁহারা যে পরিমাণে গবেষণা, চিন্তা করিয়া শাস্ত্র লিখিয়া প্রচলিত করিয়াছেন সে পরিমাণে গবেষণা, চিন্তা করিবার সময় বা ক্ষমতা আমার নাই অতএব শাস্ত্র-কারকগণকে ভক্তিপূর্ব্বক প্রণাম করিয়া তাহাদের মতাবলম্বী হওয়া ভাল। এই বিবেচনায় তিনি হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে—গোঁড়া ভক্ত ছিলেন। তাঁহাকে হিন্দু ধর্ম্ম সম্বন্ধে কোন অবজ্ঞা বা বিপরীত মত বলিতে শুনা যায় নাই। বীরভূম জেলার অন্তঃপাতি রায়পুরের লর্ড সিংহ S. P. Sinha হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে ঐরূপ মত প্রকাশ করিয়াছিলেন,—

"I am one of those who refuse to renounce my Hinduism, however little room there may be for me personally in the Hindoo social organism,...... Although observances may seem offensive and stories told about the gods may seem incredible', yet as a rule of action a system which has been the growth of ages is infinitely more precious than any theory which he could think out for himself. He will know that his own mind—that the mind of any single individual is unequal to so vast a matter.....

...... A man who brings into contempt the creed of his country is the deepest of criminals, he deserves death and nothing else."

"অর্থাৎ যদিও হিন্দুসমাজে আমার অস্তিত্ব অতি স্বল্প, তথাপি আমি আমার হিন্দুধর্ম্ম আমি পরিত্যাগ করিতে সম্মত নহি। হিন্দুধর্ম্মের ক্রিয়া কলাপ যদিও কিম্ভূতকিমাকার আমার নিকট বোধ হইতে পারে বটে, হিন্দু দেব দেবীর সম্বন্ধে প্রচলিত গল্প অসম্ভব বোধ হইতে পারে বটে, তথাপি যে শাস্ত্র স্মরণাতীত কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে, তাহা মানিয়া আমাদের চলা নিতান্ত কর্ত্তব্য। নিজের মনে বিবেচনা করিয়া দেখুন, স্মৃতিশাস্ত্র যাহা মহামনা ঋষিগণ লিখিয়া গিয়াছেন, আপনি একাকী তাহা অপেক্ষা, সমীচান শাস্ত্র প্রণয়ন করিতে পারেন কি? আপনি ঐসকল বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, আপনার ঐসকল বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করিয়া মানিয়া চলা উচিত। যে ব্যক্তি জাতীয় ধর্ম্ম ত্যাগ করে বা অবজ্ঞা করে—তিনি একেবারে পাষণ্ড এবং তাঁহাকে শূলে আরোপন করা উচিত।

উমেশচন্দ্রের আটপৌরে ও পোষাকী ভাব।

উমেশচন্দ্রেরও ঐরূপ মত ছিল। তাঁহার আটপৌরে ও পোষাকী-ভাব ছিল তাহাতে লোকে তাঁহাকে চিনিতে পারিতেন না। পোষাকী-ভাবে তিনি একেবারে বিলাতী ব্যারিষ্টার ছিলেন, কিন্তু আটপৌরেভাবে তিনি কুসুম অপেক্ষা কোমল এবং সহৃদয় হিন্দু ছিলেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, একদা বিলাতে পাদরীগণ তাঁহাকে অপদস্ত করিবার মতলবে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনি কি তেত্রিশকোটি হিন্দু দেব দেবী পূজা করেন।" তাহাতে তিনি তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন—"আপনারা যদ্যপি Trinity পূজা করিতে পারেন, আমি তেত্রিশকোটি পূজা করিতে

পারিব না কেন ?" "স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পর ধর্ম্মো ভয়াবহঃ।" তিনি গীতার এই শ্লোক সর্ব্বদা মনে রাখিতেন। তিনি আর্য্য ঋষিগণের দর্শনশাস্ত্র পড়িতে ভালবাসিতেন। ৺চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে শ্রীগোপাল বসু মল্লিকের বৃত্তিতে যে যে প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন তাহা তিনি ভক্তিসহকারে পাঠ করিতেন। তিনি একদিকে ঘোর স্বদেশীভাবাপন্ন অপর দিকে পুরা সাহেব ছিলেন তাঁহার হাঁচি, উচ্চারণ, চুলকান প্রভৃতি কার্য্য ঠিক লণ্ডনের ইংরেজের মত ছিল। অ পর দিকে তিনি সাংখ্য, পাতঞ্জল প্রভৃতি দর্শন শাস্ত্র ভক্তিসহকারে পাঠ করিতেন। হাইকোর্টে অনেক ইংরেজ তাঁহার ইংরাজী উচ্চারণ শুনিয়া চমৎকৃত হইত এবং বলিত ঠিক লণ্ডন নগরবাসীর উচ্চারণ W. C. Bonnerjee করিতে পারিতেন। তাঁহার সিম্‌লার বাটীতে সনাতনী হিন্দুধর্ম্ম প্রচলিত ছিল এবং পার্ক ষ্ট্রীটের বাটীতে তিনি বড় সাহেব বলিয়া অভিহিত ছিল। সিমলা বাটীতে তাঁহার ডাক নাম মতিবাবু ছিল।

তৃতীয় অধ্যায়।

শরীর মাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম।

কুমার সম্ভবম্।

পীতাম্বরের আকৃতি।

মহামান্য হাইকোর্টের উকিল স্বর্গীয় নীলমাধব বসু মহাশয় বর্ত্তমান লেখককে বলিয়াছিলেন, "আমি কর্ত্তাকে অর্থাৎ পীতাম্বর বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেখিয়াছিলাম। তিনি গৌরবর্ণ, দীর্ঘকায়, আজানুলম্বিত-বাহুবিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন।" পীতাম্বরের তৈলচিত্র (Oil painting) অদ্যাপি বর্ত্তমান লেখকের বাটীতে আছে। তাঁহার Banianএর পোষাক যথা মাথায় বর্ত্তমান গান্ধি ক্যাপের ন্যায় টুপি, শুদ্ধ চাপকান স্কন্ধে চাদর ও হাতে কাগজাদি উক্ত তৈল চিত্রে অঙ্কিত আছে। যখন পীতাম্বরের অতি প্রাচীন বয়স অর্থাৎ ৬৪।৬৫ বৎসর বয়ক্রম তখনকার চেহারা উক্ত তৈলচিত্রে অঙ্কিত আছে। উক্ত চিত্র দেখিলেই বোধ হয়—পীতাম্বর দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, সত্যবাদী, বলিষ্ঠ, আশ্রিতবৎসল, সুপুরুষ ছিলেন। যতদিন যাইতেছে বাঙ্গালীর শারীরিক দুর্ব্বলতা আসিতেছে। তাহারা শক্তি উপাসনা করে তবে এত দুর্ব্বল কেন? যদ্যপি পাঠক এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন, তাহার উত্তর এই বিশুদ্ধ খাঁটী খাদ্যদ্রব্য বাজারে দুষ্প্রাপ্য হইয়া যাইতেছে, জিনিষ সকল দুর্ম্মূল্য হইয়াছে, সুতরাং বাঙ্গালী জাতির শারীরিক বল—যাহাকে ইংরাজিতে Stamina বলে কমিয়া যাইতেছে।

৺পীতাম্বর বন্দোপাধ্যায়
জন্ম ১৭৮৩ — মৃত্যু ১৮৫৫ খ্রীঃ।

বঙ্গদেশীয় লোকগণের শারীরিক দুর্ব্বলতা— অবনতির কারণ।

ক্ষয়কাশ রোগের বিশেষজ্ঞ (Expert) ডাক্তার সি. মথু—(Dr. Muthu) যিনি দুই বৎসর হইল ভারতবর্ষে আসিয়া সিমলা পাহাড়ে বসবাস করিতেছেন তিনি বলিয়াছেন—"I am pained to find that generation by generation national vitality was deteriorating and that unless builders of public opinion and more particularly the Government of the day realize their responsibility in the matter, future of the country is gloomy. To my mind, social and economic issue of our national life is more important than political, for uplift in respect of the former provides solid and indeed reliable foundation for the latter.

অর্থাৎ জাতীয় জীবন বংশানুক্রমে দুর্ব্বল হইয়া যাইতেছে দেখিয়া আমার প্রাণে অত্যন্ত ব্যথা লাগিয়াছে। আমাদের শাসনকর্ত্তা এবং দেশের নেতাগণ যদ্যপি এবিষয়ে মনোযোগ না করেন, তাহা হইলে দেশের ভবিষ্যৎ অতি শোচনীয়। আমার মতে সামাজিক ও আর্থিক উন্নতি না হইলে রাজনৈতিক উন্নতি স্থায়ী হইতে পারে না।

Ravages from tuberculosis, from still-births, infant mortality and epidemic are due to proverty, insanitation, overcrowding and want of nourishing food.

উক্ত ডাক্তার সাহেবের মতে "যক্ষ্মা রোগ, শিশু মৃত্যু সদ্যোজাত মৃত্যু এবং সংক্রামক রোগের মূল কারণ হইতেছে দরিদ্রতা, অস্বাস্থ্যকর

স্থানে বাস, বলকারক খাদ্যের অভাব এবং অতিশয় জনাকীর্ণ স্থানে বাস। আমার মতে প্রকৃতি (Nature) সকল আরোগ্যের মূল। আমার ইচ্ছা আমাদের জন্মভূমি অধিকতর ফসল উৎপাদন করে। আমি Lord Irwin এ বিষয়ে মনোযোগ দিয়াছিলেন দেখিয়া আহ্লাদিত হইয়াছিলাম। এখানকার জমিদারগণ গ্রামে বাস করিয়া তথায় Co-operative movement দ্বারা প্রজাগণকে সাহায্য করিলে চাষের উন্নতি হইবে।

বাঙ্গালাদেশের সেকাল ও একাল।

কলে ছাঁটা চাল খাইলে চালের সার চলিয়া যায়, তজ্জন্য এদেশের লোকে রোগের আক্রমণ সহ্য করিতে না পারিয়া মরিয়া যায়। আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধে অনাস্থা এদেশীয় লোকের নিরাময়ের এক অন্তরায়। ... ... বালিকাগণ বইয়ের পোকার মত লেখাপড়া করে - তাহা দেশের স্বাস্থ্যকর কিছু নহে। আমাদের দেশের গিন্নি ঠান্‌দিদিরা যেরূপ বলিষ্ঠ এবং সমাজের উপকারী ছিলেন অধুনাকার স্ত্রীলোকগণ সেরূপ নহে।

Home life in England is the es-ence of life of the nation. Home produces it permanent influence on the character of a person. They inculcate discipline and form character. If India needs one thing more than another it is the formation of discipline and character.

জাতীয় জীবনের ভিত্তি পারিবারিক জীবন। ব্যক্তির চরিত্রের উপর পিতা মাতার আধিপত্য অধিক। তাঁহারাই চরিত্র গঠন করে, এবং সংযম শিক্ষা প্রদান করেন। ভারতবর্ষের প্রধান আবশ্যকতা হইতেছে সংযম ও চরিত্র।

পীতাম্বরের পরিবারবর্গের মধ্যে অনেক শিখিবার জিনিষ ছিল। তিনি

স্বয়ং তিনবার বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহার আট পুত্র সাত কন্যা ছিল। তিনি তাঁহাদিগকে এরূপ শিক্ষা দিয়াছিলেন যে, কেহ কাহাকেও বৈমাত্রেয় বলিয়া জানিত না।

পরস্পরে পরস্পরে এরূপ সৌহার্দ্দ্য ছিল প্রত্যেকে প্রত্যেকের জন্য অনায়াসেই স্বার্থ ত্যাগ করিত। ইতিপূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, পীতাম্বর বড় বদান্য ব্যক্তি ছিলেন। পরের কষ্ট তিনি দেখিতে পারিতেন না। একদা একজন দুঃস্থ অবস্থায় পড়িয়া পীতাম্বরকে তাহার কষ্ট জানায় তখন পীতাম্বরের হাতে টাকা ছিল না কিন্তু শুনিয়াছিলেন, তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র গিরিশচন্দ্রের একখানি ১০০০৲ টাকার কোম্পানির কাগজ তাঁহার নামে কিনিয়াছিলেন। এখানে বলা বাহুল্য এই গিরিশচন্দ্র উমেশচন্দ্রের পিতা। পীতাম্বর গিরিশচন্দ্রকে ডাকিয়া বলিলেন,—"গিরিশ, তুমি একখানি ১০০০৲ টাকার কোম্পানির কাগজ কিনিয়াছ শুনিয়াছি। আমার টাকা বিশেষ প্রয়োজন। এই অভ্যাগত দরিদ্র ব্যক্তিকে সাহায্য করিতে হইবে। তুমি কাগজখানি আমাকে দেখাও।" তৎক্ষণাৎ গিরিশচন্দ্র কোম্পানি কাগজখানি আনিলেন। পীতাম্বর বলিলেন, "এই কলম ধর, আমার নামে কাগজখানি endorse অর্থাৎ আমার নাম লিখিয়া দাও, আমার আশীর্ব্বাদে তোমার উন্নতি হইবে।" গিরিশচন্দ্র দ্বিরুক্তি না করিয়া তাহার নামে endorse করিয়া দিলেন এবং সেই কাগজ পীতাম্বর দুঃস্থ ভদ্রলোকের নাম endorse করিয়া সুস্থ হইলেন।

যখন হুগলী জেলা অন্তর্গত গজা গ্রামে কুলীন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কন্যাদায় জানাইয়া দাঁড়াইলেন এবং বলিলেন, "গিরিশচন্দ্রের সহিত তাহার কন্যার বিবাহ দিলে ভাল হয়।" তখন গিরিশচন্দ্রের প্রথম বিবাহ ত্রিবেণীতে ৺জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের প্রোপৌত্রের কন্যার সহিত সম্পন্ন হইয়া গিয়াছিল। তথাপি পিতার আদেশে দ্বিরুক্তি না করিয়া গিরিশ পুনরায় বিবাহ

করিলেন। চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের দুই পুত্রের সহিত পীতাম্বরের দুই কন্যার বিবাহ হয়।

একটু অনুসন্ধান করিলেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, দৈহিক পরিচ্ছন্নতায় পীতাম্বরের সময়ের লোকেরা আমাদের অপেক্ষা উন্নত ছিল এবং অনন্য অনেক জাতি অপেক্ষা অধিক অগ্রসর। হিন্দু যতই গরীব হউক না কেন সে প্রত্যহ স্নান ও বস্ত্রত্যাগ করে। হিন্দুর গৃহাদি পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন, কিন্তু অধুনা তাহাদের ঘরের বাহিরেই আবর্জ্জনার ও জঞ্জালের স্তূপ। যে জলকে তাহারা নারায়ণ বলিয়া থাকে, সেই জলেই তাহারা সর্ব্ববিধ ময়লা এবং আবর্জ্জনা নিক্ষেপ করে। সুতরাং ইদানীং হিন্দু সমাজও পাপের ও রোগের পথে ধাবিত হইতেছে। আমাদের শারীরিক দুর্ব্বলতার কারণ সংক্রামক রোগ, যথা ম্যালেরিয়া ও কালাজ্বর যে কারণেই হউক অনুকূল ক্ষেত্র পাইলেই উহা প্রসার লাভ করিয়া থাকে। বস্তুতঃ আচার-ভ্রষ্টতা আমাদের অবনতির অন্যতম প্রবল কারণ। এক্ষণে কলিকাতার দেশী হোটেলের পর্য্যুসিত মাংস মৎস্য খাদ্য ভক্ষণ—রোগের কারণ।

আজকাল অনুসন্ধানের দ্বারা ইহাই সপ্রমাণ হইয়াছে যে, রোম ও গ্রীস উভয় দেশের প্রাচীন সভ্যতা ও প্রাচীন জাতি এই ম্যালেরিয়া প্রভাবেই বিলুপ্ত ও হীনশক্তি হইয়া পড়িয়াছে। মিশরের প্রাচীন সভ্যতা এই দুরন্ত ব্যাধির প্রভাবে বিলুপ্ত হইয়াছে বলিয়া কাহারও মনে সন্দেহ জন্মিয়াছে।

পীতাম্বরের সময় এদেশে ম্যালেরিয়ার উৎপাত আরম্ভ হয় নাই। তখন লোকে শতায়ুঃ হইয়া বাঁচিয়া থাকিত। অল্প আয়াসে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিত। মানুষ মানুষের সাহায্য করিত। প্রত্যেকের বাটীতে ২৫ জন অতিথি খাইত, তাহাতে কাহারও কোন ক্লেশ বোধ হইত না। অতিথি সৎকার ও লোককে খাওয়ান এক আনন্দের বিষয় ছিল। ১০।২০ টাকা বেতনে তখন শুনা যাইত গৃহস্থ দোল দুর্গোৎসব করিতে

পারিত। বসুন্ধরা যথেষ্ঠ খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন করিতেন। পৃথিবীতে উর্ব্বরা শক্তি অধিক ছিল। লোক এত অধিক হয় নাই। পুকুরে মাছ ছিল, মরাইয়ে ধান ছিল, মনে শক্তি ছিল, গৃহস্থ সুখে স্বচ্ছন্দে বসবাস করিত। লোকের এত অধিক ব্যায়রাম ছিল না। এত অধিক ডাক্তার কবিরাজ ছিল না। রোগী লঙ্ঘন দিয়া রোগ হইতে মুক্তিলাভ করিত। কুলীনে বহু বিবাহ করিত কিন্তু তাহাতে গৃহস্থ ভারাক্রান্ত মনে করিত না। কুলীন ব্রাহ্মণ খাতা সঙ্গে লইয়া বিবাহিতা পত্নীর বাটীতে বৎসরে ২।৫ দিন থাকিয়া অর্থ সঞ্চয় করিতেন। তাহাদের দীর্ঘায়ু ছিল। কোন রোগ ছিল না। তাহাদের ঔরসজাত পুত্রগণ পরে কৃতী হইয়াছেন। বল্লাল সেনের সময় বাঙ্গালা দেশে কুমারীর সংখ্যা অধিক হওয়ায় বহু বিবাহ প্রচলিত ছিল। ক্রমে ক্রমে বহু বিবাহ উঠিয়া গেল। পীতাম্বরের সময় সহমরণ প্রথা Lord William Bentinck বাহাদুর উঠাইয়া দেন। সহমরণে দুই একটী দৃষ্টান্ত দেখা যায়, জোর করিয়া সহমরণ সম্পাদিত হইয়াছে, কিন্তু কলিকাতার সন্নিকটস্থ স্থানে জোর জবরদস্তি করিয়া সহমরণ করা হইত না। হিন্দু মুসলমানে তখন সদ্ভাব ছিল। হিন্দুর পূজায় মুসলমান নিমন্ত্রণে যাইত। হিন্দুরা মাণিকপীর পূজা করিত। তাহারা সত্যনারায়ণকে পূর্ণিমায় পূজা করিত। মুসলমানেরাও চড়কে ঘুরিত। তখন স্ব স্ব জাতি স্ব স্ব কর্ম্ম করিত। তন্তুবায় চরকা ঘুরাইত। স্যাকরা, কামার, কুমোর, ছুতার প্রভৃতি নিজের নিজের কর্ম্ম করিত। পুরুষানুক্রমে কার্য্য caste-guild করায়—তাহাদের কর্ম্মে শীঘ্রই দক্ষতা জন্মাইত। এখনকার মত সকলে লেখাপড়া করিয়া চাকুরী অবলম্বন করিত না। কলিকাতায় এত ব্যবসায় উন্নতি হয় নাই। কলিকাতার ব্যবসার উন্নতি হওয়ায় টাকা সস্তা হইয়াছে, কিন্তু জিনিষ মহার্ঘ্য হইয়া গিয়াছে। এখনকার মতন জিনিষ ভেজাল হয় নাই। ঘৃত দুগ্ধ

সস্তা ছিল। লোকে খাঁটি ঘৃত দুগ্ধ খাইয়া অনেক দিন বাঁচিত। ক্রমশঃ জিনিষ ভেজাল হইতে লাগিল। আইন আদালতে এত মিথ্যা প্রবঞ্চনা ছিল না। কলিকাতা হাইকোর্টের উকিল ৺নীলমাধব বসু বর্ত্তমান লেখককে বলিয়াছিলেন, "আমি এক বন্দকী খত দেখিয়াছিলাম, তাহাতে সাক্ষী স্থানে "চন্দ্র ও সূর্য্য" লিখা ছিল, কোন লোকের নাম ছিল না।" মানুষ মানুষকে ঠকাইতে চেষ্টা করিত না। গুরুজনকে সম্মান করিত। গুরুজনও নিম্ন-জনকে স্নেহ করিত। সে সময় individuality বা self-assertion ব্যক্তিগত ভাব এত প্রবল হয় নাই। তখন পাড়ার মণ্ডলকে লোকে মান্য করিত। সংসারে বৃদ্ধকে মান্য করিত। এক্ষণে ব্যক্তিগত ভাব বৃদ্ধি পাওয়ায় স্ব স্ব প্রধান হইয়া লোকের কি সুখ বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহা বলিতে পারি না। ইংরাজ কবি পোপ এই মর্ম্মে বলিয়াছেন :—

"We think our fathers fools as old we grow ;
'Tis no wonder, our sons will think us so."

শাস্ত্র বচন অগ্রাহ্য করা, যাহা প্রশংসা করা কর্ত্তব্য তাহা অযথা নিন্দা করা, ইংরাজী সভ্যতার উত্তম অংশ পরিত্যাগ করিয়া তাহার অধম অংশ অনকরণ করা, আমাদের অধঃপতনের কারণ। আমাদের মেয়েরা মেম সাহেবের অনুকরণ করিতে চান, কিন্তু মেম সাহেবের মানসিক ও শারীরিক শক্তি লাভের চেষ্টা করেন না।

—— —— • —— ——

চতুর্থ অধ্যায়।

"He who will not reason, is a bigot,
He who cannot, is a fool and he
Who dares not, is a slave."

Sir. W. Drummond.

পীতাম্বরের প্রকৃতি ও বাহ্য জগৎ।

পীতাম্বরের যৌবনকালে অর্থাৎ ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দু কলেজ স্থাপিত হয়। তৎপরে গৌরমোহন আঢ্যের স্কুল ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হয়। ইংরাজী লেখা পড়ার সঙ্গে হিন্দুধর্ম্মের উপর অবিশ্বাস ও সকল আচার ব্যবহারে ঘৃণা ও Hindu social fabric ভাঙ্গিবার বুদ্ধি প্রবল হইয়াছিল।

উপরোক্ত লিখিত পদ্যের মর্ম্ম মত বুদ্ধিবৃত্তির স্বাধীনতা লক্ষ্য করিয়া মহাত্মা রামগোপাল ঘোষ, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, গোবিনচাঁদ বসাক, রসিককৃষ্ণ মল্লিক প্রভৃতি Henry Lewis Vivian Derozarioএ নয়টী শিষ্য করিয়াছিলেন।

প্রাতঃস্মরণীয় পীতাম্বর।

কঠিনা প্রকৃতিদেবী, শুষ্ক বীজ বিচ্ছিন্নভাবে জগতে প্রক্ষেপ করিলেন। কোন বীজ, পার্ব্বতীয় বন্ধুর ভুমিতে পড়িয়া অঙ্কুরেই অকালে শুকাইয়া নষ্ট

হইল ; কেহ বা উত্তপ্ত বালুকাকীর্ণ সুদুস্তর মরুভূমে পড়িয়া ধূলি আকারে মিশিয়া গেল ; তরঙ্গমালা শোভিত অকুল লবণময় সমুদ্রজলে জলীয় বাষ্পে বিলীন হইল ; কেহ বা শাণিত প্রান্তভাগে কণ্টকে, কেহ বা প্রজ্জলিত বাড়বানলে জীবন বিসর্জ্জন দিল। কি হইল ! তবে কি একটি জীবনও জীবন্ত রহিল না ? রহিল ! যাহারা আপনার প্রাণ আপনি বাঁচাইতে পারিল, তাহারা রহিল ; যাহারা পার্ব্বতীয় কঠিন প্রান্তরে, চূর্ণ বিচূর্ণিত শরীরে অসীম আয়াসে আশ্রয় অনুসন্ধান করিয়া লইতে পারিল,—আপনার গন্তব্য পথ সজ্জনের নিকট দেখিয়া লইল, তাহারা রহিল। মহাত্মা পীতাম্বর, রামগোপাল ঘোষ, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি এইরূপে রহিয়া গিয়াছেন ; আর যতদিন এই জগৎ রহিবে, তাঁহাদের নামও ততদিন রহিয়া যাইবে।

বাল্যকালে তাঁহাদের অর্থের অভাব, উৎসাহদাতার অভাব ; বিদ্যা বুদ্ধি সম্পন্ন উচ্চবংশ পরম্পরার সহিত সম্বন্ধ শূন্যতা ; সংক্ষেপতঃ মানব জীবন গঠনের সকল উপসর্গ ই তাহাদের অদৃষ্টে ঘটিয়াছিল। কিন্তু তাহাতেও তাহাদের উন্নতির গতিরোধ করিতে পারে নাই, তাঁহারা আপনিই আপনার মস্তক উত্তোলন করিয়াছিলেন : তাঁহাদের জীবন-বীজ এ সকল উপসর্গ বা অন্তরায়কে ভ্রুকুটি প্রদর্শন করিয়া সেই প্রস্তর চাপনের মধ্য হইতেই আপনাদের অঙ্কুরিত অবস্থা সম্প্রসারণ করিয়াছিল। সকল বিঘ্ন বিপত্তিকে উপেক্ষা করিয়া পথের কণ্টক দূরে নিক্ষেপ করিয়া, সে ক্ষুদ্র অঙ্কুর কালে ফলচ্ছায়া সমন্বিত বিশাল বৃক্ষে পরিণত হইয়াছিল আতপ তাপিত ব্যক্তির ছায়াদানে, ক্ষুধিত জীবনকে ফলমূল দানে সে আপনার জন্ম জীবনকে সার্থক করিয়াছিল।

পীতাম্বরের বিদ্যার প্রতি এরূপ অনুরাগ ছিল যে এটর্ণী আফিসে চাকুরী পর্য্যন্ত অবসর ক্রমে নানাবিধ পুস্তক (home-study) পাঠ করিতেন।

এরূপ অনুরাগ অতি অল্প লোকেরই দেখা গিয়া থাকে। যাহাদের দেখা যায় তাঁহারাই এ জগতে মহৎ নামের বাচ্য। পীতাম্বর এক বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি কাহারও স্কুলের বেতন অভাবে পড়া হইতেছে না শুনিলেই সাহায্য করিতেন। কোন পণ্ডিত গ্রন্থকার কোন পুস্তক রচনা করিলেই তিনি তাহাকে সাহায্য করিতেন। তিনি ভাবুক চিত্রকরের উৎকৃষ্ট চিত্র দেখিলেই তাহা ক্রয় করিয়া তাহাকে উৎসাহ দিতেন। এরূপ বিদ্যোৎসাহী লোক অতি বিরল।

সুপ্রিম কোর্টের ইতিবৃত্ত।

পীতাম্বর যে আদালতের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন তাহার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস নিম্নে প্রদত্ত হইল।

১৭৭২ খৃষ্টাব্দে বিলাতে Parliament সভায় Regulating Act পাস হয়। তদ্দ্বারা কলিকাতায় সুপ্রিম কোর্ট স্থাপিত হয়। ইতিপূর্ব্বে কলিকাতায় Mayor's Court নামক আদালত প্রচলিত ছিল। তাহাতে দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালত ছিল। খাস কলিকাতার মধ্যে যে সকল মোকর্দ্দমার নালিশের কারণ উত্থিত হইত উহা উক্ত আদালতে বিচার হইত। এক্ষণে যেখানে Old Court House Street অবস্থিত অর্থাৎ লাট সাহেবের বাটীর পূর্ব্বে উক্ত Old Court House Streetএ Mayor's Court ছিল। Attorney's Associationএর ঘর Mayor's Courtএর অন্তর্গত ছিল। তজ্জন্য বর্ত্তমান High Court বাটীতে Attorney's Associationকে একটি ঘর Government প্রদান করিয়াছিলেন। সদর দেওয়ানী আদালত ও সুপ্রিম কোর্ট যুক্ত হইয়া ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে হাইকোর্ট স্থাপিত হয়। উহাতে রমাপ্রসাদ রায় ও শম্ভুনাথ পণ্ডিত মহাশয়গণ ইহার প্রথম দেশী বিচারপতি হন।

তৎপরে ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে ঐ রাস্তায় Supreme Court স্থাপিত হয়।

Attorneyগণের অফিস রাণী মুদি গলি (যাহা এক্ষণে British Indian Street নামে অভিহিত) Fancy Lane, Larkin's Lane, Hastings Street, Old Post Office Streetএ ছিল। উক্ত Supreme Court ইংলণ্ডের নৃপতি King George III দ্বারা স্থাপিত। উহা East India Company এবং তাঁদের কর্ম্মচারী Governor General, Members of the Council প্রভৃতির উপর আধিপত্য করিত। অনেক সময় Supreme Court Governor Generalএর Councilএর উপর Mandamus প্রচার করিয়াছিল। ব্রাহ্মণ-কুলোদ্ভব মহারাজ নন্দকুমারের ফাঁসির আজ্ঞা সুপ্রিম কোর্টের Chief Justicl Sir Elijah Impey প্রদান করিয়াছিলেন। সুপ্রিম কোর্ট ভিন্ন ভিন্ন জাতির ভিন্ন ভিন্ন আচার ব্যবহার মানিয়া চলিতেন। Inheritance (উত্তরাধিকারী তত্ত্ব) Joint family system (যৌথ সংসার প্রথা) Adoption (দত্তক তত্ত্ব) Marriage (বিবাহ তত্ত্ব) হিন্দুদিগের আইন দায়ভাগ অনুসারে এবং মুসলমানগণের ব্যক্তি আইন অর্থাৎ Succession Marriage, Divorce মুসলমানগণের হানাফি মত (সিয়া সুন্নি) অনুসারে সুপ্রিম কোর্ট ব্যবস্থা প্রদান করিত।

"হিন্দু আইন সংক্রান্ত ব্যবস্থা দিবার জন্য "জজ পণ্ডিত" নিযুক্ত হইতেন এবং মুসলমান আইন সম্বন্ধে "ফৎওয়া" (Fatwa) দিবার জন্য মৌলবী নিযুক্ত হইত। তৎকালে Indian Oaths Act লিপিবদ্ধ না হওয়ায় তামা-তুলসী হস্তে লইয়া হলপ্ (দিব্য) পড়িতে হইত এবং মুসলমানের কোরাণ-হস্তে করিয়া হলপ্ পড়িত। অধুনাও Special Oath দিতে চাইলে ঐরূপ করিতে হয়। যদ্যপি বাদী আদালতে আবেদন করে প্রতিবাদী তামা-তুলসী লইলে আমার দাবী ছাড়িয়া দিব, তবে এক্ষণে তামা-তুলসী আনয়ন করা হয়। মুসলমানের পক্ষে কোরাণ আনা হয়।

ইহাতে আদালতের পরিশ্রম অনেক লাঘব হইয়া যায়। তদানীন্তন তামা-তুলসী স্পর্শ করিয়া দিব্য লইতে হইত বলিয়া অনেক ধনবান লোক আদালতে সাক্ষী দিতে চাহিত না। পীতাম্বর অনেক সময়ে ঐ সকল ধনবান লোককে সাক্ষী দিবার দায় হইতে অব্যাহতি করিয়া দিতেন এবং তজ্জন্য কোন পুরস্কার না লইয়া দীন দরিদ্রকে ধনবানগণের দ্বারা সাহায্য করাইতেন। তৎকালে ইংরেজ এটর্ণীগণের কলিকাতা সওদাগর মহলে পসার প্রতিপত্তি ছিল। তাহারা ইংরেজ সওদাগর মক্কেল লইয়া ব্যস্ত থাকিত। এদেশীয় মক্কেলের সহিত পরামর্শ ইত্যাদি করিবার জন্য ইংরেজ এটর্ণীগণ মুচ্ছুদ্দী নিযুক্ত করিতেন। দেশীয় মক্কেলের নিকট মুচ্ছুদ্দী সর্ব্বেসর্ব্বা ছিল। তাহাদের আইন সম্বন্ধে বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। তাঁহারা Lawmen * বলিয়া অভিহিত ছিল। তাহারা ইংরেজ এটর্ণীগণের সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিতেন।

দাতা পীতাম্বর।

তদানীন্তন ইংরেজ এটর্ণীগণও বাঙ্গালী কর্ম্মচারীগণকে সাতিশয় স্নেহের চক্ষে দেখিতেন। পীতাম্বরের প্রভু এটর্ণী Collier সাহেব বার্দ্ধক্যে উপনীত হইলে বিলাতে যাইবার জন্য প্রস্তুত হন, তখন যাবতীয় অস্থাবর সম্পত্তি তাঁহার লইয়া যান। পুরাতন মুচ্ছুদ্দী পীতাম্বরকে তাহাদের পরিত্যক্ত স্থাবর সম্পত্তি দিতে মনস্থ করিলেন। এক দফা স্থাবর সম্পত্তি বাগমারীতে এক প্রকাণ্ড পাঁচ শত বিঘার বাগান বাটী ও খিদিরপুরের মুজাচেলী বাজার যাহা এক্ষণে Orphanage gunge বাজার (European Market) বলিয়া অভিহিত হইয়াছে এই দুইটী স্থাবর সম্পত্তি Collier সাহেব পীতাম্বরকে দানপত্র দ্বারা দান করিয়া দেন। কিন্তু

---

* রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর ইংরাজীতে যে কলিকাতার ইতিহাস লিখিয়াছেন, তাহাতে এটর্ণীগণের মুচ্ছুদ্দীগণের বিষয় উল্লেখ আছে।

পীতাম্বর অধিক দিন উক্ত সম্পত্তি রাখিতে পারেন নাই। যখন পীতাম্বরেব টাকা থাকিত তখন কিরূপে দান করিব, কিরূপে পরের উপকার করিব এই বিষয়ে চিন্তিত থাকিতেন। পরে টাকা খরচ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতেন। উক্ত স্থাবর সম্পত্তি প্রথমে প্রথম বন্ধক, পরে দ্বিতীয় বন্ধক, পরে further charge পরে সাফ বিক্রয় কোবালা দ্বারা নিঃস্বত্ব হইলেন। তিনি পুত্রগণকে নিজের পায়ের উপর ভর দিয়া দাঁড়াইতে শিখাইয়াছিলেন। তাঁহাদিগকে উপযুক্ত লেখাপড়া শিখাইয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত করিয়া দেন। তাহাদিগের জন্য বিষয় সম্পত্তি রাখিয়া যাওয়া তিনি মূর্খতার কার্য্য মনে করিতেন।

পীতাম্বর যে, সকল সময়ে যোগ্যপাত্রে দান করিতেন তাহা বলা যায় না। Oliver Goldsmith এ Deserted Village (ত্যক্ত পল্লী) নাযক কাব্যে Village Clergyman (গ্রাম্য ধর্ম্ম যাজকের) চরিত্র বর্ণনে বলিয়াছিলেন,—

' Careless his merits and faults to scan ;
His pity gave ere charity began."

উপযাজক দানের উপযুক্ত পাত্র কি না, এ বিষয় বিবেচনা করিবার পূর্ব্বে তাহার দয়ার্দ্রচিত্তে দানশীলতার প্রকোপ প্রবল হইত এবং পীতাম্বর দান না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। তাহাতে অনেক সময়ে লোকে পরিশ্রম না করিয়া পরের সাহায্যের উপর নির্ভর করিত, তাহাতে পীতাম্বর দৃক্‌পাত করিতেন না। বর্ত্তমান সময়ে সকল লোকের উপজীবিকার জন্য পরিশ্রম আবশ্যক ইহা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বিবেচিত হইতেছে। এরূপ দান করিলে অলসতার প্রশ্রয় দেওয়া হয় কি না ইহা বিবেচ্য। আমাদের দেশে বিদ্যা চর্চ্চায় ব্রাহ্মণগণ প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁহারা নিজে কিছু উপার্জ্জন করিতেন না. ক্ষত্রিয়গণের সাহায্যে তাহাদের জীবিকা নির্ব্বাহ হইত। তাহাতে

তাঁহারা নানাবিধ গ্রন্থ, শাস্ত্রাদি প্রণয়ন করিয়াছিলেন। ঐ সকল পুস্তক এক্ষণে হিন্দু জাতির গৌরবস্থল হইয়াছে। পীতাম্বর ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণকে সাহায্য করিতেন বলিয়া indiscriminate charity (অপাত্রে দান) করিতেন বলিতে পারা যায় না।

পীতাম্বরের পরিচিত সমসাময়িক কলিকাতাবাসী লোকগণ।

স্যার রাধাকান্ত দেব।

স্যার রাধাকান্ত দেব খ্রীঃ ১৭৯৩ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন। শোভাবাজার রাজবংশের প্রসিদ্ধ রাজা গোপীমোহন দেব তাঁহার পিতা। তিনি বাঙ্গালা, হিন্দী, পার্শী, আরবী, ইংরাজী ও সংস্কৃতে সুশিক্ষিত ছিলেন। তাঁহার সঙ্কলিত "শব্দকল্পদ্রুম" আজিও তাঁহার সংস্কৃত জ্ঞানের পরিচয় প্রদান করিতেছে। গোপীকান্ত সিংহের প্রপৌত্রীর সঙ্গে তাঁহার বিবাহ হয়, তাঁহার গর্ভে তিন পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। ঐ তিন পুত্র যথাক্রমে মহেন্দ্র-নারায়ণ, রাজেন্দ্রনারায়ণ ও দেবেন্দ্রনারায়ণ নামে পরিচিত। তাঁহার বিদ্যার পুরস্কার স্বরূপ বঙ্গ, ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জর্ম্মণী, ডেন্মার্ক, রুসিয়া ও আমেরিকার অনেক সভা তাঁহাকে স্ব স্ব সভ্য শ্রেণীভুক্ত করিয়াছিল। খ্রীঃ ১৮৩৫ অব্দে তিনি কলিকাতার ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ ও খ্রীঃ ১৮৩৭ অব্দে পৈত্রিক রাজা উপাধি ও খেলাৎ কৌন্সিল হইতে প্রাপ্ত হন। খৃঃ ১৮৪৩ অব্দে গয়া গমন প্রসঙ্গে মুর্শিদাবাদের নবাবের সহিত সাক্ষাৎ করেন নবাব সাহেবও তাঁহাকে খেলাৎ প্রদান করিয়াছিলেন।

"শব্দকল্পদ্রুম" তাঁহার অক্ষয় কীর্ত্তিস্তম্ভ। তিনি তদ্ব্যতীত স্কুলবুক সোসাইটীতে "নীতিকথা" 'বাঙ্গালা শিক্ষা" প্রভৃতি পুস্তক, বালকগণের শিক্ষা সৌকার্য্যার্থে রচনা করিয়া অর্পণ করেন। পারস্য ভাষায়ও তাঁহার শিল্পনৈপুণ্য অল্প ছিল না। ঐ ভাষায় তিনি "হেকমতে আকৃপীর" নামে

এক গ্রন্থ রচনা করেন। এ গ্রন্থ তিনি ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়া বিলাতে Royal Asiatic Societyতে প্রেরণ করিয়া বিলাতে নাম জাহির করেন। এইরূপ গ্রন্থাদি প্রণয়ন জন্য তিনি গ্রন্থ জগতে একজন উপযুক্ত লেখক ছিলেন বলিতে হইবে।

সনাতন হিন্দুধর্ম্ম রক্ষার জন্য তিনি অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন। রাজা রামমোহন রায়ের ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে সঙ্গে 'সনাতন ধর্ম্মরক্ষিণী সভা' সংস্থাপিত। রাজা স্যার রাধাকান্ত দেব বাহাদুর এই সভার সভাপতি ছিলেন।

রাজা রামমোহন রায়।

রাজা রামমোহন রায় পীতাম্বরের এক সমসাময়িক লোক ছিলেন। এই সহজ ধার্ম্মিক মহাত্মা হুগলী জেলার অন্তঃপাতী খানাকুল কৃষ্ণনগরের নিকটবর্ত্তী রাধানগর নামক গ্রামে খৃঃ ১৭৭৪ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইংলণ্ডে অবস্থানকালে তিনি সংক্ষেপে আত্মজীবন বর্ণনা করিয়া যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহা তাঁহার জীবনী প্রণেতা শ্রীনগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় অনুবাদ করিয়া প্রকাশিত করিয়াছিলেন, এস্থলে তাহারই কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম।

"আমার পূর্ব্বপুরুষেরা উচ্চ শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন। স্মরণাতীতকাল হইতে তাঁহারা তাঁহাদিগের কৌলিক ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় কর্ত্তব্য সাধনে নিযুক্ত ছিলেন। পরে প্রায় এক শত চল্লিশ বৎসর গত হইল আমার অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ ধর্ম্মসম্বন্ধীয় কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া বৈষয়িক কার্য্য ও উন্নতির অনুসরণ করেন। তাঁহার বংশীয়েরা সেই অবধি তাঁহারই দৃষ্টান্ত অনুসারে চলিয়া আসিতেছেন। কিন্তু আমার মাতামহ বংশীয়েরা কৌলিক ধর্ম্মানুসারে ধর্ম্মযাজক ব্যবসায়ী। আমার পিতৃবংশের প্রথা ও আমার পিতার ইচ্ছানুসারে আমি পারস্য ও আরব্য ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলাম।

আমার পিতামহ বংশের প্রথানুসারে আমি সংস্কৃত ও উক্ত ভাষায় লিখিত ধর্ম্মগ্রন্থ সকল অধ্যয়নে নিযুক্ত হই। ষোড়শ বৎসর বয়সে আমি হিন্দুদিগের পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে একখানি পুস্তক রচনা করিয়াছিলাম। উক্ত বিষয়ে আমার মতামত এবং ঐ পুস্তকের কথা সকলে জ্ঞাত হওয়াতে আমার একান্ত আত্মীয়দিগের সহিত আমার মনান্তর উপস্থিত হইলে আমি গৃহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক দেশ ভ্রমণে প্রবৃত্ত হইলাম। ভারতবর্ষের অন্তর্গত অনেকগুলি প্রদেশ ভ্রমণ করি। পরিশেষে বিদেশী শাসনের প্রতি অত্যন্ত ঘৃণাবশতঃ আমি ভারতবর্ষের বহির্ভূত কয়েকটী দেশ ভ্রমণ করিয়াছিলাম। আমার বয়ঃক্রম বিংশতি বৎসর হইলে আমি পুনর্ব্বার তাঁহার স্নেহলাভ করিলাম। ইহার পর হইতেই আমি ইউরোপীয়দিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতে ও তাঁহাদিগের সংসর্গে আসিতে আরম্ভ করিলাম। আমি শীঘ্রই তাঁহাদিগের আইন ও শাসনপ্রণালী সম্বন্ধে এক প্রকার জ্ঞানলাভ করিলাম। তাঁহাদিগকে সাধারণতঃ অধিকতর বুদ্ধিমান, অধিকতর দৃঢ়তাসম্পন্ন এবং মিতাচারী দেখিয়া তাঁহাদিগের সম্বন্ধে আবার যে কুসংস্কার ছিল, তাহা আমি পরিত্যাগ করিলাম, তাঁহাদিগের প্রতি আকৃষ্ট হইলাম। আমার বিশ্বাস জন্মিল তাহাদিগের শাসন বিদেশীয় শাসন হইলেও উহা দ্বারা শীঘ্র দেশবাসীগণের অবস্থোন্নতি হইবে। আমি তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেরই বিশ্বাসপাত্র ছিলাম। পৌত্তলিকতা ও অন্যান্য কুসংস্কার বিষয়ে ব্রাহ্মণদিগের সহিত আমার ক্রমাগত তর্কবিতর্ক হওয়াতে সহমরণ ও অন্যান্য অনিষ্টকর বিষয়ে আমি হস্তক্ষেপ করাতে আমার প্রতি তাঁহাদিগের বিদ্বেষ পুনরুদ্দীপিত ও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল এবং আমাদিগের পরিবারের মধ্যে তাঁহাদিগের ক্ষমতা থাকাতে আমার পিতা প্রকাশ্যরূপে আমার প্রতি পুনর্ব্বার বিমুখ হইলেন, কিন্তু আমাকে কিছু কিছু অর্থ সাহায্য করিতেন।* আমার পিতার মৃত্যুর পর আমি অধিকতর সাহসের সহিত পৌত্তলিকতা পক্ষসমর্থনকারী-

দিগকে আক্রমণ করিলাম। এই সময়ে ভারতবর্ষে মুদ্রাযন্ত্র সংস্থাপিত হইয়াছিল। আমি উহার সাহায্য লইয়া তাঁহাদিগের ভ্রমাত্মক মত সকলের বিরুদ্ধে দেশীয় ও বিদেশীয় ভাষায় অনেক প্রকার পুস্তক ও পুস্তিকা প্রচার করিলাম। ইহাতে লোকে আমার প্রতি এরূপ ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল যে, ২।৩ জন স্কট্‌লণ্ডবাসী বন্ধু ব্যতীত আর সকলেই আমাকে পরিত্যাগ করিলেন। সেই বন্ধুগণের প্রতি ও তাঁহারা যে জাতির অন্তর্গত তাহা-দিগের প্রতি আমি চিরদিন কৃতজ্ঞ।

"আমি সমস্ত তর্কবিতর্কে কখন হিন্দুধর্ম্মকে আক্রমণ করি নাই। উক্ত নামে যে বিকৃত ধর্ম্ম এক্ষণে প্রচলিত, তাহাই আমার আক্রমণের বিষয় ছিল। আমি ইহাও প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম যে, ব্রাহ্মণদিগের পৌত্তলিকতা তাঁহাদিগের পূর্ব্বপুরুষদিগের আচরণের ও যে সকল শাস্ত্রকে তাঁহারা শ্রদ্ধা করেন ও তদনুসারে তাঁহারা চলেন, বলিয়া স্বীকার পান তাহার মত বিরুদ্ধ। আমার মতের প্রতি অত্যন্ত আক্রমণ ও বিরোধ সত্ত্বেও আমার জ্ঞাতিবর্গের ও অপরাপর লোকের মধ্যে কয়েকজন অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি আমার মত গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিলেন।

কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত খৃঃ ১৮০৯ অব্দে ত্রিবেণীর পরপারস্থ কাঞ্চনপল্লী বা কাঁচড়াপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতার নাম ৺হরিনারায়ণ গুপ্ত। ইহাঁরা বৈদ্যবংশীয় ছিলেন। ইনি যদিও বাল্যকালে রীতিমত শিক্ষালাভ করেন নাই তথাপিও এক কবিত্ব গুণেই আজ তিনি বঙ্গদেশে বিখ্যাত। সংবাদ "প্রভাকর" প্রথম সাপ্তাহিক রূপে প্রকাশিত হইয়া ক্রমে ১৭৬১ শকের ১লা আষাঢ় হইতে প্রাত্যহিক রূপে প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়। তৎপরে ইনি "সাধুরঞ্জন ও পাষণ্ডপীড়ন" নামে আরও দুইখানি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশিত করেন, এতদ্ব্যতীত প্রতি মাসে কবিতাময়ী মাসিক

"প্রভাকর" প্রকাশিত হইত। এতদ্ব্যতীত ইনি ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ কবিকঙ্কন প্রভৃতি কবিগণের জীবনী সম্বন্ধে যাহা কিছু সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলেন তাহা প্রকাশিত করিয়াছিলেন। ইনি পাঁচালীর হাফ্ আকড়াই প্রভৃতিতে গীতাদি রচনা করিতেন, এতদ্ব্যতীত "প্রবোধ প্রভাকর" "হিত প্রভাকর" "বোধেন্দু বিকাশ" প্রভৃতি রচনা করিয়া খৃঃ ১৮৫৮ অব্দে ইহলোক ত্যাগ করেন।

খৃঃ ১৮৩০ অব্দে মহাত্মা ডফ্ কলিকাতায় আগমন করিয়া তাঁহার বিদ্যালয় General Assembly's Institution স্থাপন করেন। খৃঃ ১৮৩০ অব্দের জানুয়ারী মাসে কলিকাতায় ব্রাহ্ম সমাজ প্রথম স্থাপিত হয়। এই সমাজ অদ্যাপি যোড়াসাঁকোতে বর্ত্তমান রহিয়াছে। ইহারই বর্ত্তমান নাম "আদি ব্রহ্মসমাজ।"

পীতাম্বর কবি ঈশ্বরচন্দ্রের রচনা প্রচারে অনেক সহায়তা করেন।

(প্রিন্স) দ্বারকানাথ ঠাকুর।

খৃঃ ১৮২৮ অব্দে জুলাই মাসে লর্ড উইলিয়াম কাভেন্দিস্ বেণ্টিঙ্ক ভারতের গবর্ণর জেনারেল হইয়া আসিয়া প্রায় সাত বৎসর কাল ভারতবর্ষ শাসন করেন, ইঁহার সময়ে ভারতবর্ষের অনেক উন্নতি হয়। কলিকাতাতেও অনেক উন্নতিকর কার্য্য আরম্ভ হইয়াছিল। এই সময়ে স্বর্গীয় দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রাদুর্ভূত হন।

(বাগ্মীপ্রবর রামগোপাল ঘোষ ইহাদের পরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ও হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (তিনি 'হিন্দু পেট্রিয়টের' সম্পাদক ছিলেন) রামগোপাল ঘোষ বঙ্গদেশের প্রথম রাজনৈতিক আন্দোলনের সৃষ্টি করেন। Society for the acquisition of general knowledge ও জ্ঞান অন্বেষণ সমিতি পাঠদ্দশায় স্থাপন করেন)।

দ্বারকানাথ পীতাম্বরের সমসাময়িক ছিলেন। দ্বারকানাথ যোড়া-

সাঁকোয় প্রসিদ্ধ ঠাকুরবংশে জন্মগ্রহণ করেন। খৃঃ ১৭৯৪ অব্দে ইহার জন্ম হয়। ইহার পূর্ব্বপুরুষ জয়রাম ঠাকুর প্রথমে কলিকাতা অঞ্চলে আসিয়া সুতানুটিতে বাস করেন। তাঁহার পাঁচ পুত্রের দুইজন হইতে কলিকাতার ঠাকুরদিগের দুই গোষ্ঠী হয়। দ্বারকানাথ সেই দুইজনের অন্যতম নীলমণি ঠাকুরের পৌত্র। ইঁহার জ্যেষ্ঠতাত ইহাকে দত্তক পুত্র রূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

দ্বারকানাথ বাল্যকালে পাঠশালায় বাঙ্গালা শিক্ষা করিয়া সেরবোর্ণ সাহেবের বিদ্যালয়ে ইংরাজী শিক্ষা করিয়াছিলেন। তৎপরে রেভরেণ্ড উইলিয়ম আদম্‌স্ (Rev. William Adams), গর্ডন (Mr. J. G. Gordon) ও কল্‌ডর (James Caulder) সাহেবের নিকট তাঁহার বিদ্যার উৎকর্ষ সাধিত হয়। অল্প বয়সে (রাজা) রামমোহন রায়ের সহিত ইঁহার বিশেষ বন্ধুত্ব হইয়াছিল। প্রথম বয়সে হিন্দুধর্ম্মের ক্রিয়া-কলাপে ইঁহার অচলা ভক্তি ছিল কিন্তু রামমোহনের সহবাসে তাঁহার সে সকলের প্রতি কতকটা বিতৃষ্ণা জন্মিয়াছিল—ইহাই ক্রমে ব্রাহ্মধর্ম্মের উৎপত্তির কারণ। ইংরাজী বাঙ্গালা ব্যতীত তিনি আরব্য ও পারস্য ভাষায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন। এতদ্ব্যতীত জমিদারী কার্য্যেও তাঁহার দক্ষতা ছিল। যখন তাঁহাকে জমিদারী কার্য্যে ব্যাপৃত হইতে হইয়াছিল, সেই সময় হইতে তিনি ফর্গুসন (Mr. Cutler Fergusson) নামক বিখ্যাত ব্যারিষ্টারের নিকট আইন শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। এই সময় হইতে তিনি বঙ্গদেশের অনেক জমিদারের আইন বিষয় পরামর্শদাতা হইয়াছিলেন। তদ্ব্যতীত তিনি বিলাতে নীল ও রেশম চালান দিতেন, এই সময় ২৪ পরগণা নিমকের এজেণ্ট ও কালেক্টর প্লোডন সাহেবের দেওয়ানের পদ শূন্য হওয়াতে দ্বারকানাথ এই পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তৎপরে তিনি বোর্ডের দেওয়ান হয়। কিছুদিন পরে তিনি ঐ সমুদয়

সরকারী কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া Messrs Carr, Tagore house নামে এক কুটি স্থাপন করেন। তাঁহার এরূপ স্বাধীনভাবে ব্যবসার কথা শুনিয়া গবর্ণর জেনারেল বেণ্টিঙ্ক সাহেব তাঁহার অনেক প্রশংসা করেন, এতদ্ব্যতীত ইউনিয়ান ব্যাঙ্কের সহিত তাঁহার বিশেষ সম্পর্ক ছিল। ইনি নীল, রেশম, পাথুরিয়া কয়লা এবং চিনির ব্যবসা করিয়াছিলেন এবং পৈতৃক জমিদারীতে —রাজসাহীতে কালীগ্রাম, পাবনার সাহাজাদপুর, রংপুরের স্বরূপপুর, মণ্ডলঘাট পরগণার ৮/০ আনা অংশ, দ্বারবাসিনীর জগদীশপুর, যশোহরের মহম্মদসাহী, কটকের সোরগোড়া, প্রভৃতি যোগ করিয়াছিলেন। তিনি দেশের উন্নতির জন্য অনেক করিয়াছিলেন শিক্ষাসংক্রান্ত বা দাতব্য বিষয়ে যে কোন সভা সমিতি হইত, তাহাতেই তিনি যোগ দিতেন। স্বীয় সহচরগণের সহিত মিলিত হইয়া তিনি যে সকল কার্য্য করিয়া গিয়াছিলেন তাহা চিরকাল সকলের স্মৃতিপথে জাগরূক থাকিবে সন্দেহ নাই। হিন্দু কলেজ, মেডিকেল কলেজ, সহমরণ নিবারণ, মুদ্রণ স্বাধীনতা প্রভৃতিতে আমরা দ্বারকানাথ প্রভৃতির হস্ত দেখিতে পাই। তিনি ডেভিড হেয়ার ও এচ্ উইলসন সাহেবের কার্য্যক্ষেত্রের প্রধান সহচর ছিলেন এবং মেডিকাল কলেজের ছাত্রগণকে তিনি বৎসরের পারিতোষিক দান জন্য দুই সহস্র টাকা দান করিয়াছিলেন। জমিদারগণের সভাও তাঁহার একটী কীর্ত্তি। ইনি পীতাম্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে আইনজ্ঞ জানিয়া তাঁহার সহিত অনেক বিষয়ে পরামর্শ করিতেন।

খ্রীঃ ১৮৩৫ অব্দে তিনি উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে ও বিলাতে ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলেন। বিলাতে তাঁহাকে "Prince" বলিয়া ডাকিত।

কবিকেশরী রামনারায়ণ তর্করত্ন।

তিনি বাঙ্গালাভাষার প্রথম নাটক লেখক। পীতাম্বরের পূর্ব্বপুরুষ ভট্টনারায়ণ সংস্কৃত ভাষায় বেণীসংহার নাটক লিখিয়া প্রতিষ্ঠালাভ করেন।

এখন পর্য্যন্ত বর্ত্তমান রঙ্গালয় কর্ণার্জ্জুন, নরনারায়ণ, যাজ্ঞসেনী প্রভৃতি নাটক দ্বারা লোকরঞ্জন করিতেছে। ইহাদের প্রথম প্রবর্ত্তক ভট্টনারায়ণ।

স্বর্গীয় কবিকেশরী রামনারায়ণ তর্করত্ন বাঙ্গালা ভাষায় রত্নাবলী, বেণীসংহার, শকুন্তলা, নবনাটক, মালতীমাধব, রুক্মিণীহরণ, স্বপ্নধন, ধর্ম্মবিজয় ও ধনুর্ভঙ্গ নাটক এবং যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল, চক্ষুদান ও উভয়সঙ্কট—এই তিনখানি প্রহসন প্রণয়ন করেন। তাঁহার নাটক রচনার জন্য "নাটুকে রামনারায়ণ" বলিয়া সর্ব্বত্র বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল।

নবনাটক, মালতী-মাধব প্রভৃতি নাটক ও কয়েকখানি প্রহসন কলিকাতার প্রসিদ্ধ ঠাকুরবংশীয় মহারাজা বাহাদুর স্বর্গীয় যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহোদয়ের উৎসাহে রচিত প্রকাশিত ও অভিনীত হইয়াছিল। সাধারণতঃ তর্করত্ন মহাশয়ের কুলীন-কুল-সর্ব্বস্ব বঙ্গভাষায় প্রথম নাটক বলিয়া পরিচিত বটে, কি "ভদ্রার্জ্জুন" নামে একখানি নাটক "কুলীন-কুল-সর্ব্বস্বে"র পূর্ব্বে ইংরাজী নাটকের অনুকরণে রচিত হইয়াছিল, কিন্তু ঐ গ্রন্থ এক্ষণে বোধ হয় বাজারে পাওয়া যায় না। ভারতচন্দ্রের চণ্ডী নাটক তাহার পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল। ঈশ্বর গুপ্তের "বোধেন্দু বিকাশ" ও বোধ হয় "কুলীন-কুল-সর্ব্বস্বের" পূর্ব্বে রচিত। তথাপি আমরা তর্করত্ন মহাশয়কে এই অর্থে বাঙ্গালা ভাষায় আদি নাটককার বলিতে পারি যে, তাঁহার পূর্ব্বে কেহ নাটক লিখিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিতে পারেন নাই।

উমেশচন্দ্রের পিতামহ অতিশয় বিদ্যোৎসাহী ছিলেন বলিয়া তিনি তর্করত্ন মহাশয়কে মধ্যে অর্থ সাহায্য দ্বারা উৎসাহিত করিতেন।

"চারুপাঠ" প্রণেতা অক্ষয়কুমার দত্ত।

স্বর্গীয় মহাত্মা অক্ষয়কুমার দত্ত ১২২৭ সালে নবদ্বীপের নিকট চুপী নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। (এই গ্রামে বিখ্যাত কবিরাজ শ্যামাদাস বাচস্পতি অনেক দিন পরে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি ইদানীং মৃত)।

ইহাঁর পিতার নাম ৺পীতাম্বর দত্ত ও মাতার নাম দয়াময়ী। পিতামাতা উভয়েই দয়ালু, অমায়িক পরোপকারী, প্রবলবুদ্ধি বিশিষ্ট ও ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন। বাল্যকালে তিনি অতি সুশীল, শান্ত, বিনীত, বুদ্ধিশালী, শিক্ষানুরাগী ও অত্যন্ত অভিমানী ছিলেন। দশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে তিনি খিদিরপুরে তাঁহার পিতার বাসায় আসিয়া অবস্থিতি করিয়া ইংরাজী শিক্ষা আরম্ভ করেন।

তাঁহার বাল্যাবস্থা হইতে জীবনের শেষ পর্য্যন্ত শিক্ষাবিরোধী প্রতিকুল-ঘটনাপরম্পরা বর্ত্তমান ছিল, তাঁহার প্রবল জ্ঞানার্জ্জন স্পৃহা, নিরতিশয় উৎসাহ ও অসাধারণ অধ্যবসায় ছিল বলিয়া তিনি তৎসমস্ত অনেকাংশে অতিক্রম করিতে পারিয়াছিলেন। দারিদ্র্য, আত্মীয়স্বজনের যত্নের অভাব ও নিরুৎসাহ এবং বিবিধ বিড়ম্বনা—দারুণ শিরঃপীড়া, এই কয়টী দুর্দ্দৈবই তাঁহার শিক্ষাকার্য্যের বিরোধী ছিল।

তাঁহার ৫ বৎসর বয়ঃক্রমকালে হাতেখড়ি হইলেও নিজ গ্রামে গুরু-মহাশয়ের অভাবে দুই বৎসরকাল বৃথা নষ্ট হইয়া যায়। ১১ বৎসর বৎসর বয়ঃক্রমকালে তাঁহার নিজের আগ্রহাতিশয্যে ও যত্নে তিনি ভবানী-পুরের "ইউনিয়ন স্কুল" নামক তত্রত্য একমাত্র মিশনরী বিদ্যালয়ে স্ব-ইচ্ছায় প্রবেশ করেন। ১৬ বৎসর বয়সে কলিকাতায় আসিয়া গৌরমোহন আঢ্যের ওরিয়েণ্টাল সেমিনারিতে ভর্ত্তি হন।

মোটে ২॥০ বৎসর কালমাত্র অক্ষয়কুমার দত্তের বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন ঘটিয়াছিল। পঠদ্দশায় পিতৃবিয়োগ হওয়ায় অর্থ চিন্তায় তাঁহাকে অগত্যা স্কুল ত্যাগ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার এমনই জ্ঞানপিপাসা যে এখন হইতে তিনি অধিকতর যত্ন ও পরিশ্রম সহকারে বিদ্যালাভ করিতে লাগিলেন। বিদ্যালয় হইতে বহির্গত হইয়া লোকের বিদ্যা সাঙ্গ হয়, কিন্তু অক্ষয়বাবু স্কুল ছাড়িয়া প্রকৃতপক্ষে শিক্ষা আরম্ভ করেন। বিদ্যালয়ে তিনি

অল্পমাত্র জ্যামিতি ও সমগ্র পাটিগণিত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। স্কুল হইতে বহির্গত হইয়া ১ বৎসর মধ্যে ত্রিকোণমিতি, কনিক সেক্‌সন প্রভৃতি উচ্চাঙ্গের গণিত এবং জ্যোতিষ যন্ত্র বিজ্ঞান, বারি বিজ্ঞান, বায়ু বিজ্ঞান প্রভৃতি বিদ্যাগুলি অধিকৃত করেন।

উপন্যাসপাঠে তাঁহার প্রবৃত্তি ছিল না। তিনি বিজ্ঞানসংক্রান্ত গ্রন্থ অধ্যয়নে অত্যন্ত অনুরক্ত ছিলেন। ইংরাজী অপেক্ষা বাঙ্গালা ভাষায় গ্রন্থাদি রচনা করিয়া দেশের স্থায়ী উপকার করিতে পারিবেন ভাবিয়া তিনি বাঙ্গালা ভাষারই বিশিষ্ট আলোচনা করেন এবং তাহাতে সমধিক অধিকার লাভ জন্য সংস্কৃতও শিক্ষা করেন। তিনি কবিবর ৺ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের নিকট প্রথমতঃ কবিতা রচনা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। পরে উক্ত কবিবরের "সংবাদ প্রভাকর" নামক পত্রিকায় গদ্যে প্রবন্ধাদি লিখিতে থাকেন।

এই সময়ে অর্থঘটিত দুরবস্থা নিবন্ধন তাঁহাকে নিতান্ত কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। তিনি এই সময়ে ৺গৌরমোহন আঢ্যের স্থাপিত ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীতে শিক্ষকতার কার্য্য করেন। তাঁহার নিকট বর্ত্তমান লেখকের পিতা শ্রদ্ধাস্পদ স্বর্গীয় শম্ভূচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় শিক্ষালাভ করেন। তিনি ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীর ছাত্র ছিলেন। (ডাক্তার শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (যিনি Reis and Rayyatএর সম্পাদক ছিলেন) ও রায় বাহাদুর কৃষ্টদাস পাল C. I. E. উত্তরকালে ঐ বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন)।

অনেক আত্মীয় তাঁহাকে আইন শিক্ষা করিতে অনুরোধ করেন। তিনি এই উত্তর দেন "যে নিয়ম নিত্য নিত্য পরিবর্ত্তিত হয়, তাহা শিক্ষা করিয়া আমার কি ফললাভ হইবে? আমি জগতের অপরিবর্ত্তনীয় স্বাভাবিক নিয়ম (প্রাকৃতিক বিজ্ঞান) শিক্ষা করিতে চাই। তদ্দ্বারা আমার নিজের ও অপর সাধারণের হিতসাধন হইতে পারিবে। যাহাতে

নিজের জ্ঞানোন্নতি ও সাধারণের হিতসাধন না হয় এমন কোন বিষয় শিক্ষা করিয়া ও তাহা লইয়া আমি জীবন অতিবাহিত করিতে পারি না।”

১৯ বৎসর বয়ঃক্রমকালে ইং ১৮৬১ সালে তিনি ৺দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত “তত্ত্ববোধিনী” সভার সভ্যশ্রেণীভুক্ত হন। ইহার ৩ বৎসর পরে তিনি “বিদ্যাদর্শন” নামক সাহিত্য ও বিজ্ঞান বিষয়ক একখানি মাসিক পত্রিকার প্রচারারম্ভ করেন। এবম্বিধ জ্ঞানগর্ভ ও নীতিপূর্ণ অথচ মনোরঞ্জন প্রবন্ধময় পত্রিকার অভ্যুদয় এই প্রথম হয়। ইং ১৮৬৬ সালে “তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা”র সম্পাদকতার ভারপ্রাপ্ত হন। তত্ত্ববোধিনী সম্পাদন করিতে করিতে মেডিকেল কলেজে ভর্ত্তি হইয়া রসায়ন বিজ্ঞান ও উদ্ভিদ্ বিদ্যা অনুশীলন করেন।

বঙ্গ ১২৫২ সালে তিমি কলিকাতার নর্ম্মাল স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হয়েন।

ইং ১৮৫৮ সালে ও তারপর বৎসরে তিনি “বাহ্য বস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার”এর ১ম ও ২য় ভাগ প্রচারিত করেন। এই দুই খানি পুস্তক জর্জ্জ কুশ সাহেবের Constitution of man নামক গ্রন্থের সারসংকলন অনুবাদ। জগদীশ্বর বাহ্য বস্তুর মানবপ্রকৃতির সহিত পরস্পর কিরূপ সম্বন্ধ বিধিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহার কোন্ গুলির কিরূপ পালনে আমাদের কিরূপ সুখ এবং কোন্ গুলির লঙ্ঘনে কিরূপ অসুখ হয়, তদ্বিষয়ক তত্ত্ব তন্মধ্যে আলোচিত হইয়াছে। (ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ইঁহার পরে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহারা প্রথমে বাঙ্গালা ভাষাকে পুষ্ট করেন। পরে মাইকেল, দীনবন্ধু, বঙ্কিম, হেমচন্দ্র, রঙ্গলাল প্রভতি জন্মগ্রহণ করেন। বর্ত্তমান যুগের রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র সাহিত্যের আসর জাগাইয়া রাখিয়াছেন)।

বঙ্গ ১২৬১ সালে, পর পর ১ম ও ২য় ভাগ "চারুপাঠ" প্রণয়ন করেন। ১২৬৩ সালে তৃতীয় ভাগ 'চারুপাঠ' ও 'পদার্থ বিদ্যা' প্রকাশিত হয়।

বঙ্গ ১২৭৭ সালে আষাঢ় মাসে তিনি শিরঃপীড়ায় আক্রান্ত হন। এই রোগ উপলক্ষে তাঁহাকে জন্মের মত লেখনী ত্যাগ করিতে হইল। হস্ত নিরস্ত হইল বটে, কিন্তু মস্তিষ্কের ক্রিয়া চলিতে লাগিল এবং এরূপ পীড়িতাবস্থায় বঙ্গ ১২৯২ সালে "ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়ের ১ম ভাগ" ও ১২৯৩ সালে উহার ২য় ভাগ পরিসমাপ্ত করেন। তিনি যে কিরূপ পীড়িতাবস্থায় এবম্বিধ প্রগাঢ় গবেষণা ও বহু শ্রমসাপেক্ষ গ্রন্থ সঙ্কলন করেন, তাহা ভাবিয়া দেখিলে মন এককালে বিস্ময় ও করুণরসে মগ্ন হয়।

অক্ষয়বাবু পীড়িত হওয়া অবধি মধ্যে মধ্যে কলিকাতা ছাড়িয়া বঙ্গদেশের নানা স্থানে ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে কিছুকাল অবস্থিতি করিতে থাকেন। শেষে বালি গ্রামে একটী বাটি নির্ম্মাণ করাইয়া তন্মধ্যে কেবল কয়েকটি পরিচারক মাত্র লইয়া বাস করেন। তিনি বহু যত্নে ও ব্যয়ে দেশী বিদেশী, সাধারণ ও অসাধারণ নানাবিধ বৃক্ষলতাগুল্মাদি সংগ্রহ করিয়া এই বাটীর অঙ্গনে একটী রমণীয় পুষ্পোদ্যান করিয়াছিলেন। তাঁহার জনৈক সহৃদয় বন্ধু ঐ লোকপ্রসিদ্ধ সুচারু উদ্যানের "চারুপাঠ ৪র্থ ভাগ" নাম রাখিয়াছিলেন। ঐ উদ্যানটিকে উদ্ভিদ্ রাজ্যের সংক্ষিপ্ত সার বা উদ্ভিদ্‌বিদ্যা শিক্ষার উপযোগী পরীক্ষা ক্ষেত্র স্বরূপ বলা যায়। সমাজ ও স্বপরিবার হইতে অপসৃত হইয়া ঐ উদ্যানবাটী মধ্যে নির্জ্জনে জীবন্মৃতাবস্থায় শেষ কিছুকাল অতিবাহিত করেন। তাঁহার গৃহসজ্জা সামগ্রী সমূহও বিজ্ঞানার্থীগণের প্রীতির আস্পদ। গৃহের চারিদিকে নানাপ্রকার সিন্ধুজাত শঙ্খ, শম্বুক, প্রাণীদেহ জীবকঙ্কাল, নানাবর্ণের প্রস্তর এবং প্রস্তরীভূত বহুবিধ উদ্ভিজ্জ ও জীব শরীর (fossils) প্রভৃতি অসামান্য বস্তু সমুদয় মনোহর ভাবে সজ্জিত। এতদ্ব্যতীত কয়েক প্রকার বৈজ্ঞানিক যন্ত্র, বিবিধ ভূচিত্র,

দেশীয় ও বিদেশীয় জগদ্বিখ্যাত পণ্ডিতগণের প্রতিকৃতিও গৃহসজ্জার মধ্যে; এই সমস্ত সামগ্রীর সহিত তাহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ সন্নিবিষ্ট। এরূপ কৌতূহল উদ্দীপক ও জ্ঞানদায়ক মনোরম দুর্লভ সামগ্রী দ্বারা সজ্জিত উদ্যানবাটী বিরল।

এবম্বিধ গৃহমধ্যে অবস্থিতি করিয়া তিনি দুই ভাগ সুবৃহৎ "উপাসক" সম্প্রদায় পরিসমাপ্ত করেন। জীবন্মৃতাবস্থায় এরূপ গ্রন্থ প্রণয়ন অসাধারণ শক্তি বলিতে হইবে।

বালির উক্ত বাটীতে নির্জ্জন অবস্থিতি কালে তাঁহাকে "তত্ত্ববোধিনী সভা" হইতে মাসিক ২৫ টাকা বৃত্তি প্রদান করা হয়। পরে যখন আপন পুস্তক বিক্রয়োৎপন্ন অর্থ হইতে তাঁহার সকল ব্যয় সংকুলান হইতে লাগিল, তখন তিনি সেই বৃত্তি ত্যাগ করেন।

নিঃস্বার্থ জ্ঞানচর্চ্চা ও স্বদেশবাসীর মঙ্গলসাধন করিবার জন্যই তিনি আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন। আপনি শিখিব ও সাধারণকে শিক্ষা দিব, ইহাই তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল। সেই কর্ত্তব্যজ্ঞান হইতেই তাঁহার সমগ্র রচনাবলী নিঃসৃত হইয়াছে। স্বয়ং সত্যনিষ্ঠ, ধর্ম্মপরায়ণ, দয়ালু ও বিশুদ্ধ প্রকৃতি ছিলেন, তাহাতেই তাঁহার রচনা সরল, মধুর সারবান, সরস, বিশুদ্ধ ও নীতিপূর্ণ।

যখন বঙ্গভাষা অপুষ্ট, ক্ষীণ ও নির্জীব ছিল, ভাষায় বিজ্ঞানাদির অস্তিত্ব ছিল না, সাহিত্যজগতের ও সমাজের নৈতিক বায়ু বড়ই দূষিত ছিল সেই সময়ে অক্ষয়বাবু নির্জীব বঙ্গভাষাকে তেজস্বিনী করিয়াছেন. অনেক নূতন কথা প্রস্তুত করিয়া, নূতন বাক্য বাহির করিয়া ও নূতন ধরণের রচনাপ্রণালী আবিষ্কৃত করিয়া ভাষাকে পুষ্ট ও স্ফূর্ত্তি প্রদান করিয়াছিলেন।

অক্ষয়বাবু স্বচিন্তা ও সাবলম্বনের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন এবং মনুষ্য

নামের সার্থকতা সম্পাদনে কিরূপে সক্ষম হওয়া যায় তাহাও প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহারই মানব জন্ম সার্থক।

ইনি পীতাম্বরের বিশেষ বন্ধু ছিলেন।

এবম্বিধ মহাত্মাই ভাষার গৌরব, জাতির গৌরব, দেশের গৌরব, মনুষ্য নামের গৌরব। এরূপ আদর্শ চরিত্র অনুকরণের যোগ্য।

বাঙ্গালা সাহিত্য সংসারে স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নাম চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

(আধুনিক কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত অক্ষয়কুমারের পৌত্র ছিলেন। তিনি এক্ষণে অকালে মৃত হইয়াছেন। সত্যেন্দ্রনাথ উচ্চদরের কবি হইয়াছিলেন তিনি তাঁহার পিতামহের নাম অক্ষুন্ন রাখিয়াছিলেন)।

অক্ষয়কুমার কবি ছিলেন না বটে গদ্যে তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। উর্দ্দূ মিশ্রিত বাঙ্গালা তিনিই দূর করেন।

পীতাম্বর বিদ্যোৎসাহী ছিলেন বলিয়া অক্ষয়কুমারকে যথেষ্ট সম্মান করিতেন এবং সময় সময় সাহায্য আবশ্যক হইলে গোপনে অর্থ সাহায্য করিতেন তাহা সাধারণে প্রকাশ করিতেন না।

পীতাম্বরের দান এত গোপনীয় ছিল যে দক্ষিণ হস্ত যাহা দান করিত তাহা বাম হস্ত জানিতে পারিত না। বাইবেলে যে দানের কথা উল্লেখ আছে তিনি সেই নীতি অবলম্বন করিতেন। উমেশচন্দ্রও সেই নীতি পীতাম্বরের অনুকরণ করেন।

উমেশচন্দ্রের পিতা।

পঞ্চম অধ্যায়।

———•———

পুত্রে যশসি তোয়ে চ নরাণাং পুণ্যলক্ষণম্।

—উদ্ভট্।

স্বর্গীয় পীতাম্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্রগণ।

পীতাম্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের আটটী পুত্র সন্তান ছিল তন্মধ্যে তাঁহার আট পুত্রই কৃতী হইয়াছিলেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র গিরীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এই জীবনী প্রবন্ধের বিষয়ীভূত ব্যক্তি W. C. Bonnerjeeর পিতা ছিলেন। তিনি ইংরাজী ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইতিপূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে পীতাম্বরের প্রথমা পত্নী মৃতবৎসা হওয়ায় জনৈক তেজস্বী ব্রাহ্মণ কন্যাদায়গ্রস্ত হইয়া ৺নারায়ণ মিশ্র মহাশয়ের শরণাগত হওয়ায় তাঁহারই অনুরোধে পীতাম্বর প্রথমা পত্নীর সম্মতিতে দ্বিতীয়বার দ্বার-পরিগ্রহ করেন। উক্ত দারপরিগ্রহ করিবার কিছুদিন বাদেই পীতাম্বরের দ্বিতীয়া পত্নীর গর্ভে গিরীশচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। গিরীশচন্দ্র বাল্যকালে অতিশয় শান্ত শিষ্ট বালক ছিলেন। তিনি এতদ্দেশীয় লোকের চেষ্টায় স্থাপিত ৺গৌরমোহন আঢ্যের Oriental Seminary স্কুলে প্রাথমিক শিক্ষালাভ করেন। ইতিপূর্ব্বে পল্লীস্থ হরেরাম গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় তালপাতায় পরে কলাপাতায় লিখিতে অভ্যাস করেন। এই বিদ্যালয়ে উক্ত পল্লীস্থ যাবতীয় বালক ধারাপাত, লিখন ইত্যাদি প্রথম অভ্যাস করে। গিরীশচন্দ্র Oriental Seminary ছাড়িয়া Hindu Collegeএ ভর্ত্তি হন। তথায় সুলেখক ভোলানাথ চন্দ্র প্রভৃতির সহিত শিক্ষালাভ করেন। তিনি

বাড়ীতে মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ ও উর্দ্দু ভাষায় "পান্নানামা" ও "চাহার দরবেশ" পাঠ করিয়াছিলেন। তাঁহার পাঠানুরাগ যথেষ্ট ছিল। তিনি সর্ব্বদা পাঠে নিরত থাকিতেন। যখন তিনি Attorneyর কার্য্য করেন তখনও Hindu Law সম্বন্ধে তিনি একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত ছিলেন। তাঁহার সময়ে তাঁহার ন্যায় প্রবণতা অতি বিরল ছিল। বর্ত্তমান লেখক এক দিবস প্রকাশ্য আদালতে Advocate General Sir Charles Paulকে গিরীশচন্দ্রের নাম সম্মানের সহিত উচ্চারণ করিতে শুনিয়াছিলেন। তিনি ধর্ম্মাধিকরণে মহামান্য বিচারপতিগণকে বলিলেন "ইদানীং Attorneyগণ স্বয়ং কোন মুসবিদা করিতে সক্ষম হন না, কিন্তু কিছুদিন পূর্ব্বে একজন Attorney ছিলেন তাঁহার নাম গিরীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—যিনি কিরূপে সুন্দরভাবে, স্বল্পে আর্জ্জি জবাদ মুসবিদা করিতে হয়

জানিতেন। তাঁহার অভাব এক্ষণে আমরা খুবই অনুভব করিতেছি। উক্ত গিরীশচন্দ্র: বর্ত্তিমান সুযোগ্য Counsel W. C. Bonnerjeeর পিতা।" পরে W. C. Bonnerjee যে একজন বিখ্যাত draftsman বলিয়া আইনজগতে পরিচিত হইয়াছিলেন তাহার কারণ তিনি তাঁহার পিতার নিকট মুসবিদা করিতে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতার সম্বন্ধে W. C. Bonnerjee বর্ত্তমান লেখককে বিলাত হইতে ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে লিখিয়াছিলেন যথা—"১৮৫০ খৃষ্টাব্দে গিরীশচন্দ্র মিষ্টার George Rogers attorneyর অফিসে শিক্ষানবিশ কেরাণী (articled clerk) হন এবং যথারীতি ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহার attorney পরীক্ষা দিবার কথা কিন্তু তাঁহার পিতা পীতাম্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে পরলোক গমন করায় তাঁহার স্কন্ধে একটী বৃহৎ পরিবারের ভার পতিত হয়। তাঁহার মাসিক বেতন বেশী না থাকায় তাঁহাকে অর্থোপার্জ্জনের জন্য দিন রাত অতিরিক্ত পরিশ্রম করিতে হইত তজ্জন্য তাঁহার অফিস যাইতে বিলম্ব হইত। তিনি

প্রাতে খিলাং ঘোষের বাটীতে Correspondence Clerk (পত্রলেখক)এর কার্য্য করিতেন ইত্যাদি। উক্ত অফিসের কর্ত্তা মিষ্টার Archibald Grant তাঁহার বিলম্বে অফিসে যাওয়ায় অতিশয় বিরক্ত হইলেন এবং মাসিক ১৫০৲ টাকা হইতে তাঁহার মাসিক বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইলেন কিন্তু এই সর্ত্তে বৃদ্ধি করিবেন বলিলেন যে গিরীশচন্দ্রকে সকাল সকাল আসিতে হইবে। গিরীশচন্দ্র অল্প দিনের জন্য সকাল সকাল আসিতে পারিলেন বটে, কিন্তু পুনরায় বিলম্বে অফিসে যাইতেন। ইহাতে Grant সাহেব বলিলেন "যদ্যপি গিরিশচন্দ্র সকাল সকাল না আইসে তবে তাহাকে পদত্যাগ করিতে হইবে।" সেই সময়ে শোভাবাজার পরিবারের একটী ভারি মোকদ্দমা Supreme Courtএ চলিতেছিল। উক্ত মোকদ্দমা Grant এবং Rogers সাহেব একপক্ষে attorney ছিলেন অপর পক্ষে Allan এবং Judge সাহেব attorney ছিলেন। উক্ত মোকদ্দমা গিরিশচন্দ্রের হস্তে ছিল। তিনি এক জবাব লিখিয়া দেন। উক্ত জবাব তাঁহার মক্কেল মহারাজ বাহাদুর কমলকৃষ্ণকে (ওরফে নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ—ইনি রাজা বিনয়কৃষ্ণের পিতা) পাঠান হয়। এখানে বলা উচিত মহারাজ বাহাদুর কমলকৃষ্ণ গিরীশচন্দ্রের এবং পুত্রগণের অতিশয় হিতাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। একদিন Allan সাহেবের সহিত গিরিশ-চন্দ্রের বন্ধু মহারাজ বাহাদুরের সাক্ষাৎ হয়, তিনি কথায় কথায় জিজ্ঞাসা করেন—কথিত জবাব কোন্ কৌন্সিলি লিখিয়াছিলেন। মহারাজ বাহাদুর বলিলেন "উহা কোন কৌন্সিলি লেখে নাই কিন্তু গিরীশচন্দ্র নামক জনৈক Articled clerk (শিক্ষানবিশ কেরাণী) লিখিয়াছিলেন। Allan সাহেব ঐ সময়ে Supreme Courtএ পশার নির্ভর না করিয়া সদর দেওয়ানী আদালতে ওকালতি পশার করিতে মনস্থ করেন তজ্জন্য Supreme Court attorney officeএর কার্য্যাদি একজন উপযুক্ত

ব্যক্তির হস্তে ন্যস্ত করিতে ইচ্ছুক হয়েন। তিনি মহারাজ বাহাদুরকে অনুরোধ করেন গিরীশচন্দ্র তাঁহার অফিসে কার্য্য করুন। মহারাজ বাহাদুর বলিলেন Grant সাহেবের সহিত তাঁহার খিটিমিটি চলিতেছে এবং তাঁহার নিকট গিরিশচন্দ্র জবাবপত্র পাইয়াছেন। এই খবর পাইয়া Allan সাহেব গিরীশচন্দ্রকে মাসিক ২৫০৲ টাকা বেতনে নিযুক্ত করেন। কিন্তু Grant সাহেব গিরিশচন্দ্রকে ছাড়িতে চাহেন না, তজ্জন্য দুই মাস যাবৎ Allan সাহেবের অনুরোধে বাটীতে বসিয়া মাসিক ২৫০৲ লইতে লাগিলেন। গিরীশচন্দ্রের ব্যাপার তদানীন্তন Attorney Associationএ মন্তব্যের জন্য পাঠান হয়। উক্ত Association Allan সাহেবের অনুকুলে মীমাংসা করেন। তখন গিরিশচন্দ্র Allan সাহেবের অফিসে যাইতে পারিলেন। Grant ক্রুদ্ধ হইয়া Rogers সাহেবের নিকট গিরীশচন্দ্রের যে article-ship ছিল তাহা হস্তান্তর করিতে অনুমতি দিলেন না, তজ্জন্য উক্ত articles বাতিল হইল। অতএব গিরীশচন্দ্র ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে পুনরায় Allan সাহেবের সহিত নূতন articlesএ আবদ্ধ হইলেন।

উমেশচন্দ্রের পিতা গিরিশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

পীতাম্বরের প্রথম পুত্র গিরীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার আপিসে আসিতে দেরী করিতেন বলিয়া এটর্ণি (Allan) অ্যালেন সাহেব বলিলেন গিরীশচন্দ্রকে প্রত্যহ সকালে আপিসে আসিতে হইবে। কিছুদিনের জন্য তিনি সকালে গিয়াছিলেন। কিন্তু মাসিক ২৫০৲ টাকায় গিরীশচন্দ্রের সাংসারিক খরচ নির্ব্বাহ হইত না, সে কারণ তাঁহাকে প্রাতে বৈকালে অতিরিক্ত কার্য্য করিতে হইত, তজ্জন্য তিনি সময়ে আপিসে যাইতে পারিতেন না। অবশেষে অ্যালেন সাহেব স্থির করিলেন যে মাসিক ৪০০৲ চারিশত টাকা বেতন পাইলে গিরীশচন্দ্র সকালের অতিরিক্ত কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া যথাসময়ে

আপিসে যাইতে পারিবে। এটর্ণি অ্যালেন সাহেব তাঁহার মাহিনা ৪০০৲ টাকা মাসিক করিয়া দিলেন, এবং এটর্ণি লঙ্‌মুয়ার সাহেবের অবসর গ্রহণ পর্য্যন্ত উক্ত মাহিনা গিরীশচন্দ্র পাইতেন। পরে তিনি উক্ত আপিসের অংশীদার হন। গিরীশচন্দ্র ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে জানুয়ারী মাসে এটর্ণি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া উক্ত আপিসের অংশীদার হন, তখন উক্ত আপিসের নাম Allan, Judge and Bonnerjee হয়।

যখন ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে হাইকোর্ট স্থাপিত হয় তখন এইরূপ জনশ্রুতি ঘটিল যে এটর্ণিগণকে Appellate Sideএ দাঁড়াইয়া সওয়াল জবাব করিতে দেওয়া হইবে না। ইহাতে অ্যালেন Allan সাহেব এটর্ণি নাম ঘুচাইয়া উকিল বলিয়া Appellate Side (আপিল বিভাগে) পসার বিস্তার করিতে লাগিলেন। তাঁহার উক্ত এটর্ণি অপিসে অংশ মিঃ W. J. Judge এবং গিরীশচন্দ্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। পরে উক্ত আপিস Judge and Bonnerjee নামে খ্যাত ছিল। পরে এই অপিস বেলুড়নিবাসী স্বর্গীয় জয়কৃষ্ণ গাঙ্গুলী মহাশয় প্রাপ্ত হন এবং এই অপিস হইতে উমেশচন্দ্রের First brief অর্থাৎ ব্যারিষ্টার হইয়া প্রথম মোকদ্দমা প্রাপ্ত হন। উমেশচন্দ্রের briefএর জন্য অপেক্ষা করিতে হয় নাই কোন অনতিবিলম্বে পসার লাভ করিয়াছিলেন। Lord Sinhaকে বার বৎসর অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল। উমেশচন্দ্র ১২ বৎসর পসারের পর প্রথম বাঙ্গালী Standing Counsel অর্থাৎ সরকারী কৌংসুলী হন।

গিরিশচন্দ্র কলিকাতা High Courtএর আদিম বিভাগে বাঙ্গালী এটর্ণিগণের অগ্রণী ও মহারথী ছিলেন। যখন মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের নাম ব্যারিষ্টার শ্রেণীভুক্ত করিতে ইংরেজ জজগণ আপত্তি করিয়াছিলেন, তখন পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ও গিরীশচন্দ্রের নিকট

প্রশংসাপত্র পাইয়া তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধ হয়। গিরিশচন্দ্র একজন নৈষ্ঠিক হিন্দু ছিলেন; বাটীতে দোল দুর্গোৎসব পূজাদি করিতেন। বাটীতে শ্রীশ্রী৺রাধাকান্ত জিউ ঠাকুরের নিত্যসেবা হইত। (যখন তাঁহার অমতে তদীয় পুত্র উমেশচন্দ্র বিলাত গমন করেন, তাহাতে তিনি বিরক্ত হন এবং উমেশচন্দ্র প্রথমে তাঁহাকে পত্র পাঠাইতে কুণ্ঠিত হন। উমেশচন্দ্র যে পার্শীর বৃত্তি পাইয়া বিলাতে গমন করেন, তাহা পাইতে তাঁহার বিলম্ব ঘটে, তাহাতে অর্থের জন্য চিঠি লিখিতে বাধ্য হন। প্রথমে তিনি চিঠির জবাব দিতে দেরী করেন, তাহাতে উমেশচন্দ্র তাঁহার পিতাকে লিখিলেন যদ্যপি তিনি টাকা পাঠাইতে বিলম্ব করেন, তাহা হইলে অনতিবিলম্বে তিনি খবর পাইবেন যে তাঁহার পুত্র বিদেশে অনাহারে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। উক্ত চিঠি পাইয়া তিনি টাকা পাঠাইতে আরম্ভ করেন। উমেশচন্দ্র প্রাণপণে পড়াশুনা আরম্ভ করেন এবং তাহাতে কৃতকার্য্য হন)। গিরীশচন্দ্র ক্রমশঃ এটর্ণিগণের শীর্ষস্থান অধিকার করেন। কোন ইংরেজ এটর্ণি তাঁহার সমকক্ষ হইতে পারে নাই। Wellington Streetএর অক্রুর দত্তের বংশধর ৺যোগেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় বর্ত্তমান লেখকের সহিত কথাবার্ত্তায় গিরীশচন্দ্রের সম্বন্ধে বলেন:—"আমাদের যখন Partition Suit হাইকোর্টে চলিতে থাকে তখন Commission of Partitionএর বৈঠক আমাদের বাটীতে হইত। অন্যান্য অংশীদারপক্ষগণের সাহেব attorney ছিল কিন্তু আমাদের attorney গিরীশচন্দ্র ছিলেন। গিরীশচন্দ্রের আগমনের পূর্ব্বে উক্ত ইংরেজ এটর্ণি নানাবিধ আইনের তর্ক উপস্থাপিত করিতেন কিন্তু যখন গিরীশচন্দ্র বৈঠকে আসিতেন, তখন ইংরেজ এটর্ণির বাক্‌রোধ হইত, কারণ ইতিপূর্ব্বে দুই তিনবার তিনি তর্কে পরাস্ত হইয়া অতিশয় অপমানিত হইয়াছিলেন। গিরীশচন্দ্র একজন সূক্ষ্মদর্শী আইনজ্ঞ ছিলেন। তাঁহার মুসবিদা সকলে

প্রশংসা করিত। একদিবস বর্ত্তমান লেখকের সমক্ষে কথায় কথায় উমেশচন্দ্র তাঁহার পিতার মুসবিদা ক্ষমতা সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন :—"এক্ষণে লোকে আমার মুসবিদা সুখ্যাতি করে কিন্তু বাবার মুসবিদার সহিত আমার মুসবিদা কিছুতেই তুলনা হয় না। তাঁহার তুলনায় যদ্যপি আমি একের চৌষট্টি অংশ মুসবিদা কৌশল শিখিয়া থাকি, তাহা হইলে আমি কৃতার্থ মনে করি।" গিরীশচন্দ্র দয়াশীল, ধীরপ্রকৃতি,মিষ্টভাষী লোক ছিলেন।

তিনি তাঁহার মধ্যম ভ্রাতা শম্ভুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে (বর্ত্তমান লেখকের পিতাকে) বড় ভাল বাসিতেন। তিনি আইন পুস্তক পাঠে নিমগ্ন থাকিতেন, কিন্তু বাটীতে বিবাহ, পূজা প্রভৃতি ক্রিয়াকলাপ হইলে তিনি তাঁহার মধ্যম ভ্রাতার হস্তে কার্য্যভার ন্যস্ত করিতেন। তিনি গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত আইন পাঠ করিতেন। তাঁহার ন্যায় দায়ভাগ আইন অল্প লোকেই তৎকালে জানিতেন।

তিনি এরূপ বিদ্যোৎসাহী ছিলেন যে তাঁহার অপর ভ্রাতুষ্পুত্র অর্থাৎ শম্ভুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র মহেন্দ্রনাথ ওরফে পণ্ডিত বাবু ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে যখন বি এ পাশ করেন, তখন তিনি এত আনন্দিত হইয়াছিলেন যে তাঁহার মধ্যম ভ্রাতাকে ডাকিয়া বলিলেন—"শম্ভু, আমাদের বংশে পণ্ডিত প্রথম বি-এ পাশ করিয়াছে এক্ষণে সে বি-এল অর্থাৎ আইন পড়িবে, তজ্জন্য তাহার পড়ার সাহায্যের জন্য কলিকাতা স্মল কজ কোর্টের জজ রামগাগানের রসময় দত্তের Law Library আমি ১০০০৲ টাকার কিনিয়াছি, আমি উহাকে তাহা দান করিলাম"। প্রকাশ থাকে যে তখন তাঁহার পুত্র উমেশচন্দ্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্পণ করেন নাই। উত্তরকালে এই মহেন্দ্রনাথ এটর্ণি হইয়া Bonnerjee ও Chatterjee নামক Firm স্থাপন করেন। নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় তাঁহার ভাগিনেয় তাঁহার অংশীদার হন।

—o—

ষষ্ঠ অধ্যায়।

চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে সুখানি চ দুঃখানি চ।

—মহাভারতম্।

পীতাম্বরের কলিকাতায় আগমনের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে তৎকালীন কলিকাতার ইতিহাস।

জগতে কাহারও চিরদিন সমান যায় না। খৃঃ ১৭৩৭ অব্দের ১১ই অক্টোবর তারিখে ভাগীরথীতে ভয়ঙ্কর ঝড় হয়, সঙ্গে সঙ্গে ভয়ঙ্কর ভূমিকম্পও হয়। এই ভূমিকম্পেই প্রাচীন সেণ্ট জন্‌স্ গির্জ্জার চূড়া ভাঙ্গিয়া পড়িয়া যায়। কলিকাতার প্রায় ২০০ শত গৃহ নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। শুনা যায় নৌকা ডিঙ্গা জাহাজ প্রভৃতিতে প্রায় ২০০০০ জলযান স্থানভ্রষ্ট হইয়া যায়। গঙ্গায় ইংরাজদিগের নয়খানি জাহাজের মধ্যে আটখানি ডুবিয়া যায়। নাবিকেরা প্রায় অনেকেই মরিয়াছিল। এই ঝড়ে ও ভূমিকম্পে প্রায় ৩০০,০০০ প্রাণী বিনষ্ট হইয়াছিল।

খ্রীঃ ১৭৪০ অব্দে নবাব আলিবর্দ্দি বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা হন। তাঁহারই সময়েই মহারাষ্ট্রীয়েরা বঙ্গদেশ আক্রমণ করে। খ্রীঃ ১৭২০ অব্দে দাক্ষিণাত্যের স্থানে স্থানে যে চৌথ পাইবার কথা ছিল সেই চৌথের জন্য তাহারা সর্ব্বত্র দাবী করিত। এস্থলে ভাস্কর পণ্ডিতের নাম বিখ্যাত। এখন তাহারা সেই সূত্র অবলম্বন করিয়াই বঙ্গ আক্রমণ করে। কোন কোন গ্রন্থকার বলেন নবাব আলিবর্দ্দি কোন মহারাষ্ট্রীয় সেনাপতিকে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া বিনাশ করিয়াছিলেন। ইহাও তাহাদের

জাতক্রোধ হইবার এক কারণ। যাহাই হউক, তাঁহাদের উৎপাতে বঙ্গের আবালবৃদ্ধ-বনিতা সকলেই উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল। ইহাই ইতিহাসে "বর্গীর হাঙ্গামা" নামে প্রসিদ্ধ। এই উপলক্ষেই মহারাষ্ট্রীয় খাত নিখাত হয়। উহা Mahratta Ditch নামে বিখ্যাত।

আলিবর্দ্দির পর সিরাজউদ্দৌলা বাঙ্গালার নবাব হন। কলিকাতা সংস্থাপক চার্ণকের সময়াবধি সিরাজউদ্দৌলার সময় পর্য্যন্ত ফ্রিক, ক্রুটেনডেন, ব্রেডিল, ফরষ্টর, আলেকজাণ্ডার, ডেসন, উইলিয়ম কাউইচ্ ও রোজার ড্রেক ক্রমান্বয়ে ইংরাজদিগের অধ্যক্ষ ছিলেন।

এই ড্রেকের সময় এক কাণ্ড ঘটে, যাহাতে ইংরাজদিগের ভাগ্যলক্ষ্মী সুপ্রসন্না হন। সিরাজউদ্দৌলা ঢাকার সহকারী শাসনকর্ত্তা রাজা রাজবল্লভের ধন হরণ করিতে চেষ্টা করে। রাজবল্লভের পুত্র কৃষ্ণদাস, ধনরাশি লইয়া সপরিবারে কলিকাতায় আগমনপূর্ব্বক ইংরাজের শরণাপন্ন হন। ড্রেক তাঁহাকে আশ্রয় দান করেন। সিরাজউদ্দৌলা প্রথমে ইংরাজদিগের নিকট কৃষ্ণদাসকে চাহিয়া পাঠান এবং বলেন কৃষ্ণদাসকে তাঁহার হস্তে না দিলে তিনি কলিকাতা আক্রমণ করিবেন। ড্রেক তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিলেন না। ফল এই হইল—খৃঃ ১৭৫৬ অব্দের ১৭ই জুন ৫০০০০ সৈন্য লইয়া সিরাজ কলিকাতায় উপস্থিত হইলেন। হলওয়েলের বর্ণনানুসারে জানা যায় যে ইংরাজ পক্ষে আন্দাজ ১৭০ জন মাত্র যুদ্ধ করিয়াছিল; তাহার মধ্যে ২৫ জন মৃত এবং প্রায় ৭০ জন আহত হইয়াছিল। ড্রেক সাহেব স্ত্রীলোক বালক বালিকাদের লইয়া জলপথে পলাইয়াছিল। যখন সিরাজ দুর্গ আক্রমণ করেন, তখন ১৪৬ জন মাত্র বন্দী তাঁহার করতলগত হয়। সিরাজ বন্দীদিগকে শৃঙ্খলমুক্ত করিয়া আপনার সেনানায়কের হস্তে তাহাদের রক্ষাভার অর্পণ পূর্ব্বক বিশ্রাম জন্য শিবিরে প্রস্থান করেন। সেনানায়ক নির্ব্বোধের ন্যায় সেই বন্দীদিগকে

অন্ধকূপ নামক একটী ক্ষুদ্র কারাগারে সে রাত্রির মত আবদ্ধ করিয়া রাখল। প্রাতঃকালে সেই গৃহ হইতে মৃতপ্রায় ২৩ জনকে মাত্র পাওয়া গিয়াছিল, আর সকলেই প্রাণত্যাগ করিয়াছিল।

কিন্তু এই ১২৩ জনের রক্তেই ইংরাজের ভারতে প্রোথিত সৌভাগ্যতরু কালে ফলবান হইয়াছে।

অন্ধকূপ হইতে যে ২৩ জন পুনরায় সূর্য্যের মুখ দেখিয়াছিলেন, হলওয়েল সাহেব তাঁহাদের মধ্যে একজন। তাঁহারই বর্ণিত বিবরণ দ্বারা অন্ধকূপ ঘটনা জানিতে পারা যায়। (হলওয়েল সাহেবের বর্ণনাতে জানা যায় যে তাঁহারা তৎপরদিন নবাব সেনাপতি মীরমদন কর্ত্তৃক অনেক অত্যাচার সহ্য করিয়া পরে নবাব কর্ত্তৃক মুক্ত হন।)

সিরাজউদ্দৌলা সহস্র দোষে দোষী হইলেও অন্ধকূপ হত্যা বা ইংরেজ কয়েদীদের উপর অত্যাচার জন্য দোষী নহেন।

সিরাজউদ্দৌলার কলিকাতা আক্রমণে দুর্গের বহিস্থিত যে সকল গৃহ নষ্ট হয়, কলিকাতার প্রথম গির্জ্জা (St. John's Church) তাহার মধ্যে একটী।

সিরাজউদ্দৌলা কলিকাতা জয় করিয়া ইহার নাম আলীনগর রাখেন এবং কয়েকদিন মাত্র এখানে অবস্থিতি করিয়া, আপনার সেনাপতি মাণিকচাঁদকে কয়েকজন মাত্র সৈন্যের সহিত রাখিয়া প্রস্থান করেন। কলিকাতা আক্রমণের সংবাদ সাত সপ্তাহ বাদে মান্দ্রাজে পৌঁছিয়াছিল। সংবাদ পৌঁছিলে কর্ণেল ক্লাইব ও আড্‌মিরাল ওয়াট্‌সন ৫ খানি রণতরী ও ৫ খানি বাণিজ্যতরীতে ৯০০ ইউরোপীয় ও ১৫০০ সিপাহি সৈন্য লইয়া ১৭৫৩ খৃষ্টাব্দের ১০ই অক্টোবর কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

ড্রেক প্রভৃতি এতদিন ফল্‌তায় জাহাজে বাস করিতেছিলেন। ১৫ই ডিসেম্বর ক্লাইব এবং ওয়াটসন তাঁহাদের সহিত মিলিত হইলেন ও ক্রমে

ক্রমে বজ্ বজিয়া, কলিকাতা ও হুগলী অধিকার করিলেন। কলিকাতায় অতি অল্প মাত্র সৈন্য ছিল, সুতরাং অধিকার করিতে অধিক আয়াস স্বীকার করিতে হয় নাই। খৃঃ ১৭৫৪ অব্দের ২রা জানুয়ারি কলিকাতা পুনঃ অধিকৃত হয়।

অন্ধকূপ হত্যার স্মরণার্থ হলওয়েল সাহেব নিজ ব্যয়ে ৫ ফুট উচ্চ একটী স্তম্ভ (obelisk) নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ঐ স্তম্ভ লালদিঘীর উত্তর পশ্চিম কোণে অবস্থিত ছিল। খৃঃ ১৮৪০ অব্দে মার্কুইস অব হেষ্টিংস্এর আদেশে ঐ স্তম্ভ ভাঙ্গিয়া ফেলা হয়। (১৯০২ খৃঃ লর্ড কর্জ্জন পুনঃ স্থাপিত করে)।

নবাব কলিকাতা প্রভৃতি অধিকারের কথা শুনিয়া ইংরাজদের সহিত সন্ধির প্রস্তাব করেন; এই সন্ধি অনুসারে ইংরাজেরা সম্রাটদত্ত ক্ষমতা ব্যতীত কলিকাতায় একটী দৃঢ়তর দুর্গ নির্ম্মাণ ও টাকশাল স্থাপনের অধিকার প্রাপ্ত হন। তদ্ব্যতীত নবাব স্বীকার করেন যে কলিকাতা আক্রমণে কলিকাতার যে ক্ষতি হইয়াছে তাহা পূরণ করিবেন।

এই সময়ে বিলাতে ফরাসী ও ইংরাজের যুদ্ধ বাধিয়াছিল, সেইজন্য ক্লাইব চন্দননগরে ফরাসীদের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করেন। ঐ যুদ্ধ নবাবের অনভিমত হওয়াতে তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া ফরাসীদের পক্ষ অবলম্বন করেন। ইহারই ফল পলাসীর যুদ্ধ। কিন্তু পলাসীর যুদ্ধে ইহা অপেক্ষা আরও গুরুতর কারণ ছিল। বিখ্যাত স্কটল্যাণ্ড দেশের মনীষী বাগ্মীপ্রবর ডাক্তার ডফ্ অনেক বঙ্গের সুসন্তানকে খৃষ্টীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। তন্মধ্যে পীতাম্বরের তৃতীয় পুত্র শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ইনি রেভারেণ্ড শিবচন্দ্র ছিলেন। ইংরাজি সাহিত্যিক রেভারেণ্ড লালবিহারী দে শিবচন্দ্রের সমসাময়িক ছিলেন।

সপ্তম অধ্যায়।

স জাতঃ যেন জাতেন বংশ জাতি সমুন্নতিম্।
অস্মিন্ পরিবর্ত্তিনি সংসারে মৃতঃ কো বা ন জায়তে ॥

হিতোপদেশম্।

উমেশচন্দ্রের মাতৃকুল ও তাহার সন্তানসন্ততি।

উমেশচন্দ্রের পিতৃকুলের পরিচয় ইতিপূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে। তাঁহার মাতা সরস্বতা দেব্যা বিখ্যাত ত্রিবেণীবাসী জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের বংশ-সম্ভূতা। তর্কপঞ্চানন সরস্বতী দেবীর অতিবৃদ্ধ পিতামহ ছিলেন। জগন্নাথের নাম হিন্দু স্মৃতিশাস্ত্রে চিরপ্রসিদ্ধ। তিনি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হিন্দু আইনের পরামর্শদাতা ছিলেন। জগন্নাথ হিন্দু আইনের যে সংক্ষিপ্তসার সঙ্কলিত করেন তাহা জগন্নাথের নামে চলিতেছে। Colebroke সাহেব উহা ইংরাজীতে তরজমা করেন। Sir William Jones যিনি বিখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ ছিলেন, তিনি জগন্নাথকে বিশেষ সম্মান করিতেন। তিনি ও তদীয় পত্নী কথায় কথায় বলিতেন "আবাম্ ম্লেচ্ছৌ"। তাঁহারা সংস্কৃত ভাষায় কথাবার্ত্তা কহিতে পারিতেন।

বিখ্যাত ব্যবহারাজীব ও কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি মিঃ ডবলিউ. সি, ব্যানার্জ্জি কলিকাতাস্থ সিমুলীয়ার বাঁড়ুয্যে-পরিবারে খিদিরপুর সোনাই গ্রামে ইংরাজী ১৮৪৪ খৃঃ ২৯শে ডিসেম্বর তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে তাঁহার পিতা গিরীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কলিকাতা সুপ্রীম কোর্টের লব্ধপ্রতিষ্ঠ এটর্ণি ছিলেন। সুপ্রীম কোর্টে প্রথম বাঙ্গালী এটর্ণি রমানাথ লাহা, পটলডাঙ্গার উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়,

জনাইয়ের জমিদার পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বাগবাজারের দীননাথ বসু, গিরীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় হইয়াছিলেন। খৃঃ ১৮৬২ অব্দের ১লা জুলাই তারিখে সুপ্রীম কোর্ট ও সদর দেওয়ানী কলিকাতা হাইকোর্টে পরিণত হয়।

উমেশচন্দ্র অতি শৈশব কাল হইতে বলিতেন আমি মাসে দশ হাজার টাকা রোজগার করিব এবং চৌরঙ্গীতে বাড়ী করিব। বাল্যকালে লেখাপড়ায় তাঁহার বিশেষ ঝোক ছিল না। তিনি থিয়েটার ভাল বাসিতেন।

তাঁহার মাতৃভক্তি প্রগাঢ় ছিল। তিনি প্রত্যহ Park Street হইতে সিমলা পর্য্যন্ত হাঁটিয়া আসিয়া মাতার চরণধূলি লইতেন। বড় Landau সঙ্গে সঙ্গে যাইত, তিনি তাহাতে উঠিতেন না। নিজের মাতৃভক্তি হইতে দেশ-মাতৃকার প্রতি ভক্তি সঞ্জাত হইয়া তাঁহার Congress movementএ তাহা প্রকাশিত হইয়াছিল। স্বদেশবাসী কোন বিপদে পড়িলে তিনি প্রথমেই সাহায্য করিতেন।

(প্রসিদ্ধ Reis Rayyat সম্পাদক ডাঃ শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় যখন কলিকাতা High Courtএ মানহানির মোকর্দ্দমায় আসামীরূপে দণ্ডায়মান হন, তখন উমেশচন্দ্র বিনা ফিতে তাঁহার পক্ষসমর্থন করিয়াছিলেন। স্বর্গীয় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় হাইকোর্টের জজ Norris সাহেবকে তাঁহার Bengalee কাগজে অবজ্ঞাসূচক কথা লিখিয়াছিলেন উমেশচন্দ্র বিনা পারিশ্রমিকে তাঁহার পক্ষসমর্থন করিয়াছিলেন। Statesman ও Friend of Indiaর সম্পাদক Robert Knight সাহেব যখন বঙ্গীয় শাসনবিভাগের ষড়যন্ত্রে দায়রায় সোপর্দ্দ হন তখন উমেশচন্দ্র Standing Counsel ছিলেন। তিনি হাইকোর্টের অনুমতি মতে সরকারী পক্ষ ত্যাগ করিয়া Robert Knightএর পক্ষসমর্থন করেন, কারণ তিনি জানিতেন Robert

Knight নির্দ্দোষী এবং তাঁহার প্রবল বক্তৃতায় ও আইনের বিচারে তিনি বেকসুর খালাস পান। উক্ত মোকদ্দমায় তিনি এক কপর্দ্দকও পারিশ্রমিক লয়েন নাই। স্বর্গীয় কালীসিংহের তিনি বিশেষ বন্ধু ছিলেন, সেই জন্য হাইকোর্টে তাঁহার যে বড় মোকর্দ্দমা হয়, তাহাতে বিনা ফিতে কার্য্য করিয়াছিলেন)। পরহিতে তিনি সদা আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। তাঁহারই দুই পুত্র Shelly Bonnerjee ও R. C. Bonnerjee কলিকাতা High Courtএ ব্যারিষ্টার। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ Shelly সম্প্রতি ২রা মে ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে মৃত হইয়াছেন। অপর পুত্র K. W. Bonnerjeeও রেঙ্গুনে ব্যারিষ্টারী করেন। এক জামাতা Darjeeling আদালতে ব্যারিষ্টারি করেন। Captain Blair জ্যেষ্ঠ জামতা সম্প্রতি মৃত হইয়াছেন। অপর জামাতা A. N. Choudhury কলিকাতা হাইকোর্টের একজন প্রধান ব্যারিষ্টার। Shelley Bonnerjee বিলাতে Oxford Universityর Rectorএর কন্যা Gertrudeকে বিবাহ করেন। তাঁহার গর্ভে তিন পুত্র জন্মে। জ্যেষ্ঠ পুত্র বিলাতের ব্যারিষ্টার ও Royal Air Forceএর Captain ও বিলাতে Country Courtএ লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যারিষ্টার।)

অষ্টম অধ্যায়।

Child is the father of man.

Wordsworth.

উমেশচন্দ্রের যৌবনে কৃতিত্ব ও কংগ্রেসে যোগদান।

উমেশচন্দ্র পিতার মধ্যম পুত্র ছিলেন। গিরীশের প্রথম পুত্রের নাম কৈলাসচন্দ্র, কিন্তু তিনি অতি শৈশবে মারা যান। উমেশের ডাক নাম ছিল মতি। মতি শৈশবেই অতি দুরন্ত বালক ছিল। তাহার পাঠে আদৌ মনোযোগ ছিল না। কিন্তু পরীক্ষার সময় দিবারাত্র অতি মনোযোগ সহকারে পাঠ করিয়া তাঁহাকে প্রাইজ পাইতে দেখা গিয়াছে। কিশোর বয়সে একদা বাটীতে কলহ করিয়া তিনি রাণীগঞ্জে প্রস্থান করেন। তখন রাণীগঞ্জ পর্য্যন্ত হাবড়ার রেল হইয়াছিল। তথায় যাইয়া ৺রামেশ্বর মালিয়ার কয়লার খনিতে গিয়া একটী কর্ম্ম যোগাড় করিয়াছিলেন। তৎপরে বাটীর লোকেরা তথায় যাইয়া তাঁহাকে কলিকাতা বাটীতে লইয়া আইসে। উমেশচন্দ্রের জন্মভূমি খিদিরপুর সোনাই। তজ্জন্য পরজীবনে তিনি ইংলণ্ডের Croydonএ তাঁহার নিজ স্বোপার্জ্জিত ধনে খরিদা বাটীর নাম Kidderpore House দিয়াছিলেন। উক্ত জন্মভূমিতে তিনি ব্যারিষ্টার হইয়া অতি প্রকাণ্ড হর্ম্ম্য নির্ম্মাণ করেন। কিন্তু ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে সরকার বাহাদুর Land Acquisition Act দ্বারা খিদিরপুর dock নির্ম্মাণ জন্য উহা গ্রহণ করেন। তাহাতে উমেশচন্দ্র সরকার বাহাদুরের নিকট ২॥ আড়াই লক্ষ টাকা মূল্য পাইয়াছিলেন।

১৮৬২ খৃষ্টাব্দে উমেশচন্দ্র Hindu School হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষার্থ প্রস্তুত হন, কিন্তু তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষা দেন নাই। তাঁহার পিতা দেখিলেন যে উমেশচন্দ্রের পাঠে কোন মনোযোগ নাই। তজ্জন্য তিনি Gillanders নামক জনৈক এটর্ণির অপিসে তাঁহাকে শিক্ষানবিশ (Articled Clerk) করেন। তথায় তিনি মনোযোগ সহকারে কার্য্য করিতেন না। কুসংসর্গে পড়িয়া ভদ্র-পরিবারের ছেলে কিরূপ খারাপ হইতে পারে, তাহা উমেশচন্দ্রের জীবনাতে দেখিতে পাওয়া যায়। একদা Gillanders সাহেবের নিকট তিরস্কার শুনিয়া তাঁহার মনে ধিক্কার উপস্থিত হইল। তিনি জীবনে যে যে ভ্রম করিতেছিলেন তাহা তাঁহার মানসচক্ষে আসিয়া পরিস্ফুটিত হইল। তিনি এদেশের কুসংসর্গ পরিত্যাগ করিয়া বিলাতে যাইয়া তথায় লেখাপড়া শিখিবার মতলব করিলেন। তজ্জন্য তিনি সুযোগ খুঁজিতে লাগিলেন।

ইংরাজী ভাষায় একটী চলিত কথা আছে Heaven helps those who help themselves অর্থাৎ আত্মনির্ভরকারীগণকে ভগবান সাহায্য করেন। উমেশচন্দ্র মনের ধিক্কারে দিনরাত ইংরাজী পড়িতে লাগিলেন। ইংরাজী ভাষায় তাঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। ১৮৬৪ খ্রীঃ বোম্বাই সহর নিবাসী স্যার জেমসেট্‌জী জিজীভাই নামক জনৈক পার্শী বাঙ্গালায় একটী বৃত্তি, বোম্বাইএ অপর একটী বৃত্তি, মান্দ্রাজে একটী বৃত্তি দিয়া এক লক্ষ টাকা ভারত গভর্ণমেণ্টের হস্তে প্রদান করেন। পরে বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্ট উপযুক্ত পাত্র নির্ব্বাচন জন্য একটী কমিটি নির্ব্বাচন করেন, তাহাতে প্রসন্নকুমার ঠাকুর, কেগান সাহেব প্রভৃতি সদস্য ছিলেন। একটী মৌখিক পরীক্ষায় ১২ জন পদার্থীর মধ্যে উমেশচন্দ্র সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পাত্র বলিয়া নির্ব্বাচিত হন; কিন্তু বিলাতে যাইয়া উক্ত বৃত্তি পাইতে উমেশচন্দ্রের বিঘ্ন ঘটিয়াছিল। তাঁহার পিতা রীতিমত টাকা না পাঠাইলে তাঁহাকে এখানে

ফিরিয়া আসিতে হইত। তিনি পিতার অজ্ঞাতসারে কালাপানি পার হইয়া বিলাত যান, তাহাতে গিরীশচন্দ্রের ন্যায় আনুষ্ঠানিক হিন্দু অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াছিলেন। কিন্তু পুত্রের মর্ম্মভেদী পত্র পাইয়া তাহাকে অর্থ সাহায্য না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। প্রকাশ থাকে যে গিরীশচন্দ্র তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র সত্যধনকে নিম্নশ্রেণী হইতে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে ভর্ত্তি করেন। সত্যধন উক্ত কলেজ হইতে এম, এ বিদ্যাভূষণ উপাধি পান। তিনি এটর্ণি হইয়া ৩৯ বর্ষ বয়সে পরলোক গমন করেন। উমেশ-চন্দ্র যত্নসহকারে Middle Temple ব্যারিষ্টারী পাঠ করিয়া ১৮৬৭ খ্রীঃ ব্যারিষ্টারী পাশ হন। ব্যারিষ্টারী পাশ করিয়া উমেশচন্দ্র ইউরোপের নানা স্থানে পরিভ্রমণ করেন। বিলাতে তদানীন্তন শ্রেষ্ঠ শিক্ষকের নিকট ইংরাজী রচনা মুসাবিদা করিবার প্রণালী শিখিয়াছিলেন। কালে তাঁহার মতন মুসাবিদাকারক (draftsman) কলিকাতা হাইকোর্টে এ পর্য্যন্ত কেহই ছিল না বা নাই। বিখ্যাত এটর্ণী বাবু হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এই অভিমত আমাকে প্রকাশ করেন।

১৮৬৮ খৃঃ তিনি স্বর্গীয় মনোমোহন ঘোষের সহিত ব্যারিষ্টার হইয়া কলিকাতা মহানগরীতে পদার্পণ করেন। ইতিপূর্ব্বে তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়। কলিকাতা হাইকোর্টে তখন ইংরেজ ভিন্ন বাঙ্গালী ব্যারিষ্টার ছিল না। অনেক কষ্টে বার লাইব্রেরীর কর্ত্তৃপক্ষগণ একটী কোণে তাঁহাকে ও মনোমোহন বাবুকে একটী স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। তাঁহারা যেখানে বসিতেন, ইংরেজগণ বিদ্রূপ করিয়া সে স্থানকে Asia minor বলিত। পরে তিনি তথায় হিন্দু স্বরাজ স্থাপন করেন। অর্থাৎ এক্ষণে তথায় পনের আনা ব্যারিষ্টার দেশী লোক, এক আনা মাত্র ইংরেজ।

উমেশচন্দ্রের পিতৃবন্ধু মহারাজ নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ ওরফে কমলকৃষ্ণ বাহাদুর তদানীন্তন কলিকাতার একজন গণ্যমান্য লোক ছিলেন। তিনি অনেক

ষ্টেটের Executor, Receiver স্বরূপে জড়িত ছিলেন এবং তাঁহার নিজের অনেক মোকর্দ্দমা কলিকাতা হাইকোর্টে ছিল। তাঁহার চেষ্টায় উমেশচন্দ্র কলিকাতা হাইকোর্টে অনেক মোকর্দ্দমা পাইতে লাগিলেন। তাঁহার অসাধারণ মেধা, অদ্ভুত স্মরণশক্তি, সূচ্যগ্র তীক্ষ্ণ বুদ্ধির সাহায্যে তিনি শীঘ্র একজন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যারিষ্টার হইলেন। তিনি যেরূপ দক্ষতার সহিত সাক্ষী জেরা, জবানবন্দী, সওয়াল জবাব করিতে পারিতেন সেরূপ কেহ পারিত না। ১৮৭৫ খৃঃ, ১৮৭৮ খৃঃ, ও ১৮৮০ খৃঃ তিনবার তাঁহাকে হাইকোর্টের জজীয়তী পদ গভর্ণমেণ্ট দিতে রাজী হন, তাহা তিনি গ্রহণ করিতে সম্মত হন নাই। ১৮৮২ খ্রীঃ তিনি ভারত গভর্ণমেণ্টের Standing Counsel নিযুক্ত হন। ঐ পদে দেশীয়গণের মধ্যে তিনিই প্রথম ব্যারিষ্টার। Pitt Kennedy, Justice Wilson, Chief Justice Sir Richard Garth ও Sir Comer Petheram তাঁহাকে সাতিশয় শ্রদ্ধা ও যত্ন করিতেন। Ilbert Bill আন্দোলনের সময় যখন Branson নামক জনৈক বিখ্যাত ব্যারিষ্টার এদেশবাসীগণকে গালি দেন তাঁহাকে কলিকাতার এটর্ণিগণ একঘরে অর্থাৎ boycott করেন তখন Branson সাহেবের যাবতীয় brief উমেশচন্দ্র পান এবং তিনি দক্ষতার সহিত ঐ সকল মোকর্দ্দমা করিয়াছিলেন এবং তাহাতে তাঁহার নাম চতুর্দ্দিকে জাহির হয়। ১৮৮২ খ্রীঃ হইতে ১৯০২ খ্রীঃ পর্য্যন্ত উমেশচন্দ্র মাসিক ২০,০০০ বিশ হাজার হইতে ৩০,০০০ ত্রিশ হাজার টাকা আয় করিয়াছিলেন।

১৮৭৫ খ্রীঃ হইতে ১৮৮৫ খ্রীঃ পর্য্যন্ত রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ডাক্তার শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শিশিরকুমার ঘোষ, কৃষ্ণদাস পাল, জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, Rev. কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রভৃতি খ্যাতনামা ব্যক্তি প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যো-

পাধ্যায় ভারতীয় সিবিল সার্ভিস হইতে বিতাড়িত হইয়া রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। নরেন্দ্রনাথ সেন, আনন্দমোহন বসু, কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় রাজনৈতিক জগতে বক্তৃতা দিতেছিলেন। ১৮৮৫ খৃঃ বোম্বাই সহরে যখন Indian National Congress এর প্রথম অধিবেশন হয়, তখন সমগ্র ভারতবর্ষের সম্মতিক্রমে বাঙ্গালীকে সভাপতিত্বে বরণ করিতে ইচ্ছা হয়, তদনুসারে W. C. Bonnerjee উক্ত জাতীয় মহাসমিতির সভাপতি পদে আহূত হন। পুনরায় ১৮৯২ খ্রীঃ এলাহাবাদ কংগ্রেসে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় দ্বিতীয় বার সভাপতিপদে আহূত হইয়াছিলেন। এই কংগ্রেসে সমাজ সংস্কারকগণ কংগ্রেসের সহিত সমাজ সংস্কার জড়ীভূত করিবার চেষ্টা করেন এবং তাহাতে কংগ্রেসের শত্রুপক্ষ 'ইংলিশম্যান, প্রভৃতি সংবাদপত্র যোগ দেন। শত্রুপক্ষের উদ্দেশ্য ছিল ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন স্থানের ভিন্ন ভিন্ন সমাজের নিন্দাবাদ করিয়া পরস্পরের সহিত ঝগড়া বাদিলেই কংগ্রেস উৎসন্ন যাইবে। উমেশচন্দ্র উহা স্পষ্টরূপে উপলব্ধি করিয়াছিলেন তিনি উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন—"সমাজ সংস্কার না হইলে রাজনৈতিক যোগ্যতা হয় না, ইহা অনেকের ভুল ধারণা। কোন প্রদেশ স্ত্রীলোকের অবরোধ প্রথা সমর্থন করিবেন কেহ বা নিন্দা করিবেন। কেহ বিধবা বিবাহ সমর্থন করিবেন কেহ প্রতিবাদ করিবেন। যেখানে ভিন্ন ভিন্ন সমাজের লোক একত্রিত হয় সেখানে Social reform রাষ্ট্রীয় সভায় অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে না"। তজ্জন্য কংগ্রেস হইয়া গেলে পরে একদিন সমাজ সংস্কার সভা বসিত।

—— —— o —— ——

নবম অধ্যায়।

Good government is no substitute for self-government.

Campbell Bannermann.

রাষ্ট্রীয় মহাসমিতির উৎপত্তি।

খৃষ্টীয় ১৮৭২ অব্দ হইতে জাতীয় অর্থাৎ National এই কথাটি নানা প্রসঙ্গে ব্যবহৃত হইত। মৃত ভুবন নিয়োগীর থিয়াটারের নাম হইল Great National Theatre ইতিপূর্ব্বে অপার চিৎপুর রোডে ৺মধুসূদন সান্ন্যালের বাটীতে National Theatre স্থাপিত হইয়াছিল। মৃত নবগোপাল মিত্রের Circusএর নাম হইল National Circus মৃত কালীপ্রসন্ন দের ইংরাজী সাপ্তাহিকের নাম হইল National Magazine, নূতন Library যাহা স্থাপিত হইল তাহার নামকরণ হইল National Reading Room ইত্যাদি।

আলান্ অক্টেভিয়াস্ হিউম সাহেব একজন উচ্চদরের সিভিলিয়ান ছিলেন। তিনি Under-Secretary to the Government of Indiaর কর্ম্ম করিতেন, পরে অবসর প্রাপ্ত হন। তাঁহাকে কংগ্রেসের জন্মদাতা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। যাহারা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা বলেন তাঁহারা ভুল বলেন, কারণ বোম্বাই সহরে যে কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন হয়, তাহাতে সুরেন্দ্রবাবু delegate পর্য্যন্ত ছিলেন না। কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশনে অর্থাৎ কলিকাতার Town Hallএ উহার যে অধিবেশন হয় তাহাতে কলেজের শিক্ষার্থীগণের অর্থাৎ যাঁহারা স্বেচ্ছাসেবকের (Volunteerএর) কর্ম্ম করিতেন তাঁহাদের

কথামত হিউম সাহেব সুরেনবাবুকে নিমন্ত্রণ করেন। সেই তাঁহার প্রথম নিমন্ত্রণ। কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশনে সভাপতি ছিলেন Dadabhai Nowroji, দাদাভাইএর সহিত উমেশচন্দ্রের বিশেষ সৌহার্দ্দ্য ছিল তাঁহারা পরস্পরের গুণ সম্যকরূপে উপলব্ধি করিতেন। এক্ষণে কংগ্রেসের উৎপত্তি সম্বন্ধে বলিতে হইলে Lord Dufferin ও Hume সাহেবের নাম উল্লেখযোগ্য, কারণ লর্ড ডফ্রিন হিউম সাহেবকে বলেন, "ইংলণ্ডের ন্যায় ভারতবর্ষে House of opposition বলিয়া কোন জিনিষ নাই। কিন্তু সংশাসন করিতে হইলে গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে লোকমত শাসনকর্ত্তার জানা চাই।" হিউম সাহেব তদনুসারে ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন অংশ হইতে কংগ্রেসে প্রতিনিধি পাঠাইবার প্রস্তাব করেন এবং বোম্বাই সহরের লোকেরা এ বিষয়ে হিউম সাহেবকে যথেষ্ট সাহায্য করে। পরে হিউম সাহেব Lord Dufferinকে সভাপতি হইতে অনুরোধ করেন, তাহাতে উক্ত লাট সাহেব বলেন, "প্রজাগণ আমার সম্মুখে নির্ভয়ে গভর্ণমেণ্টের কার্য্যাবলী পর্য্যালোচনা করিতে সাহস করিবে না, অতএব একজন গণ্যমান্য দেশী লোককে সভাপতি নির্ব্বাচন করিলে ভাল হয়।" বোম্বাই এবং ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশ বাঙ্গালী কুলতিলক উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে কংগ্রেসের প্রথম সভাপতিরূপে বরণ করেন। ১৮৮৫ খৃঃ প্রথম কংগ্রেসে বাঙ্গালা হইতে প্রতিনিধি ছিলেন Indian Mirror সম্পাদক শ্রীনরেন্দ্রনাথ সেন, তদানীন্তন হাইকোর্টের লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকিল গিরিজাভূষণ মজুমদার ও উমেশ-চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

ইতিপূর্ব্বে মান্দ্রাজ নগরে All India Theosophical Convention হইয়াছিল, তাহাতে নানা দেশ হইতে প্রতিনিধিগণ উপনীত হইয়াছিলেন। Indian National Congressএর অগ্রণী উমেশ-চন্দ্রই প্রথমে বোম্বাই সহরে তাঁহার সভাপতির অভিভাষণে কংগ্রেসের

উদ্দেশ্য বিশদরূপে বুঝাইয়া দেন। ইহাতে যে স্বাধীনতার বীজ অঙ্কুরিত হইল তাহা তিনি ইঙ্গিতে বুঝাইয়া দেন। ভারতবর্ষ রুশিয়া বাদে ইউরোপের ন্যায় মহাদেশ, তাহার ভিন্ন ভিন্ন অংশ হইতে প্রতিনিধি প্রতি বৎসর একত্রিত হইলে সৌহার্দ্দ্য বাড়িবে এবং দেশের মঙ্গল হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। Ilbert Billএর সময়ে ইউরোপীয়গণ একত্রিত হইয়া Lord Riponকে লাঞ্ছিত করে। "When bad men combine, the good must associate" অর্থাৎ যদি অসৎ লোক একজোট হয়, ভাল লোক সৎ উদ্দেশ্যে একত্রিত হওয়া উচিত।

ভারতবাসীর অভিযোগ ও বেদনা Parliament মহাসভার অবগত করণের জন্য Brirish Parliamentary Committee স্থাপিত হইয়াছিল। তাহার মুখপত্র ছিল "India" নামক সংবাদপত্র। তাহার বাৎসরিক ১০৲ টাকা চাঁদা ছিল। উক্ত চাঁদার টাকায় উক্ত Parliamentary Committee চালিত হইবার কথা ছিল, কিন্তু চাঁদা এত অল্প আদায় হইত যে তাহাতে উক্ত সমিতি চলা ভার হইত। উক্ত Committeeতে Charles Bradlaugh, W. S. Caine. W. B. Wedderburn প্রভৃতি সভ্য ছিলেন। হিউম সাহেব তাহার সম্পাদক ছিলেন। প্রতি বৎসর দশ হাজার বার হাজার টাকার অকুলান পড়িত, উমেশচন্দ্র অকাতরে ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দ হইতে তাঁহার মৃত্যু পর্য্যন্ত উক্ত ভার বহন করিতেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে অর্থাভাবে উক্ত সমিতি বন্ধ হইয়া যায়। উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মৃতি সভায় মহামতী গোক্‌লে বলেন, উমেশচন্দ্র যে পরিমাণে কংগ্রেসকে সাহায্য করিয়াছিলেন তাহা বর্ণনাতীত।

এখানে প্রকাশ থাকে যে, হিউম সাহেব ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে ভারত ত্যাগ করিয়া বিলাতে চিরদিনের জন্য চলিয়া যাইলে কংগ্রেসের সম্পাদকের পদ শূন্য হয় এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে উহাতে উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে বরণ করা হয়।

উমেশচন্দ্র এলাহাবাদের পণ্ডিত অযোধ্যাপ্রসাদ, Pherozeshah M. Metha, আনন্দ চার্লু, সুব্রহ্মণ্য আয়ার, সংকরণ নেয়ার, William Wedderburn প্রভৃতিকে কংগ্রেস মন্ত্রে দীক্ষিত করেন।

তিনি কংগ্রেসে নিজে প্রচুর অর্থ দিতেন, এমন কি যত টাকা কম পড়িত সমস্তই তিনি বহন করিতেন। তিনি তাঁহার পরিচিত ব্যক্তিগণের দ্বারা অনেক টাকা কংগ্রেসকে পাওয়াইয়া দিতেন। তিনি বলিতেন, "এই backward দেশে রাজনীতিক্ষেত্রে অর্থব্যয় করা এদেশীয়গণের অভ্যাস নাই।"

তিনি কংগ্রেসে যোগদান করার দরুণ ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট Advocate-General of Bengalএর পদ শূন্য হইলে তাঁহাকে দিলেন না, অথচ তৎকালে তাঁহার ন্যায় উপযুক্ত লোক ইংরেজ বা এদেশীয় ব্যারিষ্টারগণের মধ্যে কেহই ছিল না। পরে গভর্ণমেণ্ট তাঁহার শিষ্য Sir S. P Sinha (পরে Lord Sinha)কে উক্ত পদ দেন। তৎপরে Sir Ali Imam, Sir S. R. Das, Sir B. C. Mitter. Sir B. L. Mitter, Sir N. N. Sircar প্রভৃতি উক্ত পদ প্রাপ্ত হন। স্বর্গীয় শিক্ষক প্যারীচরণ সরকারের পৌত্র মিঃ নৃপেন্দ্রনাথ সরকার উহা প্রাপ্ত হয়েন। এক্ষণে Sir N. N. Sircar Law Memberএর কার্য্য করিতেছেন।

পূর্ব্বেকার ব্যারিষ্টারের সহিত অধুনাতন ব্যারিষ্টারের তুলনা করিবার প্রয়োজন নাই। উমেশচন্দ্র আইনের গবেষণায়, কূট তর্কে, সাক্ষীর জেরা প্রভৃতি বিষয়ে অতুলনীয় ছিলেন। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে একবার লাট সাহেব Lord Dufferin কলিকাতা হাইকোর্টে আসিয়া চিফ জাষ্টিসের সহিত বসিয়া তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া বলিয়াছিলেন, "বিলাতের ব্যারিষ্টারগণের অপেক্ষা উমেশচন্দ্র কোন অংশে হীন নহেন।"

লর্ড ক্রসের পার্লামেণ্ট মহাসভার আইনে যখন এতদ্দেশীয় লাট সভা বিস্তৃতি প্রাপ্ত হয়, তখন উমেশচন্দ্র কলিকাতা ইউনিভারসিটী হইতে উহার প্রথম সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন।

১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে নাটোর মহারাজের মোকদ্দমা পাইয়া নাটোরে যান। উক্ত মোকদ্দমা হাইকোর্টে জষ্টিস নরিসের নিকট হয়। তিনি তথায় জয়লাভ করেন। তাহাতে তিনি লক্ষাধিক টাকা পরিশ্রমিক পান। তিনি ইংরেজ ব্যারিষ্টারের ন্যায় সমান ফিতে কার্য্য করিতে আরম্ভ করেন। পরে অন্যান্য দেশী কৌন্সলী তাঁহার পদানুসরণ করেন।

১৯০০ খৃষ্টাব্দে সিউবক্স বগলার পুত্রের Will Case তিনি চালান। তাহাতে তিনি একলা এবং অপর পক্ষে Woodroff, Jackson, Palit প্রভৃতি সকলেই ছিলেন। তিনি যে কৃতীত্বের সহিত ঐ মোকদ্দমা চালাইয়াছিলেন তাহা উল্লেখযোগ্য। তিনি স্বামী বিবেকানন্দকে তাঁহার পৈতৃক বিষয় পাইতে সাহায্য করেন কারণ তাঁহার জ্ঞাতিগণ তাঁহার বিরুদ্ধে High Court এ মোকদ্দমা করেন।

দশম অধ্যায়।

The dread of something after death,
The undiscover'd country, from whose bourne
No traveller returns, puzzles the will,

—*Hamlet.*

উমেশচন্দ্রের শেষ জীবন।

১৯০২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার শরীর অপটু হইলে তিনি কলিকাতা হাইকোর্টের লাভজনক পসার পরিত্যাগ করিয়া বিলাতে প্রিভি কাউন্সিলে ব্যারিষ্টারী করিতে যান। তথায় তাঁহার বিশেষ পসার প্রতিপত্তি লাভ হয়। তিনি Mr. Asquith (যিনি পরে Prime Minister হইয়াছিলেন) Lord Haldane, Mr. Issac (যিনি পরে Lord Reading হইয়াছিলেন। প্রভৃতি খ্যাতনামা ব্যবহারজীবগণকে পরাস্ত করিয়া নিজের প্রতিষ্ঠা স্থাপনা করেন, ইহা বাঙ্গালীর পক্ষে কম গৌরবের কথা নহে। তিনি মৃত্যুর সাত দিবস আগে পর্য্যন্ত Privy Councilএ মোকর্দ্দমায় বক্তৃতা করিয়াছিলেন। চক্ষুরোগে তাঁহার দৃষ্টিহানি হওয়ায় Privy Councilএর বিচারকগণ তাঁহাকে বসিয়া বক্তৃতা করিতে হুকুম দিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র Mr. K. W. Bonnerjee ব্যারিষ্টার তাঁহার কথামত নথি পত্র দেখাইতেন। সমুদয় ভারতবর্ষের হাইকোর্ট হইতে তিনি বিলাত আপিলের মোকদ্দমা পাইতেন।

১৯০৬ খৃষ্টাব্দে ২১শে জুলাই তারিখে Bright's Disease রোগে

লণ্ডনের নিকটস্থ Croydon সহরে নিজ ক্রীত বাটীতে তাঁহার প্রাণবায়ু নির্গত হয়। তাঁহার মৃতদেহ তাঁহার আদেশ মতে Crematorium যন্ত্রে দগ্ধ করা হয় এবং তাঁহার ভস্ম কৌটায় করিয়া Croydonস্থ Golden Greenএ প্রোথিত করিয়া তদুপরি প্রস্তরে নিম্নলিখিত কথাগুলি লিখিত হয় :—

Here lies Woomesh Chander Bonnerjee—a Hindu Brahmin who on his way to his native country fell a victim to Bright's disease.

উমেশচন্দ্রের মৃত্যুতে ভারতবর্ষের এক দিক্‌পালের মৃত্যু হইল। তাঁহার সময়ে বাঙ্গালা দেশ অনেকগুলি রত্ন প্রসব করিয়াছিল। তাঁহার সময় সুরেন্দ্রনাথ, গুরুদাস ও কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র দত্ত, মনোমোহন ও লালমোহন ঘোষ, আনন্দমোহন বসু, শিশিরকুমার ঘোষ, নরেন্দ্রনাথ সেন, টি, পালিত, রাসবিহারী ঘোষ প্রভৃতি এক সময় রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কার্য্য করিতেছিলেন। বাঙ্গালার সেদিন আর নাই। চিত্তরঞ্জন দাসের মৃত্যুর পর রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বাঙ্গালায় কোন জ্যোতিষ্ক আর নাই। বাঙ্গালীর সৃষ্ট কংগ্রেসে এক্ষণে বাঙ্গালীর স্থান নাই। ইহা অপেক্ষা আর আক্ষেপের বিষয় নাই!

১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার পত্নীর কাল হয়। তিনি কলিকাতা পার্ক ষ্ট্রীট ভবনে মৃত হয়েন। তাঁহার স্বামীভক্তি বিখ্যাত ছিল। তিনি একাদশীতে কিছুই আহার করিতেন না। বর্ত্তমান লেখকের সহিত কোন একাদশীতে কথাবার্ত্তা চলিতে থাকায় উক্ত কথা প্রকাশ পায়। তিনি ইংরেজের যত ভাল গুণ ও এদেশের স্ত্রীলোকগণের গুণ তিনি অনুকরণ করিতেন। বিলাতে মেমগণকে তিনি দেশী খাবার ও তরকারী তৈয়ার করাইয়া খাওয়াইতেন।

একাদশ অধ্যায়।

Let not thy left-hand know what thy right-hand does.

English Bible.

উমেশচন্দ্রের দানের একটী বিশেষত্ব ছিল যে, তিনি কাহাকেও জানিতে দিতেন না তিনি দান করিতেছেন। তিনি নিঃস্ব ব্যক্তিকে সাহায্য করিয়া বলিয়া দিতেন যে তিনি কাহাকেও তাঁহার নাম না বলেন। তিনি অনেক অভাবগ্রস্ত বিদ্যার্থীকে সাহায্য করিতেন, কিন্তু তাহা কেহ জানে না।

ওরিয়েণ্ট্যাল সেমিনারী ও উমেশচন্দ্র।

উমেশচন্দ্র বাল্যজীবনে হরেরাম গুরুমহাশয়ের পাঠশালা ত্যাগ করিয়া ওরিয়েণ্ট্যাল সেমিনারী নামক স্কুলে ভর্ত্তি হন। তিনি বিখ্যাত সাহিত্যিক চন্দ্রনাথ বসু এম, এ মহাশয়ের সহপাঠী ছিলেন। তিনি মনোযোগী ছাত্র ছিলেন না, বরং দুরন্ত বালক ছিলেন। কিন্তু বার্ষিক পরীক্ষার সময় তিনি সাধারণ পাঠে মনোযোগী ছাত্রগণকে পরীক্ষায় পরাজিত করিয়া প্রাইজ লইয়া যাইতেন। তিনি এরূপ মেধাবী ছিলেন যে পরীক্ষার পূর্ব্বে ৭।৮ দিন মাত্র পাঠ করিয়া সমুদয় আয়ত্তাধীন করিয়া লইতে পারিতেন। কিছু দিন পরে উমেশচন্দ্র হিন্দু কলেজে ভর্ত্তি হন। তথায় মহেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও Carnduff সাহেবের নিকট পাঠাভ্যাস করেন। এই Carnduff সাহেব High Courtএর Judge Justice Carnduffএর পিতা।

উক্ত ওরিয়েণ্ট্যাল সেমিনারী ৺গৌরমোহন আঢ্যের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত।

তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতা হরেকৃষ্ণ আঢ্য উক্ত স্কুল চালাইতেন। কিছুদিন পরে উক্ত স্কুলের বালক সংখ্যা বড় কমিয়া যায়, তখন এক কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির হস্তে আঢ্য মহাশয়েরা উহা প্রদান করেন। উহার সম্পাদক ছিলেন—বেচারাম চট্টোপাধ্যায়। ইনি প্রসন্নকুমার ঠাকুরের ষ্টেটের ম্যানেজার ছিলেন এবং তিনি প্রত্যহ দুই বেলা উক্ত স্কুল পরিদর্শন করিতে আসিতেন। উক্ত Managing Committeeতে মহারাজা নরেন্দ্রকৃষ্ণ বাহাদুর. W. C. Bonnerjee, অবিনাশচন্দ্র ঘোষ মহেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, অন্নুপচাঁদ মিত্র প্রভৃতি সভ্য ছিলেন। বেচারামবাবু এই সেমিনারীর সহিত এত সংশ্লিষ্ট ছিলেন যে উক্ত স্কুলকে বেচারাম বাবুর স্কুল বলিয়া সাধারণ লোকে জানিতেন। বেচারাম বাবু ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারী মাসে পরলোক গমন করেন। তিনি তাঁহার উইলে উক্ত সেমিনারী তাঁহার স্বকীয় সম্পত্তি বলিয়া উল্লেখ করেন এবং শ্রীনাথ চন্দ্রের পুত্র গোপীনাথ চন্দ্রকে Secretary নিযুক্ত করেন।

বেচারাম বাবুর পুত্রের নাম ব্রজগোপাল চট্টোপাধ্যায়। তিনি স্কুল চালাইতে সম্পূর্ণ অক্ষম ছিলেন। তিনি তাঁহার পিতার উইলের probate গ্রহণ করিয়া স্কুল দখল লইতে উদ্যত হন। তখন তদানীন্তন Secretary অপূর্ব্বকৃষ্ণ ঘোষ W. C. Bonnerjeeকে সমস্ত বিষয় অবগত করিলে মহামান্য হাইকোর্টে ব্রজগোপালের বিরুদ্ধে এক নালিশ রুজু করিয়া ব্রজগোপালকে দখল লইতে বিরত করিবার জন্য এক নিষেধাজ্ঞা (Injunction) প্রচার করেন। তজ্জন্য ব্রজগোপাল দখল লইতে পারেন নাই। উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ওরিয়েণ্ট্যাল সেমিনারী সাধারণ অর্থাৎ public স্কুল বলিয়া প্রচার করিবার জন্য উক্ত আদালতে এই নালিশ রুজু করেন যে উহা কোন ব্যক্তিগত সম্পত্তি নহে।

উক্ত বর্ণনা সমর্থনার্থ উমেশচন্দ্র বেচারাম বাবুর লিখিত একখানি পত্র

বাহির করিলেন উহা বেচারাম বাবু ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে লিখিয়াছিলেন। তাহাতে স্পষ্ট প্রতীয়মান ছিল যে ওরিয়েণ্ট্যাল সেমিনারী সাধারণ স্কুল, কোন ব্যক্তিগত স্কুল নহে। ব্রজবাবুর পক্ষে কৌন্সুলী Dunne সাহেব উহা দেখিয়া তাঁহাকে মিটাইতে বলিলেন। উমেশচন্দ্র দয়াপরবশ হইয়া বেচারাম বাবুর নিকট গচ্ছিত ২০,০০০ বিশ হাজার টাকা না লইয়া উক্ত বিদ্যালয় সাধারণ বিদ্যালয় বলিয়া আদালত হইতে প্রচার করাইয়া লইলেন। পরে তিনি উহা ১৮৬০ সালের ২১ আইন অনুসারে রেজিষ্টারী করিয়া লন। ১৯০২ সন পর্য্যন্ত উমেশচন্দ্র উক্ত স্কুলের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সভাপতি ছিলেন এবং তিনি প্রত্যেক সভায় উপস্থিত থাকিতেন। তাঁহার Alma materএর উপর এরূপ প্রগাঢ় ভক্তি ছিল যে উহার দিন দিন উন্নতিকল্পে তিনি সর্ব্বদা যত্নবান থাকিতেন। প্রাইজের সময় হাইকোর্ট হইতে ভাল ভাল বিচারপতিগণকে অনুরোধ করিয়া সভাপতি করাইতেন এবং স্বয়ং গুপ্তভাবে প্রাইজে সাহায্য করিতেন।

তাঁহার দানের এরূপ স্বভাব ছিল যে ডান হাত দান করিলে বাম হস্ত জানিতে পারিত না। তাঁহার সময় মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত উক্ত স্কুলের হেড মাষ্টার ছিলেন, পরে চন্দ্রভূষণ মৈত্র হেড মাষ্টার হন। শ্রীঅভয়াচরণ চট্টোপাধ্যায় যাঁহাকে সকলে অভয় পণ্ডিত বলিয়া জানিত—তিনি Superintendent ছিলেন। শ্রীবিধুবদন বন্দ্যোপাধ্যায় Assistant Superintendent ছিলেন। উমেশচন্দ্রের দ্বারা একটী পুরাতন স্কুল রক্ষিত হইয়াছিল, নতুবা উহা কাল কবলে পতিত হইত।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত ও উমেশচন্দ্র।

উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের পূর্ব্বে মাইকেল মধুসূদন দত্ত কলিকাতা হাইকোর্টের কৌন্সুলী হন। তিনি কিঞ্চিৎ অধিক বয়সে Bar join করেন। তিনি সাতটী ভাষা জানিতেন। তাঁহার মাতৃভাষার উপর

প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। তাঁহার অন্যান্য বিষয়ে মনোযোগ থাকায় আইন ব্যবসায়ে তত মনোযোগ দেন নাই। আইন সাধকের একাগ্র অনুরাগ প্রার্থনা করে, তাহা না দিলে উক্ত ব্যবসায়ে কেহ উন্নতি লাভ করিতে পারে না। মাইকেল হাইকোর্টে পসার প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারেন নাই, কিন্তু তাঁহার দৈনিক খরচ বড় কম ছিল না। তজ্জন্য তিনি প্রায়ই দেনাগ্রস্ত হইয়া পড়িতেন। কিন্তু তাঁহার দেনা শোধের সামর্থ্য ছিল না। প্রাতঃস্মরণীয় ব্যারিষ্টারপ্রবর মনোমোহন ঘোষ ও উমেশচন্দ্র সাহায্য না করিলে মাইকেলের সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করা দুঃসাধ্য হইত। যখন মাইকেল খৃষ্টীয় ১৮৭৩ অব্দে পীড়িত হন এবং যখন তাঁহার ইংরেজ পত্নী Sophia Henrietta Dutt পীড়িতা হন, তাঁহাদের চিকিৎসার জন্য মনোমোহন ও উমেশচন্দ্র অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন। মাইকেল জেনারেল Presidency Hospitalএ ২৯শে জুন তারিখে গতাসু হইবার পূর্ব্বে তাঁহার পুত্রকে উমেশচন্দ্র ও মনোমোহনের হস্তে সমর্পণ করিয়া যান এবং তাহার লালন পালন ও শিক্ষার ভার তাঁহারা লইয়াছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁহাদের আশ্বাস বাণী শুনিয়া মাইকেল কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়াছিলেন এবং শান্তভাবে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

উমেশচন্দ্র কেবল মাইকেলকে নহে, কলিকাতা Bar Libraryর দেশীয় ও বিদেশীয় ব্যারিষ্টার যখন যিনি তাঁহার নিকট অর্থ সাহায্য প্রার্থনা করিতেন, তাহাকেই অকাতরে দান করিতেন এবং বলিতেন 'Pay able when able' পাছে তাহারা দান গ্রহণ করিতেছে মনে করিয়া তাহাদের আত্মসম্মান ক্ষুণ্ণ হয়।

পরীক্ষার ফি দিতে পারিতেছে না বলিয়া যে ছাত্র তাঁহাকে ধরিত তাঁহার বেবাক টাকা দিয়া বলিতেন, "অন্য কাহারও নিকট যাইবার দরকার নাই, আমিই সমস্ত দিতেছি" এবং তাহাকে স্পষ্ট করিয়া বলিতেন

যে W. C. Bonnerjee দান করিয়াছে ইহা কাহাকেও বলিও না। British Parliamentary Congress Committee রক্ষণার্থ তিনি বৎসর ২ যে কত টাকা দিয়াছিলেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। India নামক সাপ্তাহিক ইংরাজী কাগজের চাঁদা হইতে যে টাকা উঠিত তাহাতে উক্ত Congress Committeeর খরচা বিলাতে চলিত না। যে টাকা কম পড়িত W. C. Bonnerjee মহাশয় তাহা অকাতরে দিতেন, কিন্তু কখন কাহাকেও বলিতেন না যে তিনি এত টাকা দিতেছেন। ফলে এই হইল যে ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যুর পর উক্ত Congress Committee বিলাতে যাহা ছিল তাহা উঠিয়া গেল। উক্ত Congress Committeeর সভ্য ছিলেন Charles Bradlaugh, W. S. Caine, George Yule, Sir William Wedderburn প্রভৃতি মনীষিগণ। Charles Bradlaugh সাহেবের চেষ্টায় Cashmere রাজ তাহার রাজত্ব ফেরত পান। Lord Dufferin annex করিয়া লইতে সচেষ্ট ছিলেন, কিন্তু Parliament আন্দোলন হওয়ায় এবং Warren Hastingsএর কথা মনে পড়ায় তিনি তাহা করেন নাই। শাসন সংস্কার যাহা এখন আমরা দেখিতেছি তাহা উমেশচন্দ্র প্রভৃতি কংগ্রেসের প্রবর্ত্তকগণের আন্দোলনের ফল। Allan Octavian Hume সাহেবের নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি সরকারী চাকরী ছাড়িয়া ভারতবাসীগণের মঙ্গলের চেষ্টায় যত্নবান ছিলেন।

ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে উমেশচন্দ্রের মাতৃভক্তি প্রগাঢ় ছিল। যদিও তিনি প্রকাশ্য সাহেবিয়ানা দেখাইতেন, তিনি অন্তরে অন্তরে যথার্থ হিন্দু ছিলেন। এই কারণে স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তাঁহাকে যথেষ্ট স্নেহ করিতেন। ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ও তাঁহাকে আন্তরিক শ্রদ্ধা করিতেন।

দ্বাদশ অধ্যায়।

Do unto others as you wish to be done by—

English Bible.

উমেশচন্দ্র ও বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা ও তাঁহার মাতৃশ্রাদ্ধ।

১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে যখন বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা (কংগ্রেসের আন্দোলনের ফলে) Secretary of State Lord Cross দ্বারা সংস্কৃত হইয়াছিল, তখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্যগণ একজন সদস্য নির্ব্বাচিত করিতে পারিবেন এই ক্ষমতা প্রাপ্ত হন। তাহাতে Mr. N. N. Ghose প্রমুখ সদস্যগণের অনুরোধে উমেশচন্দ্র মনোনীত হইবার জন্য প্রার্থী হন, এবং রায় বাহাদুর রাজকুমার সর্ব্বাধিকারী প্রতিদ্বন্দী নির্ব্বাচন প্রার্থী হইয়াছিলেন। নির্ব্বাচন দিনে ভূদেব মুখোপাধ্যায়, উমেশচন্দ্র সদস্য হইবার সর্ব্বাংশে উপযুক্ত এই প্রস্তাব কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সভায় উপস্থিত করেন। আর মহারাজা স্যার নরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর K. C. I. E, রাজকুমার সর্ব্বাধিকারীর পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন। ফলে উমেশচন্দ্র সর্ব্বোচ্চ সম্মতিসূচক ভোটে সদস্য মনোনীত হন। তদানীন্তন খবরের কাগজে উমেশচন্দ্রকে দৈত্য (Giant) ও বাবু রাজকুমারকে বামন (Dwarf) রূপে আঁকিয়া জনসাধারণকে উভয়ের মধ্যে কি পার্থক্য তাহা বুঝান হইয়াছিল। তিনি elected member ছিলেন এবং Mr. R. C. Dutt I. C. S. (রমেশচন্দ্র দত্ত) গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক মনোনীত সদস্য

ছি:লন। রমেশবাবু বলেন—"উমেশচন্দ্র প্রত্যেক মন্ত্রণাসভায় দেশের কল্যাণার্থ অনেক প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন. এবং এক বিষয়ে তিনি বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেক উপকার সাধন করেন।

ইংরাজী ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে মে মাসে অর্থাৎ ১২৯৯ সনে জ্যৈষ্ঠ মাসে উমেশচন্দ্রের মাতা ঠাকুরাণী সরস্বতী দেবী পুণ্য বারাণসীধামে ইহলোক ত্যাগ করেন। তাঁহার মৃত্যুর ২।৩ দিন পূর্ব্বে তিনি পুত্রের ব্যয়ে তুলাদণ্ডে ওজন হইয়া তৎপরিমাণ স্বর্ণ রৌপাদি ধাতু ব্রাহ্মণ সজ্জনদিগকে স্বহস্তে বিতরণ করেন। তুলা পুরুষ মহাদান অর্থাৎ (চলিত ভাষায়) তুলট একটী মহৎ ক্রিয়া। প্রাচীন কাল হইতে রাজা মহারাজা বড় বড় জমিদার ভুঁইয়া প্রভৃতিগণ এরূপ মহাদান করিয়া আসিতেছেন। উমেশচন্দ্র তাঁহার মাতার কোন ইচ্ছা অপূর্ণ রাখেন নাই। তিনি মাতাকে বৃক্ষ-প্রতিষ্ঠা, পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি করাইয়াছিলেন এবং তাঁহারই অনুরোধে স্বীয় ভদ্রাসনে পণ্ডিত উদ্ধবচন্দ্র ভাগবৎশাস্ত্রী মহাশয়ের দ্বারা প্রায় এক বৎসর ধরিয়া মহাভারত পাঠ ও ব্যাখ্যা করাইয়াছিলেন। পুণ্যক্ষেত্র বারাণসীর সোণারপুরাস্থিত তাঁহার বাটিতে ব্রাহ্মণ ভোজন সমাপ্ত হইয়া গিয়াছে এরূপ সময় হঠাৎ সরস্বতী দেবীর হৃৎক্রিয়া বন্ধ হইয়া মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র সত্যধন বন্দ্যোপাধ্যায় উপস্থিত থাকিয়া মুখাগ্নি করেন। তিনি সিমুলিয়া ৬৯ নং বলরাম দে ষ্ট্রীটের বাটিতে আদ্যশ্রাদ্ধ করেন। উক্ত আদ্যশ্রাদ্ধ মহাদানসাগর রূপ ধারণ করিয়াছিল, এবং উহাতে প্রায় ২০,০০০৲ বিশ হাজার টাকা ব্যয়িত হইয়াছিল। শ্রাদ্ধবাসরে দ্রাবিড়, উৎকল, কাশী প্রভৃতি স্থান হইতে ব্রাহ্মণগণ নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। উক্ত ক্রিয়ার অধ্যক্ষ ছিলেন মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন C. I. E। উক্ত কার্য্যে সর্ব্বোচ্চ বিদায় ছিল ১৬৪৲ টাকা ও পাথেয়। সর্ব্বসমেত ৮০০ আট শত ব্রাহ্মণ বিদায় হইয়াছিল। এরূপ জাঁক জমকের শ্রাদ্ধ

কলিকাতা মহানগরীতে অনেক দিন হয় নাই। সভারোহণ দিনে কলিকাতা ও তন্নিকটস্থ স্থানের তদানীন্তন যাবতীয় গণ্য মান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন, যথা মহারাজা স্যার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর K. C. S. I, রাজা সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর, কাশীমবাজারের মহারাজার প্রতিনিধি, পুঁটিয়া মহারাজার প্রতিনিধি, দ্বারবঙ্গ মহারাজার প্রতিনিধি, বর্দ্ধমান মহারাজার প্রতিনিধি, মহারাজ নরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর, K. C. I. E, রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর, কুমার শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর, রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়, C. S. I, স্যার রাসবিহারী ঘোষ, রমানাথ ঘোষ, ত্রৈলোক্যনাথ ঘোষ, গুরুপ্রসন্ন ঘোষ, স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, স্যার চন্দ্রমাধব ঘোষ, উমাকালী মুখোপাধ্যায়, গঙ্গাধর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন। তদানীন্তন যাবতীয় পণ্ডিতমণ্ডলী, যথা—মধুসূদন স্মৃতিরত্ন, চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার, পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি সকলেই উপস্থিত ছিলেন। ৫০০০৲ পাঁচ হাজার ভিখারী বিদায় হয়। ভিখারীদিগকে প্রত্যেক পূর্ণবয়স্ককে ॥০ ও ছোট বালক বালিকাকে ।৹ দেওয়া হয়। ৭ দিন ভোজ চলিয়াছিল।

উক্ত মহাদানসাগর শ্রাদ্ধে ভূমিদান, হাতী, অশ্ব প্রভৃতি বিতরণ হইয়াছিল। কেবল "দীয়তাম্ ভুজ্যতাম্" এই শব্দ উত্থিত হইয়াছিল। একজন ভাট উক্ত শ্রাদ্ধে এক প্রকাণ্ড বগ্‌লী করিয়া জামার মধ্যে সন্দেশ প্রভৃতি মিষ্টান্ন লুকাইতেছিল। জনৈক পরিবেশক তাহা সত্যধনবাবুর দৃষ্টিগোচর করেন, তাহাতে তিনি বলিলেন "উহাকে অধিক করিয়া সন্দেশ দাও, যত পারে তুলুক, তাহাতে আমাদের ভাণ্ডার ফুরাইবে না—উহার অভাব, সেই জন্য তুলিতেছে—উহাকে অধিক করিয়া দাও।" এরূপ শ্রাদ্ধ ইদানীং দেখা যায় না। উমেশচন্দ্রের মাতৃভক্তি প্রগাঢ় ছিল বলিয়াই তিনি এরূপ শ্রাদ্ধের খরচ বহন করিয়াছিলেন। তিনি স্বয়ং যে পিণ্ডদান করিতে পারেন নাই তজ্জন্য তিনি অহর্নিশি অশ্রুপাত করিতেন।

তিনি তাঁহার খুল্লতাতগণের শ্রাদ্ধে যথেষ্ট অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন। তাঁহার খুল্লতাত বটুবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়ের ১০,০০০ দশ হাজার টাকা ঋণ রাখিয়া মৃত হন। তিনি সমুদয় দেনা শোধ করিয়া তাঁহার ভদ্রাসন বন্ধক দায় হইতে মুক্ত করেন। তাঁহার অপর খুল্লতাত ভৈরবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার নিকট ১০,০০০ টাকা হ্যাণ্ডনোটে কর্জ্জ করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর উক্ত হ্যাণ্ডনোট তিনি স্বহস্তে ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। তাঁহার মাতুল আলয় ৫০০০ হাজার টাকায় বন্ধক দায়ে আবদ্ধ ছিল। মাতৃ আদেশে তিনি ঋণ শোধ করিয়া রেহাণ হইতে মুক্ত করেন। এই সকল দান অতি গোপনীয় ছিল। তাঁহার মত ছিল "Let not thy right hand know, what thy left hand does."

ত্রিবেণীর দুর্গাচরণ ভট্টাচার্য্য উমেশচন্দ্রের বিশেষ বন্ধু ছিলেন। তিনি ই, আই, রেলওয়ে জামালপুরে একটী বিশিষ্ট কর্ম্মচারী ছিলেন। তিনি অল্প বয়সে পরলোক গমন করেন। ত্রিবেণী তাঁহার মাতুলালয় বলিয়া তিনি সেখান হইতে যাঁহারা কলিকাতায় আসিতেন তাঁহাদের তাহার সিমলা বাড়ীতে আশ্রয় দিতেন। তাহার মত উদারচেতা, মহানুভব ব্যক্তি অতি বিরল।

তিনি বহুবাজারের জনৈক গৃহস্থের ভদ্রাসন বন্ধক রাখিয়া ১০,০০০৲ দশ হাজার টাকা কর্জ্জ দেন। উক্ত গৃহস্থ মৃত হইলে তাহার বিধবা পত্নী তাহার দুরবস্থা জানাইলে তিনি বিনা অর্থে বন্ধকী সম্পত্তির মুক্তিপত্র সহি সম্পাদন রেজিষ্টারী করিয়া দেন।

———০———

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

Woman's cause is man's, they rise or sink
Together, dwarfed or godlike, bond or free,

Tennyson.

উমেশচন্দ্রের সহধর্ম্মিণী।

বহুবাজারনিবাসী ৺নীলমণি মতিলালের কন্যা হেমাঙ্গিনী দেবী উমেশচন্দ্রের সহধর্ম্মিণী ছিলেন। উমেশচন্দ্রের যখন ১৫ বৎসর মাত্র বয়স এবং হেমাঙ্গিনীর ১০ বৎসর বয়স তখন তাঁহাদের আনুষ্ঠানিক হিন্দু মতে বিবাহ হয়। উমেশচন্দ্রের সহোদরা মোক্ষদা দেবী "বনপ্রসূন" "সফল স্বপ্ন" "কল্যাণ-প্রদীপ" এই গ্রন্থত্রয়ের রচয়িত্রী। এই বিদুষী রমণী তাঁহার ১৩৩৫ সালে লিখিত "কল্যাণ-প্রদীপে"র ১২২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, "৺হেমাঙ্গিনীর অর্থাৎ উমেশচন্দ্রের সহধর্ম্মিণীর গুণের কথা লিখিতে গেলে স্বতন্ত্র পুঁথির প্রয়োজন। আমরা দুইজনেই সমবয়সী, ১০।১১ বৎসর বয়সে আমাদের দু'জনার পালটি ঘরে বিবাহ হয়। আমার প্রায় ৭০ বৎসরের স্মৃতিতে হেমাঙ্গিনী জড়িত। আমি বিবাহের পর প্রথম বউ হইয়া হেমাঙ্গিনীর পিত্রালয়ে যাই। তাঁহার পিতা বৌবাজারের সুবিখ্যাত ৺নীলমণি মতিলাল। তিনি আমার স্বামীর বড় মামা তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। আমার বিবাহের পর আমার দাদার বিবাহ হয়। হেমাঙ্গিনী বৌ হইয়া আমার পিতা হাইকোর্টের বিখ্যাত এটর্ণি গিরীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সিমলার বাটীতে উঠেন। আমাদের ঘনিষ্ঠতা এত নিকট আমাদের দুইজনার ভিতর প্রণয় এত গাঢ় ও মধুর যে, ননদে ভাজে এমনটী প্রায় দেখা যায় না। তাই ইচ্ছা আছে এই

পুস্তকে তাঁর ও আমার দাদার ছবি দুইখানি দিব। তাঁদের দুইজনের জীবনী লিখিবার সাধ থাকিলেও আমার সাধ্য নাই। আশা করি আমাদের সন্তানসন্ততিদের ভিতর কেহ না কেহ উহা লিখিতে সাহসী হইবে।

"আমার দাদা যে ব্যারিষ্টারীতে শীর্ষস্থান অধিকার করিতে পারিয়াছিলেন, তিনি যে কংগ্রেসের একজন প্রধান স্রষ্টা ও উহার প্রথম ও অষ্টম প্রেসিডেণ্ট হইতে পারিয়াছিলেন, এ সমস্তই আমার বিশ্বাস আমার ভাজের স্বামীভক্তির গুণে, ত্যাগ স্বীকারের বলে। আমার দাদার জীবনী কেহ না কেহ অবশ্যই লিখিবেন। তিনি কেবল বাংলা দেশের নহে, সমগ্র ভারতের। তাঁহার জীবনী লেখা না হইলে আমাদের জাতীয় ইতিহাস অসম্পূর্ণ রহিয়া যাইবে। যে মহাত্মাই সেই কার্য্যে ব্রতী হউন তিনি যেন সেই সঙ্গে তাঁহার পত্নী হেমাঙ্গিনীকে না ভুলেন।" মোক্ষদা দেবী অশীতি বৎসর বয়ঃক্রমে (১৯২৯ সালের) জুন মাসে পরলোক গমন করেন।

উমেশচন্দ্র বিলাত যাইবার পূর্ব্বে বিবাহ করিয়াছিলেন। তিনি বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া তাঁহার পত্নীকে ইংরাজী ধরণে লেখাপড়া শেখান এবং বিলাতে অর্থাৎ Croydonএ বাটী কিনিয়া তথায় রাখিতেন। উমেশচন্দ্র বৎসরের সাড়ে তিন মাস অর্থাৎ অগষ্ট মাস হইতে নবেম্বর মাসের অর্দ্ধেক পর্য্যন্ত বিলাতে থাকিতেন। হেমাঙ্গিনী পরের দুঃখে কাতর হইতেন। যখন উমেশচন্দ্র জন্মস্থান খিদিরপুর সোনাইতে বৃহৎ অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতেন, হেমাঙ্গিনী দুপুর বেলা গাড়ি চড়িয়া তাঁহার বাটীর পার্শ্বস্থিত দরিদ্র পরিবারবর্গের বাটী যাইয়া তাহাদের সংসারে চাল, ডাল, তৈল, বস্ত্র, ইন্ধন প্রভৃতি যাহার যাহা অকুলান পড়িত তাহাকে তাহা বিতরণ করিতেন। তাহারা তাঁহাকে অন্নপূর্ণা বলিয়া ডাকিত। তাঁহারও গুপ্ত দান অনেক ছিল। তিনি তাঁহার স্বামীর মৃত্যুর পর পাথুরিয়াঘাটা Strand Roadস্থিত Mayo Hospitalএ "উমেশচন্দ্র

হেমাঙ্গিনী ward" নাম দিয়া ব্যাধিগ্রস্ত হিন্দু রমণীগণের চিকিৎসার্থ ১৫টী Bedএর খরচা জমা দিয়া তাহাদের চিকিৎসার সুবন্দোবস্ত করিয়া গিয়াছেন। তিনি বিশেষ করিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন যে, হিন্দু রমণী ব্যতীত অপর কোন জাতীয় রমণী উক্ত ওয়ার্ডে চিকিৎসিত হইবে না। যে দিবস উক্ত ওয়ার্ডের দ্বার উদ্‌ঘাটন হইয়াছিল, সেদিন হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি Sir Lawrence Hugh Jenkins সাহেব সভাপতি ছিলেন। তিনি এক ওজস্বিনী বক্তৃতায় উমেশচন্দ্রের স্বদেশপ্রেম, কর্ম্মশক্তি ও বাগ্মিতার যথাযথ সুখ্যাতি করেন। হেমাঙ্গিনী দেবী বিলাতে বাস করিয়া ইংরাজী ভাষায় বিশেষ পারদর্শী হইয়াছিলেন। তিনি তথায় Christian lady missionaryগণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা দ্বারা খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মে বিশেষরূপ আকৃষ্টা হন এবং নিজের মনোভাব জানাইয়া স্বামীকে এক পত্র লিখেন। তাহাতে উমেশচন্দ্র অত্যাশ্চর্য্য religious toterationএর দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, "তোমার ধর্ম্ম বিশ্বাসে আমি হস্তক্ষেপ করিতে চাই না। যদ্যপি তুমি যথার্থই খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মে আকৃষ্টা হইয়া থাক, তুমি উক্ত ধর্ম্ম অবলম্বন করিতে পার, কিন্তু আমার উক্ত ধর্ম্মে বিশ্বাস নাই। আমি আমার পৈতৃক ধর্ম্ম ছাড়িব না। আমি জানি, হিন্দু সমাজে আমার স্থান অতি সংকীর্ণ, তথাপি আমার পিতা পিতামহের ধর্ম্ম—যাহাতে তাঁহারা আশ্বাস পাইয়া প্রাণবায়ু ত্যাগ করিয়াছেন, উহা আমি ত্যাগ করিতে প্রস্তুত নই।" তদনুসারে তাঁহার পত্নী খৃষ্টীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন, কিন্তু তিনি যে হিন্দু সেই হিন্দুই রহিলেন। তিনি পরোপকারই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বলিয়াই জানিতেন। তাঁহার স্বজন-প্রীতি, স্বদেশানুরাগ, মাতৃভক্তি, ভ্রাতৃস্নেহ, ভগ্নীস্নেহ, স্বজন-প্রতিপালন প্রভৃতি সকল গুণই 'স্ব' হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল। তাঁহার 'স্ব' এর গণ্ডী অতিশয় ব্যাপক ছিল। তিনি চাকরবাকর প্রভৃতির উপর অতিশয় দয়ালু ছিলেন। তিনি

বলিতেন, "আমার চাকর কষ্ট পাইবে তাহা হইবে না।" সমাজের ধর্ম্ম, নিজের দেশ, নিজের পৈতৃক ভিটা, নিজের পৈতৃক ঠাকুর, নিজের ভাইবোন নিকট আত্মীয় স্বজন ও দূর সম্পর্কের আত্মীয় স্বজন প্রভৃতির উপর তাঁহার আন্তরিক স্নেহ ছিল—সেরূপ স্নেহ সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না।

উমেশচন্দ্র তাঁহার পুত্র এবং কন্যাগণকে সমান চক্ষে দেখিতেন। তিনি তাহাদিগকে সমভাবে ইংলণ্ডে উচ্চ শিক্ষা দিয়াছিলেন এবং তাঁহার উইলের দ্বারা সকলকেই সমভাবে দান (legacy) করিয়া যান।

উমেশচন্দ্র হিন্দু পরিবারে বিবাহে পণ প্রথার সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন। তিনি বিবাহে পণের জন্য কেহ অধিক সাহায্য প্রার্থনা করিলে কিছুই সাহায্য করিতেন না কিন্তু পিতৃ মাতৃ শ্রাদ্ধ জানাইলে তিনি মুক্তহস্তে সাহায্য করিতেন।

তিনি অহিংসা ও পরোপকার পরম ধর্ম্ম বলিয়া জানিতেন। তিনি হিন্দু যৌথ পরিবারের সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন কারণ ইহা হইতে যত মামলা মকদ্দমার সৃষ্টি হয়। তিনি তাঁহার পূর্ব্বপুরুষের অর্থাৎ পীতাম্বর ও গিরিশ-চন্দ্রের ন্যায় দাতা, মহানুভব, আশ্রিতবৎসল, সত্যপ্রিয়, বিদ্যোৎসাহী ও পরোপকারী ছিলেন।

—০—

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

When pain and anguish wring the brow,
A ministering angel thou—

Scott's Marmion.

উমেশচন্দ্রের সহোদর ও সহোদরাগণ।

উমেশচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ সহোদর কৈলাসচন্দ্র ৩।৪ বৎসর বয়ঃক্রমে পরলোক গমন করেন। তাঁহার ডাকনাম ছিল তুতো উমেশের নাম "মুতো" অর্থাৎ "মতি"। তাঁহার পিতামাতা তাঁহাকে মতি বলিয়া ডাকিতেন।

উমেশচন্দ্রের কনিষ্ঠের নাম "সত্যধন", তাঁহার ডাকনাম ছিল "ধন"। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, ইনি সংস্কৃত কলেজের অতি নিম্নশ্রেণী হইতে আরম্ভ করিয়া সেখান হইতেই এম, এ, পাশ করিয়া "বিদ্যাভূষণ" উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

উমেশচন্দ্রের চারি সহোদরা ছিলেন। (১) মোক্ষদা, (২) সুখদা, (৩) পতিতপাবনী ও (৪) রাজলক্ষ্মী। তাঁহার এক বৈমাত্রেয় ভগ্নী ছিল, তাঁহার নাম গঙ্গা। ভগ্নী হিসাবে তিনি তৃতীয়া। উমেশচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ ভগ্নী মোক্ষদা একজন বিদুষী নারী ছিলেন। ১৮৮২ খ্রীঃ অব্দে যখন কবি হেমচন্দ্র বঙ্গনারীকে নিন্দা করিয়া কবিতা লিখেন, মোক্ষদা দেবীই সর্ব্বপ্রথমে তাহার পাল্টা জবাব দেন। তাহা তাঁহার "বনপ্রসূন" নামক কবিতার লিপিবদ্ধ আছে। ইনি ভাগলপুরের সরকারী উকীল ৺শশীভূষণ মুখোপাধ্যায়ের সহধর্ম্মিনী।

মোক্ষদা দেবী তাঁহার "কল্যাণ-প্রদীপে"র ১৩৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—

"১৮৯০ খ্রীঃ অব্দে পূজার বন্ধের পূর্ব্বেই কলিকাতায় আমার দাদার (W. C. Bonnerjee) খুব ব্যায়রাম হয়। আমার ভাজ শ্রীমতী হেমাঙ্গিনী তাঁর ছেলেমেয়েদের লইয়া তখন বিলাতে। সেখানে ঐ সময়ে তাঁর বার বৎসরের ছেলে, কিটী (সরলকৃষ্ণ) হঠাৎ মারা পড়াতে আমার দাদার অসুখ আরও বৃদ্ধি পায়। তাঁর শুশ্রূষার জন্য আমাকে ভাগলপুর ছাড়িয়া প্রায় ছয় মাস কলিকাতায় থাকিতে হয়।

আমার দাদা ১৮৯১ সালের মার্চ্চ মাসে সুস্থ হইয়া উঠিলে আমি ভাগলপুরে ফিরিয়া যাই।"

* * *

মোক্ষদা দেবী উক্ত পুস্তকের ১৮০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন :—

"আমার দাদা ১৯০২এর এপ্রিল হইতে বিলাতে, তথায় পার্লামেন্টের সভ্য হইবেন আর প্রিভিকাউন্সিলে প্রাক্টিস্ করিবেন বলিয়া একরূপ দেশত্যাগী হইয়াছিলেন।

আমার ছোট ভাই সত্যধন বিপত্নীক হইয়া বহুদিন যাবৎ রোগে ভুগিয়াছিলেন। তিনি তিনটী কন্যা রাখিয়া ১৯০২ সালের অক্টোবরে মারা যান।"

* * *

উক্ত পুস্তকের ১৮৯ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে :—

"১৯০৮ খৃষ্টাব্দে অক্টোবর মাসে Croydonএর বাটী বিক্রয় করিয়া বিলাতের পাট একরূপ তুলিয়া দিয়া তাঁর অবিবাহিত মধ্যমা ও কনিষ্ঠা কন্যাদ্বয়কে সঙ্গে করিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন।"

মোক্ষদা দেবীর দুই পুত্র—(১) ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (২) শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় যিনি S. C. Mukherjee & Co. নামক attorney-officeএর প্রধান অংশীদার। অপর অংশীদার এটর্ণি শ্রীযুক্ত দেবেশ্বর মুখোপাধ্যায়—উমেশচন্দ্রের মধ্যমা ভগ্নীর পুত্র।

দেবেশ্বরের দুই সহোদর, জ্যেষ্ঠ বিশ্বেশ্বর ও মধ্যম শ্রীভুবনেশ্বর। সম্প্রতি ৭।১০।৩৪ তারিখে বিশ্বেশ্বরের মৃত্যু হইয়াছে।

উমেশচন্দ্রের চতুর্থী ভগ্নীর এক পুত্র শ্রীমান্ জ্যোতিঃপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ও ছয় কন্যা। ইনি মেদিনীপুরে এক্ষণে আলীপুরে ওকালতি করেন। তাঁহার পিতা ৺সারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় মেদিনীপুরের বিখ্যাত উকিল ছিলেন।

উমেশচন্দ্রের জ্ঞাতি ভ্রাতা ৺ভুবনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মেদিনীপুরের সরকারি উকিল ছিলেন।

উমেশচন্দ্রের তৃতীয়া (বৈমাত্রেয়) ভগ্নীর পুত্র ছিল না, কিন্তু তাঁহার গর্ভে এক কন্যা জন্মগ্রহণ করে। তাঁহার চুঁচুড়ার Public prosecutor শ্রীযুক্ত ত্রৈলক্যনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের সহিত বিবাহ হয়। ইহারই পুত্র শ্রীমান্ সনৎকুমার গঙ্গোপাধ্যায় District & Sessions Judge ইনি নূতন নিয়মে উকিল হইতে জেলা জজ হইয়াছেন।

উমেশচন্দ্রের কনিষ্ঠা ভগ্নী রাজলক্ষ্মী পুত্রহীনা। সুবিখ্যাত Florist মৃত S. P. Chatterjee মহাশয়ের কনিষ্ঠ সহোদর শ্রীযুক্ত কালীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের সহিত ইহার বিবাহ হয়।

মোক্ষদা দেবীর জ্যেষ্ঠ কন্যা বিনোদিনীর গর্ভে Captain কল্যাণকুমার মুখার্জ্জি I. M. S. জন্মগ্রহণ করেন। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে ১৮ই মার্চ্চ তারিখে দারুণ মহামারী রোগে আক্রান্ত হইয়া মেসোপোটমিয়ায় কুতেল আমারার যুদ্ধে সৈন্যদলের অধিনায়ক জেনেরার সার জে, ই, নিক্সন K. C. B.র অধীনে অবিশ্রান্ত গোলাবর্ষণের মধ্য হইতে আহত সৈনিকদিগের উদ্ধারকল্পে উদ্যম ও কর্ত্তব্য-পরায়ণতার পরিচয় প্রদান করিয়া প্রাণত্যাগ করেন। "কল্যাণকুমার ১১ বৎসর বয়সে পিতৃহীন হইয়া নিজের মনের দৃঢ়তায়, যত্ন ও পরিশ্রমে লেখাপড়া শিখিয়া এখানে সকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া—

নিজের উদ্যম ও চেষ্টায় বিলাত গিয়া—সেখানে সংযতভাবে থাকিয়া এডিনবরা ও কেমব্রিজ এই দুই বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত যথাযথ ডিগ্রী পাইয়া—সুকঠিন ইণ্ডিয়ান মেডিকেল সার্ভিসে ঢুকিয়া—ক্যাপ্টেনের বড় পদ পাইয়া—বীরত্বের সহিত যুদ্ধক্ষেত্রে আপন প্রাণকে তুচ্ছ জ্ঞানে কর্ত্তব্য পালন করিয়া এবং সেই কাজে গৌরবান্বিত হইয়া ৩৪ বৎসর ৬ মাস বয়সে জ্বরবিকার রোগে প্রাণ হারাইল।" এই কথাগুলি তাঁহার অশীতি বৎসরের বৃদ্ধা দিদিমা তাঁহার দৌহিত্রের জীবনী "কল্যাণ প্রদীপে" লিখিয়াছেন।

মোক্ষদা দেবী কল্যাণ প্রদীপের ১৪৭ পৃঃ লিখিয়াছেন,—"১৮৮৬ খ্রীঃ অঃ আমার স্বামীর ক্রমান্বয়ে অনেকবার জ্বর হওয়ায় ডাক্তারদের পরামর্শে তাঁহাকে লইয়া আমাদের ৬ মাস কাল দার্জ্জিলিঙ্গে থাকিতে হয়। তারপর পূজার ছুটিতে আমার দাদা (W. C. Bonnerjee) ও ভাজ (হেমাঙ্গিনী দেবী) তাঁহাদের সপরিবারে আমাদের সঙ্গে দার্জ্জিলিঙ্গে এক বাড়ীতে আসিয়া থাকেন। রেলগাড়ীতে উমেশচন্দ্রের সহিত বালক কল্যাণের দেখা হওয়ায় সে তাঁহাকে প্রশ্ন করিল :—"আচ্ছা, আপনি কি করে বড়মাদের বাড়ীটা চিন্‌বেন, আপনি ত সে বাড়ী দেখেন নি ?" তাহাতে আমার দাদা উত্তর দেন—"তুমি ত চেন, তুমি আমাদের চিনিয়ে নিয়ে যাবে তাইত তোমায় সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি।" তার পরদিন দার্জ্জিলিঙ্গে ট্রেণ ১টার সময় পৌঁছিল। আমার দাদা ও ভাজ তাঁদের তিন ছেলে, দুই মেয়ে, ইংরাজী নার্স সঙ্গে, চাকর বাকর লইয়া নামিলেন। দার্জ্জিলিঙ্গে দীর্ঘ তিন মাসের মধ্যে এক বাড়ীতে ৪টী ছেলে ২টী মেয়ে একসঙ্গে খেলাধূলা করিত কিন্তু একদিনও ঝগ্‌ড়া বিবাদ মারামারি হয় নাই। আমার ভাইপো, ভাইঝিদের সাহেবি কেতা, তাদের ইংরাজী কথাবার্ত্তা, ধরণ-ধারণে কল্যাণ খুবই লক্ষ্য রাখিত।"

মোক্ষদা দেবী তাঁহার কল্যাণ-প্রদীপের ১২ পৃঃ লিখিয়াছেন,—"১৮৬৪ খৃঃ অঃ বিখ্যাত কার্ত্তিকের ঝড়ের পরেই উমেশচন্দ্র ব্যারিষ্টার হইবার জন্য লুকাইয়া বিলাত যাত্রা করেন। ১৮৬৮ খ্রীঃ উমেশচন্দ্র দেশে প্রত্যাগমন করিয়া হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারী করিতে আরম্ভ করেন। সেই বৎসর তাঁহার পিতা গিরিশচন্দ্র পরলোক গমন করেন। তখনই উমেশচন্দ্রের ব্যারিষ্টারীতে সুখ্যাতি কলিকাতার ঘরে ঘরে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। তাঁহার কনিষ্ঠ ৺সত্যধন বন্দ্যোপাধ্যায় একজন বিখ্যাত এটর্ণি হইয়াছিলেন।"

বৌবাজারের স্বনামধন্য ধনকুবের শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ মতিলালের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত নীলমণি মতিলালের কন্যা হেমাঙ্গিনীর সহিত আমার দাদা উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিবাহ হয়। শ্রীযুক্ত নীলমণি মতিলাল নিজ বিদ্যা ও অর্থের বলে বড় বড় সাহেবদের সুপরিচিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। উঁহার খুব অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন, স্বনামধন্য ৺প্রসন্নকুমার ঠাকুর। তাই উমেশচন্দ্রের শ্বশুরবাটীতে সাহেবীআনা, মদ্য, মাংস আহার করা বেশই চলিয়া উঠিয়াছিল।"

উমেশচন্দ্র ১৮৬৮ হইতে ১৯০২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কলিকাতা হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারী করেন। পরে ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে মে মাসে তিনি বিলাতে Privy Councilএ পসার প্রাপ্ত হন। তিনি তথায় সুখ্যাতির সহিত কার্য্য করিয়াছিলেন। Lord Haldane, Lord Reading প্রভৃতি বিখ্যাত ইংরেজ কৌন্সলি আইনের তর্কে তাঁহার নিকট পরাভূত হইত।

তিনি ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে ডিসেম্বর তারিখে সোনাই খিদিরপুরে জন্মগ্রহণ করিয়া ইংলণ্ড Croydonএ ২২শে জুলাই ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে মানবলীলা সম্বরণ করেন।

তিনি ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে প্রথম অস্থায়ী Standing Counselএর কার্য্য

প্রাপ্ত হন। তিনি ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত চারিবার Standing Counselএর কার্য্য করিয়াছিলেন।

অনেকে বলেন তিনি Advocate Generalএর পদ না পাওয়ায় Congressএ যোগদান করেন। একথা মিথ্যা, কারণ ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে তিনি কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি হইয়া মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত Congress man ছিলেন এবং কংগ্রেসে যোগদান করিবার পরও সরকারী কার্য্য করিয়াছিলেন।

তিনি পিতৃমাতৃ স্মৃতি মনে সর্ব্বদা জাগরূক রাখিতেন। তাঁহাদিগকে তিনি সাক্ষাৎ দেবতা বলিয়া জ্ঞান করিতেন। কিশোর বয়সে তিনি পিতার মনে কষ্ট দিয়া বিলাত গিয়াছিলেন বলিয়া তিনি সর্ব্বদা দুঃখ প্রকাশ করিতেন। তিনি হিন্দু সমাজে পুরোহিতগণের নিরক্ষর শিষ্যগণের উপর অত্যাচার সহ্য করিতে পারিতেন না।

তিনি তাঁহার উইলের দ্বারা তাঁহার দেবত্তর ষ্টেটের সেবায়েৎ তাঁহার সহোদর ভগ্নীগণকে করিয়া যান। এখনও তাঁহার চতুর্থা ভগ্নী শ্রীমতী পতিতপাবনী দেবী জীবিতা আছেন তাঁহার বয়স প্রায় ৮০ বৎসর হইবে।

বিলাতী ভাব তাঁহার হিন্দু ভাব নষ্ট করিতে পারে নাই। তাঁহার ধর্ম্মপত্নী ঠিক তাঁহার পদানুসরণ করিতেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁহার পুত্রগণ তাহা করিতে পারেন নাই। বিদেশী ভাবাপন্ন হইলেও উমেশচন্দ্র ষোল আনা "স্বদেশী" ছিলেন।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

Sons of Ind, why sit you idle,
Wait ye for some Deva's aid ?
Suckle to be up and doing ;
Nations by themselves are made !

*　　*　　*

Lo ! the dawn is in the east ;
By themselves are nations made.

A. O. Hume.

কংগ্রেসের উৎপত্তি—ভারতবর্ষের একটী ঐতিহাসিক ঘটনা।

কংগ্রেসের উৎপত্তি সম্বন্ধে উমেশচন্দ্র যাহা লিখিয়াছেন, তাহা নিম্নে বিবৃত হইল। বাবু হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের "কংগ্রেস" নামক পুস্তক হইতে ইহা উদ্ধৃত করিলাম।

"অনেকে অবগত নহেন, লর্ড ডাফরিণ যখন ভারতের বড়লাট সাহেব ছিলেন তখন তাঁহারই কল্পনায় কংগ্রেস গঠিত হয়। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে মিষ্টার হিউমের মনে হয়, যদি বৎসর বৎসর ভারতের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা সমবেত হইয়া সামাজিক প্রশ্নের আলোচনা করেন, তবে তাহাতে সুফল ফলিতে পারে। তিনি সে সভায় রাজনীতিক আলোচনা করিবার পক্ষপাতী ছিলেন না। তাঁহার ধারণা ছিল সে সভায় রাজনীতিক আলোচনা হইলে কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ প্রভৃতি স্থানের রাজনীতিক সমিতিসমূহ দুর্ব্বল

হইয়া পড়িবে। যেবার যে প্রদেশে সভাধিবেশন হইবে, সেবার সে প্রদেশের শাসককে সভাপতি করাই তাঁহার অভিপ্রেত ছিল, কারণ তাহাতে সরকারী ও বে সরকারী সম্প্রদায়ে সমধিক সদ্ভাব সংস্থাপিত হইবে।

"১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বড়লাট লর্ড ডাফরিণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া এই বিষয়ের আলোচনা করেন। লর্ড ডাফরিণ সব শুনিয়া এ বিষয়ে বিশেষ বিবেচনার পর মিষ্টার হিউমকে বলেন,—তাঁহার কল্পনা কার্য্যে পরিণত হইলে বিশেষ সুফল ফলিবে না। তিনি বলেন বিলাতে যেমন একদল মন্ত্রী হইয়া শাসন কার্য্য পরিচালন করেন, আর একদল প্রতিপক্ষ থাকেন, এ দেশে তেমন নাই। এদেশের সংবাদপত্রে দেশের লোকের মত প্রতিফলিত হইলেও, তাহাতে সম্পূর্ণরূপ নির্ভর করা যায় না। আবার তাঁহাদের ও তাঁহাদের অনুসৃত নীতি সম্বন্ধে ভারতবাসীদিগের মনোভাব ইংরাজরা জানিতে পারেন না। এ অবস্থায় ভারতীয় রাজনীতিকরা যদি বৎসর বৎসর সভায় সমবেত হইয়া শাসনপ্রণালীর ক্রুটী দেখাইয়া দেন ও সংশোধনের উপায় নির্দ্দেশ করেন, তবে শাসক ও শাসিত সকলেরই উপকার হয়। এরূপ সভায় প্রাদেশিক শাসকের পক্ষে সভাপতির আসন গ্রহণ করা সঙ্গত হইবে না, কারণ তাঁহার সম্মুখে সকলে সরল কথা স্পষ্ট করিয়া বলিতে কুণ্ঠা বোধ করিতেও পারেন।

মিষ্টার হিউম লর্ড ডাফরিণের কথার সারবত্তা বুঝেন এবং তিনি যখন তাঁহার প্রস্তাব লর্ড ডাফরিণের প্রস্তাব কলিকাতার, বোম্বায়ের, মাদ্রাজের ও অন্যান্য স্থানের রাজনীতিকদের গোচর করেন, তখন তাঁহারা সকলেই লর্ড ডাফরিণের প্রস্তাব গ্রহণ করেন। লর্ড ডাফরিণ তাঁহার এ দেশে অবস্থান কালে এই প্রস্তাব-সংশ্রবে তাঁহার নাম প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। কিন্তু মিষ্টার হিউম যাঁহাদিগের সহিত পরামর্শ করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই এ কথা জানিতেন।"

ভারতবর্ষে রেলপথ প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় উক্ত পরামর্শ সভা সম্ভব হইয়াছিল। ইহার জন্য ইংরাজের নিকট আমরা ঋণী।

সামাজিক ব্যাপারের আলোচনায় মতভেদ সম্বন্ধে এলাহাবাদে কংগ্রেসের অষ্টম অধিবেশনে উমেশচন্দ্র বলিয়াছিলেন - "কেহ কেহ বলেন, সমাজ-সংস্কার না করিলে আমরা রাজনীতিক অধিকার পাইবার যোগ্যতা অর্জ্জন করিতে পারিব না। ইহার অর্থ কি? এতদুভয়ে সম্বন্ধ কোথায়? দৃষ্টান্তস্বরূপ ধরুন, কংগ্রেস বিচার ও শাসন বিভাগ পৃথক করিবার জন্য ও চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রসারের জন্য প্রার্থনা করিতেছেন। এই দুইটি প্রস্তাবের সহিত সমাজ-সংস্কারের কি সম্বন্ধ বিদ্যমান? আমাদের বিধবারা পুনরায় বিবাহ করেন না; আমাদের দুহিতারা অন্য দেশের বালিকাদিগের অপেক্ষা অল্প বয়সে বিবাহিত হয়; আমাদের পত্নী ও দুহিতারা আমাদের সঙ্গে বন্ধুগৃহে প্রত্যভিবাদন করিতে গমন করেন না, আমাদের কন্যারা বিদ্যাশিক্ষার্থ Oxford ও Cambridge এ প্রেরিত হয়েন না বলিয়া কি আমরা রাজনীতিক অধিকার লাভের অযোগ্য?"

কংগ্রেসের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় একস্থানে বলিয়াছেন— "এ দেশে বৃটিশ শাসন স্থায়ী হইবে, এই মতের ভিত্তির উপর কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত, কাজেই যাহাতে এ দেশের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি হয় ও বৃটিশ সাম্রাজ্যের প্রজারূপে ভারতবাসীরা সুখী ও সমৃদ্ধ হয়, সেই ভাবে দেশ শাসনে শাসক-দিগের সাহায্য করাই শিক্ষিত ভারতবাসীর কর্ত্তব্য।"

বোম্বাই সহরে কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন হয়। উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতি নির্ব্বাচিত হয়েন। প্রতিনিধি সংখ্যা প্রায় ৭২ জন ছিল। বাঙ্গালা হইতে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ব্যতীত "ইণ্ডিয়ান মিরার" সম্পাদক নরেন্দ্রনাথ সেন (পরে রায় বাহাদুর), "নববিভাকর" সম্পাদক গিরিজা-ভূষণ মুখোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল; পি, আর, এস্, প্রতিনিধি স্বরূপ

ছিলেন। জানকীনাথ ঘোষালও উপস্থিত ছিলেন। উমেশচন্দ্র কংগ্রেসের উদ্দেশ্য প্রধানতঃ চারি ভাগে বিভক্ত করেন।

(১) সাম্রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন অংশে যাঁহারা দেশের কাজ করেন, তাঁহাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা ও বন্ধুত্ব স্থাপন।

(২) পরিচয়ের কালে জাতিগত, ধর্ম্মগত ও প্রাদেশিক সঙ্কীর্ণতা যথাসম্ভব দূরীকরণ এবং লর্ড রিপণের শাসনকালে যে জাতীয় একতার সূত্রপাত হইয়াছে, তাহার পরিপুষ্টি সাধন।

(৩) আবশ্যক সামাজিক ব্যাপারে শিক্ষিত সমাজের মত নির্দ্ধারণ।

(৪) আগামী দ্বাদশ মাসে ভারতীয় রাজনীতিকদিগের কার্য্যপ্রণালী স্থিরীকরণ।

উক্ত সভা ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে ২৮শে ডিসেম্বর বোম্বাই সহরে হয়।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত "প্রচার" লিখিয়াছিলেন,—"আমাদিগের কি দুঃখ, আমরা কি চাই, তাহা পার্লিয়ামেণ্টে দাঁড়াইয়া কেহ বলা চাই, কেন না, পার্লিয়ামেণ্ট ভিন্ন আর কাহারও দ্বারা কিছু উপকার হইবার সম্ভাবনা নাই। পার্লিয়ামেণ্টই প্রকৃত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের শাসনকর্ত্তা। ফসেট সাহেব দয়া করিয়া ভারতবর্ষের এই উপকার করিতেন, কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর প্রকৃতপক্ষে এ ভার কেহ গ্রহণ করেন নাই। এক্ষণে মিষ্টার বোনার্জ্জি, উমেশচন্দ্র ও দাদাভাই, ব্রাড্‌ল সাহেবকে এই কার্য্যে ব্রতী করিয়াছেন।"

১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাই সহরে কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। ফিরোজশা মেটা অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি, সার উইলিয়ম ওয়েডারবার্ণ কংগ্রেসের সভাপতি। এই অধিবেশনে প্রতিনিধির সংখ্যা ১৮৮৯ জন হয়। এবার মিষ্টার ব্রাড্‌ল কংগ্রেসে যোগ দিতে আসায় ভারতের সকল প্রদেশ হইতে বহু প্রতিনিধির সমাগম হইয়াছিল। এরূপ জনশ্রুতি, অনেক সরকারী

উচ্চ কর্ম্মচারী এই সভায় মিষ্টার ব্রাড্‌লকে দেখিবার জন্য গোপনে সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। মিষ্টার ব্রাড্‌ল তখন বিলাতের রাজনীতি ক্ষেত্রে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন এবং ভারতবর্ষের প্রতি বিশেষ সহানুভূতিও প্রকাশ করিয়াছেন। যথার্থই ভারতবর্ষের সম্বন্ধে বিলাতে পার্লিয়ামেণ্টের সদস্যগণের মধ্যে তিনি Henry Fawcettএর স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। তিনি পার্লিয়ামেণ্টে ভারত শাসন-সংস্কার-কল্পে আইন পেশ করিবেন বলিয়া যান। তিনি তাহাই করিয়াছিলেন এবং সরকারের পক্ষে Lord Cross এক আইন আনিয়া তাঁহার চেষ্টা ব্যর্থ করেন। লর্ড ক্রশের আইন ভারতবাসীর আশানুরূপ হয় নাই। মিষ্টার ব্রাড্‌ল বাঁচিয়া থাকিলে. বোধ হয় অল্পকাল মধ্যেই তাঁহার চেষ্টার শাসন সংস্কার আরও অগ্রসর হইত। ইহার পর Lord Minto reform হয়। তৎপরে Montague—Chemsford reform হয়। তাহাও ভারতবাসীর মনঃপূত হয় নাই। এক্ষণে Simon Commissionএ কি স্বায়ত্ব শাসন পায় নাই বলিয়া White paper দৃষ্ট হইয়াছে তাহাতে কতটুকু অগ্রসর বা পশ্চাৎপদ তাহা দেশবাসী বিচার করুন।

উক্ত ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে William Digbyর নাম কংগ্রেসের কাজের কেন্দ্রস্থানীয় ছিল।

এই অধিবেশনে বিলাতে যাইয়া ভারতের কথা ব্যক্ত করিবার ভার W. C. Bonnerjee, Mr. George Yule, Mr. Hume, Mr. Adams, Mr. Norton, Mr. Howard, মনোমোহন ঘোষ, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতিকে দেওয়া হয়।

বিলাতে কংগ্রেসের কাজ চালাইবার জন্য ৪৫,০০০৲ টাকা ধার্য্য হয় এবং Sir William Wedderburn, Mr. Caine, Mr. Elis, Mr. Mac-Laren, দাদাভাই নৌরজী ও Mr. Yuleকে লইয়া বিলাতে এক

সমিতি গঠিত হয়। ইহাই Congress British Committee. William Digby ইহার সম্পাদক হয়েন। ইনি অমৃতবাজার পত্রিকার শিশিরকুমার ঘোষের বন্ধু ছিলেন।

কংগ্রেসের প্রস্তাব অনুসারে উমেশচন্দ্র বিলাতে যাইয়া নিজ খরচায় নানাস্থানে অনেক সভায় ভারতকথা বিবৃত করিয়াছিলেন।

১৮৯০ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেসের কার্য্য সম্বন্ধে একটী কথা বলিতে হয়। ইতিপূর্ব্বে বিলাতে কংগ্রেসের কোন মুখপত্র ছিল না। এই বৎসর ফেব্রুয়ারী মাসে বিলাতে India পত্র প্রকাশিত হয়। ইহার উদ্দেশ্য "বর্ত্তমানে ভারতবর্ষের উদ্দেশ্য বিলাতে অজ্ঞাত থাকাতেই বিলাতে ভারতবন্ধুর অভাব হইতেছে। বিলাতের লোক ভারতবর্ষের অবস্থা বিষয়ে অজ্ঞ। এই অজ্ঞতার জন্য এবং এই অজ্ঞতা দূর হইলে কংগ্রেসের প্রার্থনা সহজ বোধ হইবে ও সংযত বলিয়া বিবেচিত হইবে বলিয়া এই পত্র প্রবর্ত্তিত হইল। India লোকসান দিয়া চালাইতে হইত এবং সে লোকসান ভারত হইতে যোগান হইত। "Tell the beggars to pay up বলিয়া সমাচার Hume সাহেব Caine সাহেব মায়ফত বলিয়া পাঠান এবং Caine সাহেব ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা Beadon street Congress ঐ সমাচার প্রচার করেন। এই লোকসান উমেশচন্দ্রকে প্রায়ই বহন করিতে হইত। ১৯০১ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বিডন ষ্ট্রীট কংগ্রেসে উমেশচন্দ্র বলেন, "আমাদের কাজের জন্য এই পত্র পরিচালনা করা নিতান্ত প্রয়োজন।

১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে উমেশচন্দ্রের সভাপতিত্বে এলাহাবাদে কংগ্রেসের অষ্টম অধিবেশন হয়। পণ্ডিত অযোধ্যানাথ (ইনি এলাহাবাদ হাইকোর্টের একজন প্রধান উকিল ছিলেন) নাগপুরের অধিবেশনে (১৮৯১) কংগ্রেসকে এলাহাবাদে আহ্বান করিয়াছিলেন। তখনই তাঁহার শরীর অসুস্থ। অসুস্থ শরীরে গুরুশ্রমকাতর অবস্থায় নাগপুর হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে

তাঁহার ঠাণ্ডা লাগে। গৃহে ফিরিয়া কর্ম্মবীর শয্যা লইলেন, Pneumonia রোগে তিনি পরলোক গমন করেন। অযোধ্যানাথ কংগ্রেসের কাজে প্রাণপাত করিয়াছিলেন। এই অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণে উমেশচন্দ্র বলিয়াছিলেন,—"এই মঞ্চে দাঁড়াইয়া এই নগরে বক্তৃতা করিবার সময় যখন অযোধ্যানাথের অভাব লক্ষ্য করা যায়, তখন শোকে বিহ্বল না হইয়া থাকিতে পারা যায় না।" তিনি বলেন, "১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে এপ্রেল মাসে এলাহাবাদে আসিয়া তিনি অযোধ্যানাথের সঙ্গে কংগ্রেসের কথার আলোচনা করেন। অযোধ্যানাথ কংগ্রেসের কতকগুলি ত্রুটী দেখান এবং কংগ্রেসের বিষয় ভাল করিয়া বিবেচনা করিয়া দেখিবেন বলেন। তাহার পর ডিসেম্বর মাসে তিনি পত্র লেখেন, তিনি কংগ্রেসে যোগ দিলেন এবং পর বৎসর কংগ্রেসকে এলাহাবাদে আহ্বান করেন।"

এই অধিবেশনের পূর্ব্বেই দাদাভাই নৌরজী বিলাতে পার্লিয়ামেণ্টের সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। তিনি পার্লামেণ্টে প্রথম ভারতবাসী সদস্য Central Finsbury কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত। ইতিপূর্ব্বে লালমোহন ঘোষ Deptford কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইবার চেষ্টা করেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হন নাই। পরে ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে উমেশচন্দ্র Walthamstow হইতে নির্ব্বাচিত হইতে চেষ্টা করেন, কিন্তু দৃষ্টিশক্তির লোপ পাওয়ায় তিনি উক্ত অভিলাষ ত্যাগ করেন। প্রকাশ যে তাঁহার কৃতকার্য্য হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল। Bhownaggree নামক পার্শী Conservative পক্ষ হইতে নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। পটলডাঙ্গার মল্লিক পরিবারে মন্মথনাথ মল্লিক পার্লিয়ামেণ্টে প্রবেশ করিতে সচেষ্ট ছিলেন; কিন্তু কৃতকার্য্য হন নাই। ইনি সুবোধচন্দ্র মল্লিকের আত্মীয়। ইঁহাদের পরিবারে বিখ্যাত এটর্ণি শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বিবাহ করেন।

উমেশচন্দ্রের জীবনের কতিপয় ঘটনা।

উমেশচন্দ্র কিরূপ দুর্ব্বলের সহায়তা করিতেন, তাহা নিম্নলিখিত ঘটনায় বেশ বুঝিতে পারা যায়। বর্ত্তমান এটর্ণি Messrs. Orr Dignam & Co.র অফিসের জনৈক কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী বরং এই লেখককে জানান করিয়াছেন। কালীবাবু ১৮৯১ খ্রীঃ স্বর্গীয় এটর্ণি পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের অফিসে সামান্ত মাসিক দশ টাকা বেতনে নিম্নতম কর্ম্মচারী ছিলেন। এই অফিসের প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন এই লেখকের পিতা ৺শম্ভুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের আদি নিবাস ছিল হুগলী জেলার জনাই। তিনি ২৮ নং আহিরীটোলায় বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ইনি হাইকোর্টের অন্যতম প্রধান উকিল অতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠ সহোদর এবং Justice অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নিকট আত্মীয়।

উক্ত কালীপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী উক্ত বাবু পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের অফিস হইতে ব্যারিষ্টারপ্রবর Mr. Tarak Nath Palit (যিনি T. Palit নামে অভিহিত ছিলেন) এর নামে একখানি সপিনা জারি করিবার জন্ত আদিষ্ট হন। আদালতের practice হইতেছে এই যে যাহার নামে সপিনা বাহির হয় তাহার খাটিতে গিয়া উহা ধরাইতে হয়। একদিন বেলা ৫টার সময় Mr. T. Palit, Mr. W. C. Bonnerjee ও Mr. R. Mitter এই তিন জন বিশিষ্ট ব্যারিষ্টার কলিকাতা হাইকোর্টের Bar Libraryতে সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর গল্পগুজব করিতেছেন, এমন সময় এটর্ণির সামান্ত ক্লার্ক কালীবাবু Mr. T. Palitএর নামে সপিনা তাঁহার উপর জারি করিতে উদ্যত হন। তাহাতে T. Palit মহাশয় তাহাকে ইংরাজী ভাষায় গালিগালাজ করিয়া উক্ত বার লাইব্রেরীর কেরাণীর দ্বারা উক্ত কালীবাবুকে tresspass অপরাধে পুলিস কর্ত্তৃক ধৃত

করিবার উপদেশ দেন। তাহাতে ব্যারিষ্টারপ্রবর রাজনারায়ণ মিত্র মহাশয় (Mr. R. Mitter) যোগদান করেন। তাঁহাদের তর্জ্জন গর্জ্জন শুনিয়া কালীবাবু কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় ও ভীত হইয়া পড়িলেন এবং তাঁহার গণ্ডদেশে অশ্রুবিন্দু দেখা দিল। তাহা দেখিয়া উমেশচন্দ্র কালীপ্রসন্নের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"বাবু! আপনি আমার সমক্ষে উক্ত সপিনা ও ১৬৲ টাকা যাহা উহার ফি স্বরূপ আনিয়াছেন পালিত মহাশয়ের সমক্ষে টেবিলের উপর রাখুন এবং সপিনার জারি Affidavitএ লিখিবেন অমুক তারিখে অমুক স্থানে W. C. Bonnerjee সমক্ষে আমি Mr. T. Palitএর সপিনা জারি করিয়াছি। যদ্যপি দরকার হয় আমি Justiceএর সমক্ষে দাঁড়াইয়া আপনার পক্ষ সমর্থন করিব।" তৎক্ষণাৎ পালিত মহাশয়ের দিকে চাহিয়া বলিলেন—"Mr. Palit! তুমি কোন্ আইনে উক্ত সপিনা না লইয়া অস্বীকার করিতে পার?" তখন পালিত ও মিত্র মহাশয় কয়েক মিনিট আইনের বহির পাতা উল্‌টাইয়া বলিলেন, "বাঁড়ুয্যে যাহা বলিলেন, তাহা সত্য এবং আমরা সপিনা লইতে বাধ্য।" তখন পালিত মহাশয় উক্ত সপিনা নিজ নাম স্বাক্ষর করিয়া গ্রহণ করিলেন।

বলা বাহুল্য কালীবাবুর পরিধেয় বস্ত্র অপরিষ্কার ছিল। কালীবাবু উমেশচন্দ্রের এই মহত্ত্ব দেখিয়া সকলের নিকট তাঁহার মঙ্গল কামনা করিতে লাগিলেন।

আমি ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি, উমেশচন্দ্রের হিন্দুধর্ম্মে প্রগাঢ় ভক্তি ছিল। পিতৃমাতৃ-শ্রাদ্ধে তাঁহার বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে যখন তিনি বিলাতে ছিলেন তখন তাঁহার বিমাতার মৃত্যু হয়। তিনি তিন মাস বাদে বিলাত হইতে প্রত্যাগত হইয়া তাঁহার কনিষ্ঠ সত্যধন বিদ্যাভূষণকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"ধন! আমার মার শ্রাদ্ধে কতজন ব্রাহ্মণ অধ্যাপক বিদায়

হইয়াছে, কত ভিখারী বিদায় হইয়াছে ?" তাহাতে জানিতে পারিলেন বিশেষ কিছু হয় নাই। তজ্জন্য তিনি আদেশ দিলেন "এই বাৎসরিক শ্রাদ্ধে সমারোহে করিতে হইবে।" তজ্জন্য ৫০০০৲ পাঁচ হাজার টাকা দিলেন। এতদ্ব্যতীত তিনি বিলাত হইতে আসিয়া প্রতি বৎসর তাঁহার কনিষ্ঠের নিকট খবর লইতেন পিতৃমাতৃ শ্রাদ্ধ কিরূপে সম্পাদিত হইবে।

*   *   *

উমেশচন্দ্র তাঁহার পৈতৃক বাটীতে সামাজিক ক্রিয়া কলাপেও যদিও মুখ্যভাবে যোগদান করিতেন না, তিনি গৌণভাবে অর্থাদি সরবরাহ করিতেন এবং বাটীতে যাত্রাদি নাট্যাভিনয় হইলে তিনি শুনিতে আসিতেন। তিনি অতিশয় নাট্যামোদী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি প্রায় প্রতি শনিবারে (Royal) Bengal Theatreএ প্রহ্লাদ চরিত্র, প্রভাস মিলন নাটকাদি অভিনয় দেখিতে আসিতেন। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম কমলকৃষ্ণ Shelly বানার্জ্জী। ইনি ইংরাজী ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার জন্মতিথি উপলক্ষে একদিন উকিল কৌন্স্‌লীর অপর একদিন আত্মীয় কুটুম্বাদিকে উমেশচন্দ্র তাঁহার পৈতৃক বাটীতে একটী মহৎ ভোজ দিতেন। তাঁহার আত্মীয় কুটুম্ব প্রভৃতি সকলকেই নিমন্ত্রণ করা হইত। তিনি আত্মীয় কুটুম্ব ভোজের দিন আসিতেন না, কেবল মাত্র যাত্রার দিন আসিতেন। একবার উক্ত দিবসে বৈঠকখানায় এই লেখকের পিতা ৺শম্ভুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (যিনি উমেশচন্দ্রের মধ্যম পিতৃব্য ছিলেন) এবং অন্যান্য নিমন্ত্রিত ব্যক্তি বসিয়া আছেন, তাহা দেখিয়া উমেশচন্দ্র বিলাতি পোষাকে মজ্‌লিসে বা কোন কুর্শীতে না বসিয়া পা-পোষের উপর বসিলেন। তাহাতে এই লেখকের পিতা তাঁহাকে তাঁহার সন্নিকটে বসিতে বলিলেন। তাহাতে উমেশচন্দ্র বলিলেন, "আমি পা-পোষেই বসিবার

উপযুক্ত আমার এ হিন্দু সামাজিক দল মিলে স্থান এই পাপোর। তাহাতে আপনি কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইবেন না।"

* * *

আবার যখন উমেশচন্দ্রের কনিষ্ঠ সত্যধন সংস্কৃত কলেজ হইতে ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে এম, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বিলাতে ব্যারিষ্টারি পাঠ জন্য তাহার জ্যেষ্ঠের অনুমতি চাহিলেন, তখন উমেশচন্দ্র বলিলেন,—"ধন! তুমি কি মনে কর আমি এত টাকা রোজগার করিয়া সাহেবিআনা সুখে আছি? আমি এক হাড়ীর বংশ সৃষ্টি করিয়াছি। তুমি স্বদেশে থাকিয়া বাপ পিতামহের নাম সম্ভ্রম বংশ মর্য্যাদা রক্ষা কর, বিলাতে যাইও না।"

তিনি স্বধর্ম্মানুরাগীগণকে সম্মান করিতেন এবং যথাবিহিত পুরস্কার দিতেন।

ষোড়শ অধ্যায়।

Our echoes roll from soul to soul
And live for ever and ever.

Tennyson.

বিবিধ প্রসঙ্গ।

উমেশচন্দ্র বাল্যকালে সাধারণ নাট্যশালা স্থাপনের পূর্ব্বে স্বর্গীয় কালী-প্রসন্ন সিংহ ও পাথুরিয়াঘাটাস্থ মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের বাটীতে অবৈতনিক নাট্যপীঠে স্ত্রীলোকের ভূমিকা গ্রহণ করিয়া কৃতীত্ব দেখাইতেন। বলা বাহুল্য উমেশচন্দ্রের কিশোরে সুন্দর কমনীয় আকৃতি ছিল। পরে সাধারণ নাট্যশালা হইলে তিনি রয়েল বেঙ্গল থিয়েটারের উচ্চ শ্রেণীর টিকিট কিনিয়া উৎসাহ প্রদান করিতেন। (বাংলার গ্যারিক) স্বর্গীয় গিরিশ-চন্দ্র ঘোষ বলিতেন বাল্যকালে উমেশচন্দ্র একজন প্রতিভাশালী অভিনেতা ছিলেন। উমেশচন্দ্রের খুল্লতাত বটুবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় পুরাতন বেঙ্গল থিয়েটারের কর্ত্তৃপক্ষের মধ্যে একজন ছিলেন। বটুবাবু তাঁহার সমবয়স্ক হইলেও তাঁহার কথা শুনিয়া চলিতেন এবং তাহাকে মান্য করিতেন।

*　　　*　　　*

উমেশচন্দ্রের বাঙ্গালা সাহিত্যের উপর খুব ঝোঁক ছিল। তিনি বলিতেন বঙ্কিমচন্দ্রের "দুর্গেশনন্দিনী" আমি অনেকবার পড়িয়াছি। কিন্তু যতবার পাঠ করিতেন ততবার নূতন রস আস্বাদন করিতেন। ইংরাজী কবিতার মধ্যে Shelley ও Wordsworthএর কবিতা তাঁহার খুব ভাল লাগিত। Lamb's Elia and Eliana তাঁহার খুব ভাল লাগিত।

ডাক্তার শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের Reis & Rayyat তিনি প্রতি শনিবারে আগ্রহের সহিত পাঠ করিতেন কারণ ইহার ভাষার অতিশয় পারিপাট্য ছিল।

* * চ

যোগীন্দ্রনাথ বসু তাঁহার মাইকেল মধুসূদনের জীবন চরিত্র পুস্তকে লিখিয়াছেন ঃ—

মাইকেল মধুসূদনের শেষ জীবন।

"রোগশয্যায় মধুসূদন যাঁহাদিগের নিকট সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উপকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাঁহাদিগের মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ স্বদেশবৎসল ব্যারিষ্টার উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয়ের নাম প্রথমেই উল্লেখযোগ্য। বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয় কোন কার্য্যে প্রশংসাপ্রার্থী ছিলেন না, কিন্তু বন্ধুবান্ধবদিগের বিপদে তিনি নীরবে যেরূপ সাহায্য দান ও সহানুভূতি প্রকাশ করিতেন, অতি অল্প লোকই তাহা অবগত আছেন। মধুসূদন এবং তাঁহার পত্নী হেন্‌রিয়েটা, মৃত্যুশয্যা পর্য্যন্ত, মুক্তকণ্ঠে তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয়ের ন্যায় স্বর্গীয় মনোমোহন ঘোষও মধুসূদনকে সাহায্য করিতে ক্রটী করেন নাই। ইহাদের দুইজনের সাহায্য প্রাপ্ত না হইলে মধুসূদনকে আরও দুর্দ্দশায় জীবন শেষ করিতে এবং তাঁহার শিশু দুইটীকে প্রকৃতই রাজপথের ভিক্ষুক হইতে হইত।

মধুসূদনের বন্ধুগণ, বিশেষতঃ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মনোমোহন বাবু তাঁহার রোগশয্যায় সাহায্য করিতে ক্রটী করেন নাই। সমগ্র বঙ্গদেশ তজ্জন্য তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ।

* * *

আশ্চর্য্যের বিষয় উমেশচন্দ্র ব্যারিষ্টার হইয়া চারি বৎসরের মধ্যে দেওয়ানী ও ফৌজদারী মোকদ্দমা পরিচালনে খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। একবার শারদীয় পূজার অবকাশে তিনি কৃষ্ণনগরে মনোমোহন ঘোষের বাটীতে অবস্থানকালে গোওয়াড়ী কৃষ্ণনগরে দায়রায় (Sessions Court) একটী ২১১ ধারা মোকদ্দমা প্রাপ্ত হন তাহাতে একজন বিশিষ্ট সিভিলিয়ান সংশ্লিষ্ট ছিল। তিনি নিঃসহায় দরিদ্র স্ত্রীলোক-গণের পক্ষ অবলম্বন করেন এবং তাহাদিগকে বেকসুর খালাস করাইয়া দেন। তদানীন্তন জজ সাহেব Mr. W. F. Macdonell তাঁহাকে উচ্চ ভাষায় এজলাসে সুখ্যাতি করেন। তৎপরে নবীন-এলোকেশী মোকদ্দমায় তিনি স্ত্রীহত্যাকারী পক্ষ অবলম্বন করেন। ঘটনা এই যে ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে তদানীন্তন তারকেশ্বরের মহান্ত হাওড়া জিলা অন্তর্গত বাগাণ্ডা গ্রামনিবাসী নবীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ত্রী এলোকেশী দেবীকে বলাৎকার করিবার অভিপ্রায়ে তাহাকে বন্দী করেন। নবীন তাহার স্ত্রীর এই অবস্থা শুনিয়া তারকেশ্বরে যাইয়া তাহার সতীত্ব রক্ষার জন্য তাহাকে হত্যা করে এবং হত্যা করিয়া ফাঁড়িতে এজাহার দেয় যে সে তাহার স্ত্রীকে হত্যা করিয়াছে। উমেশচন্দ্র নিজ ব্যয়ে হুগলীতে কয়েকদিন ধরিয়া যাইয়া নবীনের পক্ষ সমর্থন করেন এবং জেলা জজ বাহাদুর তাহাকে যাবজ্জীবন দীপান্তর দেয়। তৎপরে হাইকোর্টেও আপিলে তাহার পক্ষ সমর্থন করেন। তথায় জেলা কোর্টের রায় বাহাল থাকে। পরে নবীনচন্দ্র ২ বৎসর পরে খালাস পান, কারণ ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে Edward VII যখন Prince of Wales হইয়া আসেন তখন অনেক কয়েদীকে খালাস দেওয়া হইয়াছিল।

* * *

তিনি স্ত্রীশিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন তজ্জন্য তাঁহার চারিটী কন্যাকে

বিলাতে উচ্চ শিক্ষা দিয়াছিলেন। তিনি বাল্য বিবাহের ও বর্ত্তমান হিন্দু যৌথ পরিবার (Joint family)এর বিরোধী ছিলেন। তিনি হাইকোর্টে দেখিয়াছিলেন হিন্দু যৌথ পরিবারের দরুণ নানা বিবাদ বিসম্বাদ মামলা মোকদ্দমা উপস্থিত হয়। তিনি অনায়াসেই তাঁহার পুত্রগণকে I. C. S. পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত করাইতে পারিতেন কিন্তু তিনি অল্প বয়সে Competition-wallaকে জেলার দায়িত্ব দেওয়া তিনি পছন্দ করিতেন না।

* * *

স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার মাতৃভক্তির জন্য উমেশ-চন্দ্রকে আদর করিতেন। ঈশ্বরচন্দ্র তাঁহার পিতৃবন্ধু ছিলেন। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে ষ্টার থিয়েটারে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের যে স্মৃতিসভা হইয়াছিল উমেশচন্দ্র ঐ সভার সভাপতি ছিলেন।

* * *

উমেশচন্দ্রের সমসাময়িক ব্যারিষ্টার তারকনাথ পালিত (T. Palit), রাজনারায়ণ মিত্র (R. Mitter), মনোমোহন ঘোষ, লালমোহন ঘোষ, J. T. Woodroff. Sir Griffith Evans, Sir Charles Paul, Sale. Trevelyan, Henderson ও আমির আলি মহোদয়গণ ছিলেন। কিন্তু কেহই তাঁহার সমপক্ষ ছিলেন না। ইহা অনেকে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবে।

* * *

১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে তিনি বহু পরিশ্রমের ফলে পীড়িত হন। স্বাস্থ্য উন্নতির জন্য বিলাতে যান। তথায় গিয়া দেখেন Dadabhai Nowroji, Digby, Bradlaugh প্রভৃতি মনীষিগণ ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ইংরাজ সাধারণকে বক্তৃতা দ্বারা বুঝাইতেছেন। তিনি শরীরের দিকে দৃষ্টি না দিয়া তাঁহাদের সহিত যোগদান করেন। তাঁহার বক্তৃতা বিলাতের

শ্রোতৃবর্গ শুনিয়া যৎপরোনাস্তি ভাবে গদ গদ হন। তিনি কলিকাতায় আসিলে হাওড়া ষ্টেসনে দেশবাসীর অভ্যর্থনা পান।

* * *

তিনি বাল্যকালে হরেরাম গুরু মহাশয়ের পাঠশালায় পাঠ করিতেন। তখন তাঁহার সহিত বিখ্যাত এটর্ণি নিমাইচরণ বসু, হাইকোর্টের প্রধান দোভাষী (Interpreter) অবিনাশচন্দ্র ঘোষ, লাহোর Tribune সম্পাদক ক্ষেত্রমোহন ঘোষ প্রভৃতি তাঁহার সহপাঠী ছিল।

* * *

১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে যখন বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা পুষ্ট করিবার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটী প্রভৃতি স্থান হইতে সদস্য নির্ব্বাচনের ক্ষমতা দেওয়া হয়, তখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে উমেশচন্দ্র সদস্য পদপ্রার্থী হন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে তাঁহার প্রতিদ্বন্দী রাজকুমার সর্ব্বাধিকারী ছিলেন। ইনি রাজকুমারবাবু, স্বর্গীয় কৃষ্ণদাস পালের "হিন্দু পেট্রিয়টের" সম্পাদক ছিলেন। British Indian Associationএর সম্পাদক ছিলেন। তিনি অনেক Canvassing দ্বারা ভোট জোগাড় করিয়াছিলেন। যে দিন ভোট গ্রহণ হয় মহাত্মা ভূদেব মুখোপাধ্যায় উমেশচন্দ্রের নাম প্রস্তাব করেন। (ভূদেববাবু বাঙ্গালী প্রথম Director of Public Instructionএ কর্ম্ম করিয়াছিলেন। অনেক ছোটলাট যথা Sir. Rivers Thompson ও Sir. Stuart Bayley তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিত) উমেশচন্দ্র তাঁহার প্রতিদন্দী অপেক্ষা অনেক বেশী ভোট পাইয়া সদস্য নির্ব্বাচিত হন। সেই বৎসর (স্যার) সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, লালমোহন ঘোষ, নরেন্দ্রনাথ সেন বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য হইয়াছিলেন।

* * *

Sedition Bill, কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল বিলের যে তীব্র আন্দোলন প্রতিবাদ কলিকাতায় হইয়াছিল তিনি প্রধান অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। আইন সচীব মিষ্টার চামার্স বলেন বিলাতের ন্যায় Sedition আইন করিতে চাই। তাহাতে উমেশচন্দ্র বলেন "সর্ব্বতোভাবে বিলাতি আইন এখানে প্রবর্ত্তন করুন। কিন্তু বিলাতে জুরীগণ একমত না হইলে শাস্তি প্রদান হয় না সেইরূপ বিধান এখানে Law member করুন।" তখন Law member নীরব।

* * *

উমেশচন্দ্রের সাক্ষাৎ জুনিয়র ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী, সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ (পরে Lord Sinha), আশুতোষ চৌধুরী (A. Chaudhuri), এন্, হালদার, ছোট উডরফ, গ্যাস্‌পার, টমি আপ্‌কার, সেল সাহেব, ট্রিবিলিয়ান সাহেব, সৈয়দ আমির আলি ছিলেন। তাহার পরে চিত্তরঞ্জন দাস (C. R. Das), বিনোদচন্দ্র মিত্র (B. C. Mitter), ব্রজেন্দ্রলাল মিত্র (B. L. Mitter), নৃপেন্দ্রনাথ সরকার (N. N. Sircar) লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যারিষ্টার হন।

* * *

উমেশচন্দ্র যখন বাঙ্গালা কথা কহিতেন তাহাতে ইংরাজী বুক্‌নী আদৌ থাকিত না। তিনি ভাল কোরা বাঙ্গালা বলিতেন।

* * *

তাঁহার পত্নী ৺নিলমণি মতিলালের কন্যা ছিলেন। তাঁহাদের বাল্য-কালে বিবাহ হয়। বিলাত হইতে উমেশচন্দ্র আসিয়া তাঁহার স্ত্রীকে ইংরাজী, বাঙ্গালা ভাষা উত্তমরূপে শিক্ষিত করেন। তিনি পতিব্রতা, দানশীলা, হিন্দু রমণী ছিলেন। পরে তিনি চর্ম্মরোগে আক্রান্ত হইয়া বিলাতে Croydon এ Kidderpore House এ বাস করিতেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে তথায় তিনি বাইবেল পড়িয়া খৃষ্টধর্ম্মে আকৃষ্টা হন এবং তিনি

Christian হন। তজ্জন্য অনেকে মনে করেন যখন তাঁহার স্ত্রী খৃষ্টীয়ান তিনিও খৃষ্টীয়ান ছিলেন। কিন্তু এ ভুল ধারণা।

*　　　*　　　*

১৯০৬ খৃষ্টাব্দে জুলাই মাসে যখন বিলাতে উমেশচন্দ্রের মৃত্যু হয় তখন কলিকাতা হাইকোর্টের Acting চিফ জষ্টিস্ স্বর্গীয় চন্দ্রমাধব ঘোষ ছিলেন। এড্‌ভোকেট জেনারেল স্বর্গীয় (স্যার) সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ ছিলেন। স্বর্গীয় রায় রামচন্দ্র মিত্র বাহাদুর সরকারী উকিল। মৃত কালীনাথ মিত্র C. I. E. এটর্ণি সভার সভাপতি ছিলেন। তাঁহারা সর্ব্ববাদীসম্মতিক্রমে উমেশচন্দ্রের সুখ্যাতি করেন। হাইকোর্টে উমেশচন্দ্র একটী উজ্জল রত্ন ছিলেন—ইহা Acting চিফ্ জাষ্টিস্ বলেন।

*　　　*　　　*

উমেশচন্দ্র ওরফে মতিবাবু কিশোর বয়সে অসৎ সঙ্গে মিশিয়া পানদোষ অভ্যাস করেন। তিনি ১৮ বৎসর পর্য্যন্ত বিশৃঙ্খল জীবন যাপন করিয়া বিলাতে গমন। বোম্বাই সহরের একজন পার্শী নাগরিকের বৃত্তির সাহায্যে তিনি বিলাত যাত্রা করেন। বোম্বাই সহরে যখন কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন হয়, বোম্বাই সহরের নাগরিকগণ তাঁহাকে প্রথম সভাপতি নির্ব্বাচন করেন। এদেশে প্রবাদ আছে "গেঁয়ো যুগীর ভিক্ষা মিলে না" (No man is prophet at home); উমেশচন্দ্রের জীবনে তাহা স্পষ্ট প্রমাণিত হইয়াছিল উমেশচন্দ্রের বাগ্মীতা বোম্বাই সহরের নাগরিকগণ তারিপ করিতেন এবং তাঁহাকে যথেষ্ট সম্মান করিতেন। বোম্বাই সহর তাহাকে উন্নত করে।

*　　　*　　　*

উমেশচন্দ্রের ৭ জন খুল্লতাত ছিলেন। বর্ত্তমান লেখকের পিতা ৺শম্ভুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় উমেশচন্দ্রের মেজো কাকা ছিলেন। তাঁহার সেজো

কাকা শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন। ইতি খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হন। ইনি ভারত গভর্ণমেণ্টের অধীনে Finance বিভাগে উচ্চ কর্ম্মচারী ছিলেন তাঁহার ন কাকা মহেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। ইনি এটর্ণি গণেশচন্দ্র চন্দ্র মহাশয়ের এটর্ণি অফিসের Conveyancing clerk (অর্থাৎ মুসবিদা কেরাণী) ছিলেন। তাঁহার রাঙ্গা কাকা রাজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ওরফে রাজেন্দ্র মিশ্র ছিলেন। ইনি কলিকাতা হাইকোর্টের উকিল ছিলেন এবং Bengal Law Reporter নামক আইন সম্বন্ধীয় মাসিক পত্রের অন্যতম সম্পাদক ছিলেন। তিনি কলিকাতার উত্তর বিভাগে Calcutta Reading Room নামক পাঠাগার প্রতিষ্ঠা করেন। এক্ষণে উহা United Reading Room নামে বিখ্যাত এবং ৬৭।২।১ নং নিমতলা ঘাট ষ্ট্রীটে অবস্থিত। তিনি কটকে সরকারী উকিল অবস্থায় মৃত হয়েন। তাঁহার নতুন কাকা ভৈরবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কলিকাতা হাইকোর্টের উকিল ও উকিল লাইব্রেরী ও বেথুন কলেজের Secretary ছিলেন। তিনি সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের কর্ত্তৃপক্ষের মধ্যে একজন ছিলেন। তৎপরের কাকা বটুবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় এটর্ণি শ্যামলধন দত্ত পরে জয়কৃষ্ণ গাঙ্গুলীর অপিসের প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন। তাঁহার ছোট কাকা কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় Accountant General of Bengal অপিসের একজন auditor ছিলেন।

* * *

তদানীন্তন সিভিলিয়ানগণ উমেশচন্দ্রকে পছন্দ করিতেন না। কারণ তাঁহার মাসিক প্রচুর রোজগার উহাদের চক্ষুঃশূল ছিল। তিনি যখন ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে অক্টোবর মাসে আড়ম্বরের সহিত দার্জ্জিলিং যাইয়া Woodland Hotelএ একটী কামরা ভাড়া করেন, তাঁহার আসবাবপত্র প্রভৃতি দেখিয়া সিভিলিয়ানগণ উক্ত হোটেলের কার্য্যাধ্যক্ষকে বলেন উমেশচন্দ্র উক্ত

হোটেলে থাকিলে তাঁহারা উক্ত হোটেল ত্যাগ করিবেন। তাহা শুনিয়া উমেশচন্দ্র উক্ত হোটেল ত্যাগ করিয়া একটা পৃথক্ বাটী মাসিক ৫০০৲ ভাড়ায় গ্রহণ করেন। তৎপরে বাঙ্গালীগণের জন্য Lewis Jubilee Sanitarium স্থাপিত হয়। উহাতে রঙ্গপুরের ও কুচবিহারের রাজার অনেক দান আছে।

* * *

উমেশচন্দ্রের toleration ও moderation অর্থাৎ সহ্যগুণ অতিশয় পরিমাণে ছিল। তিনি পরের দোষ দেখিয়া তাহা শক্রতা সাধন করিতেন না। যাহাতে তাহার দোষ সংশোধন হয় তাহার চেষ্টা করিতেন। তিনি সব বিষয়ে নিজেদের limitation বুঝিতেন তজ্জন্য তিনি যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন Congress কোন বিপদে বা কোন Himalyan blunderএ পতিত হয় নাই। তিনি Congressএ যোগদান করাতে বিলাতে ইংরেজগণ উহা সম্মানের চক্ষে দেখিতেন। এলাহাবাদ কংগ্রেসের তাঁহার সভাপতির অভিভাষণ পাঠ করিয়া 'Pioneer' বলিল উক্ত বক্তৃতা Colourless অর্থাৎ রঙ বিহীন (সাদাসিদে) ছিল। তাহাতে স্বদেশ বাসীগণকে উৎসাহ দিয়াছিলেন, তাঁহার ভুলভ্রান্তি স্পষ্টরূপ বুঝাইয়া দিয়াছিলেন কোন বিদ্রোহাত্মক কোন উত্তেজনা ছিল না তাহা হইলেই গভর্ণমেণ্ট আইনের নাগপাশে উহা দমন করিতে পারিতেন। 'Pioneer' তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধি না হওয়ায় ব্যর্থ মনোরথে অযথা উক্ত অভ্যর্থনার নিন্দাবাদ করেন।

* * *

উমেশচন্দ্রের বক্তৃতা ও (স্যার) সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তৃতার মধ্যে অনেক প্রভেদ ছিল। উমেশচন্দ্রের বক্তৃতা শ্রোতার intellect (বুদ্ধিবৃত্তি) কে appeal করিত অর্থাৎ আঘাত করিত। অর্থাৎ

উমেশচন্দ্রের বক্তৃতা শুনিয়া শ্রোতাগণ বুঝিবার স্মরণ রাখিবার চেষ্টা হইত। ইহা সারবান ও জ্ঞানগর্ভ ছিল। কিন্তু সুরেন্দ্রনাথের বক্তৃতা emotion (feeling) (অর্থাৎ মনোবেদনা)কে আঘাত করিত। তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া শ্রোতা ক্রোধাভিভুত, করুণাভাবে আপ্লুত বা ক্রন্দন পরায়ন হইতেন। বক্তৃতা শুনিয়া একটা সাময়িক উত্তেজনা হইত কিন্তু হল হইতে বহির্গত হইলে সকল বিষয় মন হইতে মুছিয়া যাইত। পার্লিয়ামেণ্টের সভ্য W. S. Caine সাহেব বিডন স্কোয়ারের কংগ্রেসে সুরেন্দ্রনাথের বক্তৃতা শুনিয়া চমৎকৃত হইয়াছিলেন কিন্তু বলিলেন সুরেন্দ্রনাথ 'bag of wind' হইতেছেন। লালমোহন ঘোষের বক্তৃতা পদলালিত্য দ্বারা feelingএ আঘাত দিত কিন্তু কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তৃতা নানা নূতন চিন্তায় নূতন ভাবের উদ্রেক করিয়া শ্রোতার মন আপ্লুত হইত।

* * *

তদানীন্তন সিভিলিয়ানগণের মধ্যে বিখ্যাত পণ্ডিত W. W. Hunter (যিনি ভারতবর্ষের ইতিহাস লিখিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন) উমেশচন্দ্রকে খাতির করিতেন।

* * *

ডাক্তার শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে উমেশচন্দ্র গুরুজী বলিতেন। তাঁহার "রীস ও রায়ত" নামক সাপ্তাহিক পত্র তিনি রীতিমত আদ্যোপান্ত পাঠ করিতেন এবং তাঁহাকে আন্তরিক ভক্তি করিতেন। অমৃতবাজার পত্রিকার শিশিরকুমার ঘোষকে তিনি "দাদা" বলিতেন।

* * *

উমেশচন্দ্রের সাত পিসি ছিল। তিনি সকলের খোঁজ খবর লইতেন। তিনি আত্মীয়গণের যখন যে অভাব অভিযোগ হইত তিনি অযাচিতভাবে

তাহা পূরণ করিতেন। তিনি প্রতি বৎসর জুলাই মাসে বিলাত যাইতেন এবং নভেম্বর মাসে ফিরিয়া আসিতেন। তিনি আসিয়া তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতার নিকট খবর লইতেন তাঁহার পিতা মাতার বাৎসরিক শ্রাদ্ধ তিনি করিয়াছেন কি না এবং কত খরচ করিয়াছিলেন।

*   *   *

তিনি অনুষ্ঠানিক হিন্দু ছিলেন না বটে কিন্তু যাহারা আনুষ্ঠানিক হিন্দু ছিলেন তাঁহাদিগকে ভক্তি শ্রদ্ধা করিতেন। তিনি সামাজিক ব্যাপারে সমুদয় খরচ বহন করিতেন বটে কিন্তু সংস্পর্শ দোষের ভয়ে তিনি তফাৎ থাকিতেন।

*   *   *

লর্ড রিপনের সময় Ilbert Bill আন্দোলন হয় তাহাতে Anglo-Indianগণ দেশী ম্যাজিষ্ট্রেটগণের সমীপ বিচার চাহে না বলিয়া উক্ত পাণ্ডুলিপির বিরুদ্ধে আন্দোলন করে। তখন উমেশচন্দ্র রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন এবং দেশবাসীর পক্ষ সমর্থন করেন।

*   *   *

উমেশচন্দ্রের ভাগ্নেয় সকলেই কৃতী। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ব্যারিষ্টার ছিলেন। তদীয় ভ্রাতা সুরেশচন্দ্র এটর্ণি। উমেশচন্দ্রের দ্বিতীয় ভগ্নীর পুত্র দেবেশ্বর মুখোপাধ্যায় এটর্ণি এবং তাহার ভ্রাতাগণ সকলেই কৃতী। তাঁহার চতুর্থ ভগ্নীর পুত্র শ্রীজ্যোতিপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় আলিপুর জজ কোর্টের উকিল।

—— ০ ——

সপ্তদশ অধ্যায়।

Indeed the primary character of a man is specially descernible in trifles.

Sir. A. Helps.

কয়েকটী টিপ্পনী।

মিষ্টার George Yuleকে তিনি কংগ্রেস মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। তাঁহার মন্ত্রে উৎসাহিত হইয়া এলাহাবাদে তিনি চতুর্থ অধিবেশনে সভাপতি হইয়াছিলেন। পণ্ডিত অযোধ্যানাথ তাঁহার মন্ত্র শিষ্য। তিনি নাগপুর কংগ্রেসে যাইয়া পর বৎসর এলাহাবাদে চার বৎসরের কংগ্রেস হইবে বলিয়া আমন্ত্রণ করেন। কিন্তু নাগপুরের অমরাবতী হইতে প্রত্যাবর্ত্তন কালে তিনি শ্লেষ্মা অর্জ্জন করিয়া ১৮৯২ জানুয়ারীতে মানবলীলা সম্বরণ করেন। মহামতি মিষ্টার Bradlaugh M. P.কে বোম্বাই সহরে ১৮৮৯ খৃঃ অর্থাৎ পঞ্চম অধিবেশনে আনা কেবল মাত্র উমেশচন্দ্রের চেষ্টায় ও খাতিরের ফল। তখন এমন উল্লেখযোগ্য পার্লিয়ামেণ্টের সদস্য ছিল না যিনি উমেশচন্দ্রকে খাতির করিত না।

*　　　*　　　*

একৃকালে অর্থাৎ ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে টিভলি গার্ডেনে ভূপেন্দ্রনাথ বসু কংগ্রেস (Voluteer) স্বেচ্ছাবাহিনীর নেতা (Captain) ছিলেন। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা কংগ্রেসের অভ্যর্থনা সমিতির Chairman

(সভাপতি) হন এবং ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মান্দ্রাজ কংগ্রেসের সভাপতি হইয়াছিলেন। তাঁহাকে উমেশচন্দ্র যথেষ্ট স্নেহ করিতেন।

* * *

বৈষয়িক ব্যবহারে স্থিতধী হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় মকদ্দমা সংক্রান্তে অনেকবার উমেশচন্দ্রের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন। হীরেনবাবু তাঁহার অদ্ভুত মেধার উদাহরণ দেন এবং বলেন তাঁহার পরবর্ত্তী ব্যারিষ্টারগণ তাঁহার সহিত তুলনা হয় না। তিনি সর্ব্বাংশে তাহাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কি মুশবিদা, কি বক্তৃতা তাঁহার মতন কেহ হয় নাই। বর্ত্তমান লেখককে স্বর্গীয় নিমাইচরণ বসু মহাশয় ঐ মর্ম্মে বলিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন মিষ্টার নর্টন (Norton) কতকটা তাঁহাকে অনুকরণ করিতে পারিয়াছিলেন। তিনি এক্ষণে মৃত।

* * *

স্বর্গীয় অভয়চরণ ঘোষ (যিনি উমেশচন্দ্রের সহপাঠী) উমেশচন্দ্রের খাস এটর্ণি ছিলেন। স্বর্গীয় গণেশচন্দ্র চন্দ্র মহাশয়ও কিছু কিছু তাঁহার কাজ করিতেন। সকল ইংরেজ এটর্ণিগণ যথা Morgan & Co., Orr, Dignam & Co., Sanderson & Co., Leslie Hinds, Carutherrs, Remfry and Rose প্রভৃতি তাঁহাকে রীতিমত কাজ দিতেন। দেশী এটর্ণিগণের মধ্যে নিম্নলিখিত এটর্ণি তাঁহাকে মোকদ্দমা দিতেন :—(স্বর্গীয়) নিমাইচরণ বসু, (স্বর্গীয়) কালীনাথ মিত্র, (স্বর্গীয়) ভূপেন্দ্রনাথ বসু, (স্বর্গীয়) মুরলীধর ঘোষ, (স্বর্গীয়) নরেন্দ্রনাথ সেন এবং কোম্পানী, (স্বর্গীয়) সীতানাথ দাস, (স্বর্গীয়) অপূর্ব্বকৃষ্ণ গাঙ্গুলী, (স্বর্গীয়) নবদ্বীপচন্দ্র রায়, (স্বর্গীয়) মহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও তদীয় পুত্র (স্বর্গীয়) যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, (স্বর্গীয়) নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, (স্বর্গীয়) নবীনচন্দ্র বড়াল, (স্বর্গীয়) গিরিশচন্দ্র শেঠ,

(স্বর্গীয়) পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, (স্বর্গীয়) আশুতোষ ধর, (স্বর্গীয়) যোগেনচন্দ্র দত্ত, শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীপ্রিয়নাথ সেন প্রভৃতি।

*　　　*　　　*

হাইকোর্টের উকিল উমাকালী মুখোপাধ্যায় উমেশচন্দ্রের অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। খিদিরপুরে উমাকালীবাবু তাঁহাকে প্রায়ই নিমন্ত্রণ করিতেন। তাঁহার বাটীর সম্মুখে তাঁহার আত্মীয় গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বাস করিতেন। বাল্যকালে গোপালচন্দ্রের উপর উমেশচন্দ্রকে শাসন করিবার ভার তাঁহার মাতা অর্পণ করিতেন। উমেশচন্দ্র মার খাইয়া বলিতেন— "আমি এ বাড়ী ছাড়িয়া চৌরঙ্গীতে বাড়ী করিব এবং সেখান হইতে আসিব না"। এই গোপালচন্দ্র পীতাম্বরের প্রথমা কন্যায় কনিষ্ঠ পুত্র। গোপালচন্দ্রের এক পুত্র শ্রীজীবনহরি মুখোপাধ্যায় আলীপুরের কোর্টের একজন খ্যাতনামা উকিল।

*　　　*　　　*

উকিলগণের মধ্যে স্বর্গীয় মহেশচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়কে উমেশচন্দ্র খুব মান্য করিতেন। স্বর্গীয় শ্রীনাথ দাস ও নীলমাধব বসুকে খাতির করিতেন। হাইকোর্টে উমেশচন্দ্রের সমসাময়িক উকিল স্বর্গীয় ত্রৈলক্ষ্যনাথ মিত্র ডি, এল, (স্বর্গীয়) গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, (স্বর্গীয়) চন্দ্রমাধব ঘোষ, (স্বর্গীয়) হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, (স্বর্গীয়) অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়। কৃষ্ণনগরের ৺হরপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় তাঁহাকে প্রায়ই সিনিয়ার রাখিতেন।

*　　　*　　　*

উমেশচন্দ্রের কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী জানকী দেবীর পুত্র বিলাতে সামরিক বিভাগ Sandhurstএ শিক্ষা লইতেছে। তাঁহার জামাতা বিখ্যাত Cricketeer জয়পাল সিংহ। উমেশচন্দ্রের প্রথমা কন্যা অপুত্রক। দ্বিতীয়া কন্যা অবিবাহিতা অবস্থায় মারা যায়। তিনি Lahore

Medical Collegeএ তাহার যাবতীয় তেজ্য সম্পত্তি দান করিয়াছিলেন। তৃতীয়া কন্যা প্রমিলা দেবী। ইনি বিখ্যাত ব্যারিষ্টার A. N. Chaudhuryর সহিত বিবাহ করিয়াছেন। তাঁহাদের পুত্রগণ কৃতী হইতেছে।

* * *

পীতাম্বরের সন্তানগণের কিঞ্চিৎ পরিচয় দিয়াছি। পীতাম্বর বলিতেন —আমি এক পুত্র অর্থাৎ রাজ রাজেন্দ্রচন্দ্রকে নারায়ণ মিশ্রের বাটী পোষ্যপুত্র দিয়াছি, অপর পুত্র (অর্থাৎ ভৈরবচন্দ্রকে) উমাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাটীতে পোষ্যপুত্র দিয়াছি, অপর পুত্র (অর্থাৎ শিবচন্দ্রকে) ডফ্ সাহেবকে পোষ্য পুত্র দিয়াছি। শিবচন্দ্রের সন্তানগণ সকলেই কৃতী। মিষ্টার ডি, এন, বোনার্জ্জি লক্ষ্ণৌএর একজন তালুকদার ও ব্যারিষ্টার। Pitt Bonarji বিলাতে High Commissioner আপিসে একজন উচ্চ কর্ম্মচারী। Duff Bonarji ইংলণ্ডে Brighton সহরে একজন পুরাতন গির্জ্জার পাদ্রী। শিবচন্দ্রের কনিষ্ঠ পুত্র V. M. Bonarji একজন অবসর প্রাপ্ত সব ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট। ডি, এন, বোনার্জ্জির এক পুত্র ব্যারিষ্টার, অপর এক পুত্র একজন I. C. S. যুক্ত প্রদেশে ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের কর্ম্ম করিতেছে।

* * *

পীতাম্বরের কন্যাগণের সহিত কুলীন ব্রাহ্মণগণের বিবাহ হইয়াছিল কারণ বঙ্গীয় কুলীনগণের কন্যাগত কুল অর্থাৎ কন্যাকে স্বভাব কুলীনের সহিত বিবাহ দিলে কুল রক্ষা হয়। জয়কৃষ্ণ গাঙ্গুলী ব্যতীত পীতাম্বরের জামাতাগণ প্রায়ই ঘরজামাই ছিল কিন্তু তাঁহার দৌহিত্রগণ কৃতী হইয়াছিলেন, যথা— হরিদাস চট্টোপাধ্যায় গয়া, খুলনা প্রভৃতি স্থানের ডিষ্ট্রীক্ট ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। সত্যহরি চট্টোপাধ্যায় কলিকাতা মেডিকেল কলেজের এম, বি ও কাটোয়ার

বিখ্যাত ডাক্তার ছিলেন। বেহালার বেণীমাধব মুখোপাধ্যায় (ইনি ব্যারিষ্টার উমেশচন্দ্রের "বাবু" ছিলেন)। দৌহিত্র পুত্র পরেশনাথ চট্টোপাধ্যায় হুগলী পরে খুলনায় সব জজ ছিলেন। তাঁহার কনিষ্ঠ জামাতা বেলুড়ের জয়কৃষ্ণ গঙ্গোপাধ্যায় বিবাহের পর এটর্ণি হন এবং তিনিই গিরীশচন্দ্রের মৃত্যুর পর তাঁহার আপিসের ভার গ্রহণ করেন। স্বর্গীয় জয়কৃষ্ণ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের দৌহিত্র মিষ্টার কান্তিচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কৃতী এটর্ণি পরে এড্‌-ভোকেট হইয়া এক্ষণে মহামান্য হাইকোর্টের Official Receiverএর কর্ম্ম করিতেছেন। পীতাম্বরের দৌহিত্র হরিদাস চট্টোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় এক্ষণে কলিকাতা করপোরেশনের কালেক্টার। তাঁহার মধ্যম ভ্রাতা রবীন্দ্রনাথ স্কটীশ চার্চ্চ কলেজের অধ্যাপক ও তাঁহার কনিষ্ঠ রামনাথ ডিষ্ট্রীক্ট ইঞ্জিনিয়ার।

* * *

পীতাম্বর শক্তি উপাসক হইলেও তিনি বলিদান প্রথা তাঁহার বংশে তুলিয়া দেন। একদা শ্রীশ্রী৺দুর্গাপূজা উপলক্ষে বলিদান চলিতেছে এমন সময়ে একটী বলিদানের ছাগ ভীত হইয়া পীতাম্বরের ক্রোড়ে দেশে আশ্রয় লয়। তাহা দেখিয়া আশ্রিত ছাগ বলি দেওয়া কোন মতেই বিধেয় নয় জানিয়া তিনি একেবারে কোনরূপ বলি তাঁহার বংশে নিষেধ করিয়া যান।

* * *

উমেশচন্দ্রের কনিষ্ঠ সহোদর সত্যধন বন্দ্যোপাধ্যায় কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ হইতে ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে এম, এ, পাশ করিলে তিনি বিলাতে যাইতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন তাহাতে উমেশচন্দ্রের মত ছিল না। তিনি তাঁহাকে এটর্ণি পাস তাঁহাদের পিতা গিরিশচন্দ্রের পদানুসরণ করিতে বলেন।

* * *

উমেশচন্দ্র তিনবার হাইকোর্টের জজিয়তী লইতে অস্বীকার করিয়াছিলেন। কারণ, ব্যারিষ্টার হইয়া আট বৎসরের মধ্যে তাহার মাসিক দশ হাজার টাকা আয় হইয়াছিল। তিনি বলিতেন আমার পৈতৃক এমন বিষয় নাই যে ৪,০০০ চারি হাজার টাকায় আমার সংসার খরচ চালাইয়া নিজ তপিল হইতে বক্রী খরচ সরবরাহ করি। তিনি বলিতেন "I am too poor to accept a puisne judgeship."

* * *

ওরিয়েণ্টাল সেমিনারী আমূল সংস্কারের জন্য তিনি ভুপেন্দ্রনাথ বসু, অপূর্ব্বকৃষ্ণ ঘোষ ও বর্ত্তমান সম্পাদক শ্রীঅমৃতকৃষ্ণ মল্লিকের নিকট অনেক সাহায্য ও সহানুভূতি পাইয়াছিলেন।

* * *

পীতাম্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ক্ষুধার্ত্তকে অন্ন দিতেন, নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দিতেন, বেকারকে চাকুরী দিতেন এবং যখন বয়োকনিষ্ঠগণকে আশীর্ব্বাদ করিতেন তিনি বলিতেন "লক্ষ পুষী হও" অর্থাৎ লক্ষ লোককে ভরণ পোষণ করিতে সক্ষম হও। পীতাম্বর এককথায় সর্ব্বভূতের আশ্রয় ছিলেন। পীতাম্বর আদর্শ পুরুষ ছিলেন।

* * *

☞ এখানে প্রকাশ থাকে যে বোম্বাই প্রদেশ বাঙ্গালি জাতিকে বরাবরই সম্মান করিয়া আসিতেছে। রাজা রামমোহন রায়ের স্মৃতি রক্ষার জন্য বোম্বাই প্রদেশের লোকই বাঙ্গালা দেশে টাকা পাঠান। হিন্দু পেট্রিয়টের সম্পাদক হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতিরক্ষার্থ বোম্বাই প্রদেশের লোকই কৃষ্ণদাস পালের হস্তে প্রথমেই টাকা পাঠান। বোম্বাই সহরে প্রথম কংগ্রেসে বাঙ্গালী উমেশচন্দ্রকে তাহারা প্রথম সভাপতি করেন। সুরেন্দ্রনাথের বোম্বাই প্রদেশে যথেষ্ট প্রতিপত্তি আছে। স্বর্গীয়

বালগঙ্গাধর তিলক, মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষকে গুরু বলিয়া জানিতেন। বর্গী হইয়া বোম্বাই প্রদেশের লোক একদা বাঙ্গালা লুণ্ঠন করিত কিন্তু তাহাদের বংশধর রাজনীতি সম্বন্ধে বাঙ্গালাকে তাঁহারা গুরু বলিয়া মানিত।

* * *

১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে একৃটিং এডভোকেট জেনারেল J. T. Woodroff ছিলেন। Justice Wilsonএর ঘরে এক পক্ষে Woodroff ছিলেন, অপর পক্ষে উমেশচন্দ্র ছিলেন। একটী বাঙ্গালা দলিলের ব্যাখ্যা লইয়া মতভেদ হইল। উমেশচন্দ্র দলিলখানি দেখিতে চাইলেন। উভয় মধ্যে যে কথোপকথন হইয়াছিল তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

উমেশচন্দ্র—বিজ্ঞ এডভোকেট জেনারেল যখন উক্ত বাঙ্গালা দলিল সম্বন্ধে এত নির্ভর করিতেছেন উহা আমার দেখা আবশ্যক, কারণ ইংরাজী তরজমা ঠিক হয় নাই।

Woodroff—বানার্জ্জি বলেন তিনি বাঙ্গালা ভাষা ভুলিয়া গিয়াছেন। তাহাই সম্ভব কারণ তিনি ইংরাজীতে অদ্ভুত ক্ষমতা লাভ করিয়াছেন।

উমেশচন্দ্র—মাতৃভাষা আমি ভুলিয়া যাইতে পারি না। আমি ইংরাজীর প্রশংসা শুনিতে চাই না। যদ্যপি বিজ্ঞ এডভোকেট জেনারাল তাহার উক্তি প্রত্যাহার না করেন আমি উহাকে মল্লযুদ্ধে আহ্বান করি। আশা করি Justice কিছু কালের জন্য অবসর গ্রহণ করেন।

বিচারপতি—মিষ্টার উডরফ আপনার অন্যায়। আপনি মিঃ বানার্জ্জি নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করুন। আমি আদালতকে bear-gardenএ পরিণত করিতে দিব না।

Woodroff—আদালতের আদেশ অনুসারে আমি মিষ্টার বানার্জ্জির নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।

অষ্টাদশ অধ্যায় ।

The evils that men do, live after them,
The good is oft interzd with their bones.

—*Julius Ceasar.*

উমেশচন্দ্রের মৃত্যুর পর।

ক্রয়ডনে ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে ২১শে জুলাই তারিখে উমেশচন্দ্রের মৃত্যুর পর লণ্ডনে এক স্মৃতিসভা হইয়াছিল। তাহাতে মহারথী দাদাভাই নৌরজী, মহামতি গোখ্‌লে প্রভৃতি মহাত্মাগণ উপস্থিত ছিলেন। সেই সভায় মহারথী দাদাভাই নৌরজী ইংরাজীতে যাহা বলিয়াছিলেন তাহার বাঙ্গালা অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ব হইল :—

উমেশচন্দ্রের উক্তিগুলি রাজনীতিজ্ঞের ন্যায় যুক্তিযুক্ত এবং দুরদর্শী যেহেতু উক্ত উক্তিগুলি অনেক গবেষণার ফল। তিনি অযথা গর্ব্ব বা উল্লাস প্রকাশ করিতেন না কিন্তু সেই সময়ে দায়িত্ব হইতে সঙ্কুচিত হইতেন না কিন্তু কংগ্রেস (যাহা তিনি এবং তাহার অনুচরগণ স্থাপিত করিয়াছিলেন) তাহার স্থায়িত্ব দেখিয়া তাঁহার আশা সফল দেখিয়া তাঁহার অপেক্ষা আর কেহ এত আহ্লাদিত হন নাই। কংগ্রেসের জন্ম হইতে তাঁহার মৃত্যু পর্য্যন্ত কংগ্রেসের জন্য তিনি প্রাণপণে পরিশ্রম করিয়াছিলেন। কংগ্রেস বৃটিস কমিটির সদস্য হিসাবে তিনি সেই পরিমাণে জ্ঞান এবং আগ্রহ দেখাইতেন। তাঁহার উপদেশ এবং কর্ত্তৃত্ব তাহাদের মন্ত্রণা সভায় সর্ব্বদাই মূল্যবান এবং ভারীত্ব প্রদান করিত। তাঁহার ব্যবসায় তিনি যে

শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিলেন তাঁহার পরিশ্রম এবং অধ্যবসায়ের ফল এবং তাহা অপেক্ষা তাঁহার নির্ভীকতা এবং স্বদেশপ্রিয়তা তাঁহাকে বিখ্যাত করিয়াছিল। তাঁহার ন্যায় একজন একনিষ্ঠ কর্ম্মী পাওয়া দুর্লভ এবং তাহারা তাঁহার উজ্জল দৃষ্টান্ত পাইয়া সান্তনা পাইবে। তাঁহাকে হারান অতি দুঃখের বিষয়। যদিও তাঁহারা তাঁহাকে হারাইয়াছে তাহারা কখনও তাঁহাকে ভুলিবে না কিম্বা তিনি ভারতবর্ষের জন্য যে মঙ্গল করিয়াছিলেন।

মহামতি গোখ্‌লে সেই সভায় ইংরাজীতে যাহা বলিয়াছিলেন তাহার বাঙ্গালা অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ব্যবহারজীবী হিসাবে একটী উজ্জ্বল রত্ন ছিলেন তাহার জন্য যে আমরা তাঁহাকে সবিস্ময় প্রশংসা এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি তাহা নহে। তাহা অপেক্ষা অধিক তিনি একজন উৎসাহপূর্ণ, অনুরাগবিশিষ্ট স্বদেশপ্রেমিক, দেশহিতৈষী, একজন জ্ঞানী দূরদর্শী নেতা, একজন অবিশ্রান্ত কর্ম্মী, এক ব্যক্তি যাহার মনের মহত্বতা এবং যাহার উচ্চতা তাহার প্রত্যেক উক্তিতে ছাপ মারা ছিল। তাঁহার মানসিক ক্ষমতা উচ্চদরের ছিল। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মনীষা যেরূপ সূক্ষ্ম, দোষগুণ বিচারক্ষম, তেজস্বী এবং ধারণক্ষম ছিল, তাঁহার স্মৃতিশক্তি যেরূপ অত্যাশ্চর্য্য, বুঝাইবার ক্ষমতা যেরূপ স্পষ্ট ও জ্যোতির্ম্ময়, মুগ্ধকারী বাগ্মীতা, অদ্ভুত পরিশ্রম এবং পদ্ধতি এবং নিয়মের আশ্চর্য্য অনুবর্ত্তীতা ছিল তাহাতে বন্দ্যোপাধ্যায় যে কোন কার্য্যক্ষেত্রে তিনি অবতীর্ণ হইতেন তাহাতেই উজ্জ্বল সফলতা লাভ করিতে পারিতেন। আরও মানব জীবনের ভবিষ্যৎ অবস্থা তাঁহার নখদর্পনে ছিল এবং দেশের সেবার জন্য তাহার অতুচ্চ ক্ষমতাগুলি নিয়োগ করিবার ইচ্ছা তাঁহার অতি প্রবল ছিল। এতদুপরি তাঁহার সুন্দর আকৃতি ছিল, অদ্ভুত স্মৃতিশক্তি এবং শক্তি এবং সংযমের সংযোগ যাহাতে তাঁহাকে মানবকেশরী করিয়া তুলিয়াছিল অর্থাৎ তাঁহাকে

দেখিলেই মানবের উৎকর্ষতা তাঁহাতে দেখা যাইত। এরূপ লোক যেখানেই থাকুন না কেন সেইখানেই প্রতিপত্তি লাভ করিবে। এবং স্বাধীন রাজত্বে তিনি রাজমন্ত্রীর পদ প্রাপ্ত হইতেন। আমরা ভারতবর্ষে তাঁহাকে দুইবার কংগ্রেসের সভাপতি করিয়াছিলাম। আরও বলিবার বিষয় যখন ২১ বৎসর পূর্ব্বে যখন এই মহাসভা প্রথম ভারতবর্ষে সমাগত বোম্বাই সহরে উদ্বোধন হয়, প্রতিনিধিগণ সর্ব্ববাদীসম্মত হইয়া তাঁহাকেই তাঁহাদের মন্ত্রণা কর্ত্তৃত্ব এবং শাসনের ভার তাঁহারই উপর অর্পণ করিয়াছিল এবং সেই সময় হইতে তাঁহার মৃত্যু পর্য্যন্ত তিনি এবং ২।৩ জন মহাপুরুষ সেই মহাযজ্ঞের হোতা স্বরূপ ছিলেন। তিনি অকাতরে তাঁহার মূল্যবান সময় এবং অর্থ সেই মহাযজ্ঞের জন্য দান করিয়াছিলেন এবং যে পরিমাণে দান করিয়াছিলেন তাহা আপামর সাধারণ কিছুই অবগত নহেন। তিনি আনন্দে কংগ্রেসের দুশ্চিন্তা বহন করিয়াছিলেন এবং তাহার সফলতার জন্য তাহার চেষ্টা অক্লান্ত ছিল এবং কোন ব্যক্তি কংগ্রেস সম্বন্ধে উপদেশ তাঁহার অপেক্ষা বেশী মূল্যবান ছিল না। তাহার অকুতোভয় সাহস ছিল এবং বিপদের সঙ্গে সঙ্গে উহা বৃদ্ধি পাইত এবং তাঁহার শক্তি এবং নিরাবিল মীমাংসা শক্তি স্বদেশবাসীগণের সবিস্ময় প্রশংসার বিষয় ছিল। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় যে পোতের অধ্যক্ষ সে পোত সর্ব্বদাই নিরাপদ।* তাঁহার বাগ্মীতা শ্রোতৃমণ্ডলীকে লোমাঞ্চিত করিত, চালনা করিত এবং দৈববলে উত্তেজিত করিত এবং তাঁহার কার্য্যোপযোগী তীক্ষ্ণবুদ্ধি ছিল যাহা কোন্‌টা সুসাধ্য কোন্‌টা অসাধ্য তাহা প্রভেদ করিতে পারিত এবং আবশ্যক হইলে তাঁহার ন্যায় কেহ দৃঢ়তার সহিত সংযম এবং শান্তমূর্ত্তি ধারণ করিতে পারিত না।

---

* তাঁহার মৃত্যুর পর সুরাটে দক্ষযজ্ঞ, দলাদলি ও পরে কংগ্রেসের কার্য্যকারী সমিতি বে-আইনী প্রভৃতি হইয়াছে।

গ্রন্থকার।

ঊনবিংশ অধ্যায়।

Pen is surer but tongue is a nicer instrument.

—*Helps.*

উমেশচন্দ্রের কতিপয় পত্র।

(তাহার বঙ্গানুবাদ)

হোটেল ডি লুভর
প্যারী (নগর)
আগষ্ট ১৮, ১৮৬৫ খ্রীঃ।

পূজনীয় মেজ কাকা, *

এতদিন আপনাকে কোন পত্র লিখি নাই তজ্জন্য আমি আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিব কি না জানি না। আমার অনেক সন্দেহ ছিল আমার চিঠি আপনার নিকট গ্রহণীয় হইবে কি না—তজ্জন্য লিখি নাই। যদ্যপি আমার আশঙ্কা বাস্তবিক ভিত্তিহীন হয়, তাহা হইলে আশা করি আপনি নিজগুণে আমাকে ক্ষমা করিবেন।

আমি আশা করি আপনি শুনিয়াছেন আমি ইয়ুরোপে এরূপ উন্নতি করিতেছি যাহা আমার প্রকৃত বন্ধু আমার নিকট আশা করিতে পারে।

---

* ইনি পীতাম্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যম পুত্র এবং এই গ্রন্থকারের পিতা স্বর্গীয় শম্ভুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

গ্রন্থকার।

লণ্ডনে আসা এবং তৎপরে আমার অবস্থা অতিশয় শোচনীয় হইয়াছিল। প্রথমতঃ লণ্ডনে আসিতে আমার প্রত্যেক বন্ধুই অতিশয় অযুক্তিকর কারণে মূর্খতার সহিত নির্ব্বন্ধাতিশয়ে আমার বিলাত যাত্রায় বাধা দিয়াছিল এবং তৎপরে বিলাতে আসিয়া একেবারে অপরিচিত ব্যক্তি হওয়ায় আমাকে অনেক অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছিল। আমি শীঘ্র উভয় বাধা অতিক্রম করিয়াছিলাম এবং এক্ষণে আমি নিজে নিজে বেশ অনুভব করিতেছি যে আমায় বিলাতে জীবন আশাতীত সুখময় ও কৃতার্থ হইয়াছে। আমি জাতিভেদ একেবারে জানি না, আমি স্বদেশবাসীগণের নীতিবিরুদ্ধ প্রথা সকলকে ঘৃণা করিতেছি এবং আমি একেবারে পরিবর্ত্তিত হইয়া এই পত্র লিখিতেছি। আমি আকৃতিতে পরিবর্ত্তিত হইয়াছি, পরিচ্ছদে পরিবর্ত্তিত হইয়াছি, ভাষায় পরিবর্ত্তিত হইয়াছি, চিন্তার ধারায় পরিবর্ত্তিত হইয়াছি—সংক্ষেপে এক কথায় পরিবর্ত্তিত—এবং প্রত্যেক বিষয়ে উত্তম দিকে পরিবর্ত্তিত বলিতে পারি। যে যে বিষয়ে আমাদের জাতি ঘৃণিত জাতি বলিয়া বিদিত সেই সকল বিষয় আমি পরিবর্ত্তিত হইয়াছি। কিরূপে এই পরিবর্ত্তন ঘটিল তাহা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপ বিবৃতি করিতে গেলে যে সময় ও স্থান আবশ্যক তাহা আমি এক্ষণে দিতে পারি না। এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে, যেরূপই তাহার বাল্যকাল হইতে কোন ব্যক্তি বিকৃত হউক না কেন, তাহার চতুর্দ্দিকের প্রভাব যতই ধ্বংসকর হউক না কেন, যতই তাহার বুদ্ধিবৃত্তি অন্যায়রূপে বিকৃত হউক না কেন— যে মুহূর্ত্তে সে ইয়ুরোপ (বিশেষতঃ ইংলণ্ডের) সুখময় ভূমিতে পদার্পণ করিবে এবং সুসভ্য বাতাস সেবন করিবে তৎক্ষণাৎ তাহাকে মানুষ পদবাচ্য করিবে। বিলাতে যাইবার পূর্ব্বে ব্যতীত অন্য কোন সময়ে বিঘ্ন দেবতাগণকে দেখি নাই। আমারও বাল্য বাঙ্গালী জীবনের বিষময় ফল ভোগ করিতে হইয়াছিল এক্ষণে আমি উহা ত্যাগ করিয়াছি—উহার যথার্থ

মূল আমি বোধ করিয়াছি বিশেষতঃ যখন আমি ইয়ুরোপের সহিত উহা তুলনা করি।

আমাদের জাতি এক্ষণে কেন এত নীচ কেন যখন বর্ব্বর তুরষ্ক জাতি উন্নতি করিতেছে—তাহার কারণ কি? ইহা নির্ণয় করিতে যাইলে একটী সুন্দর প্রবন্ধ হয়। আমরা যে নীচ অবস্থায় আছি—এ কথা বোধ হয় কেহ অস্বীকার করিবে না। যদ্যপি তাহা হয়, কেন উহা? কারণগুলি এত সর্ব্ববাদীসম্মত যে অনেকের মনেই স্বতঃ উদয় হয়। আপনি নিশ্চয় জানেন। যখন আমি পুনরায় আপনাকে চিঠি লিখিব উহা বিশেষ আলোচনা করিব।

গত কল্য আমি লণ্ডন ত্যাগ করিয়া দীর্ঘ ছুটির মধ্যে দুই মাস ব্যাপী মহাদেশ পর্য্যটনে বাহির হইয়াছি। আমি মনস্ত করিয়াছি আমি সুইটজিলাণ্ড, জার্ম্মানী, ফ্রান্স (অবশ্য সেইখান হইতেই এই পত্র আমি লিখিতেছি) এবং ইটালিতেও আমি যাইতে পারি।

প্যারী অতি সুন্দর স্থান! যাহারা প্যারীকে পৃথিবীর মধ্যে সুন্দরতম নগর বলে তাহারা আদৌ অত্যুক্তি করে না। আমি সমস্ত ভূমণ্ডল দেখি নাই, আপনি অবগত আছেন। কিন্তু প্যারী সম্বন্ধে আমার মত এই সর্ব্ববাদীসম্মত সত্যের উপর নির্ভর করিয়া স্থাপন করিয়াছি, যথা—লণ্ডন এবং কলিকাতা নিশ্চয়ই দুইটী শ্রেষ্ঠ নগর। প্যারীর সহিত তুলনায় লণ্ডন যথার্থই একটী অন্ধকূপ এবং কলিকাতা প্যারীর সহিত তুলনা হয় না—যদিও কলিকাতা নয়ানচাঁদ দত্তের ষ্ট্রীটে এবং পাঞ্চী ধোপানী গলি থাকাস্বত্ত্বেও উহাকে "অট্টালিকারনগর" (City of palaces) বলা যায়। আমার বোধ হয় কলিকাতার সহিত প্যারীর তুলনা করা নিতান্ত অন্যায়। উহাদের মধ্যে এত প্রভেদ যে কলিকাতা গভর্ণমেণ্ট হাউসের সহিত ২৪ নং নয়ানচাঁদ দত্তের ষ্ট্রীটের তুলনা এবং বেলভদ্র ছোটলাট সাহেবের বাটী এবং ১৯ নং

নয়ানচাঁদ দত্ত ষ্ট্রীট। আমি গত রাত্রে প্যারী নগরে উপস্থিত হইয়াছিলাম এবং Champs Elysee মার্গের মাঠে বেড়াইতে গিয়াছিলাম, আহা, ইহা কি সুন্দর। যাহা আমি দেখিয়াছিলাম আমি বর্ণনা করিতে অক্ষম। ইহা বাস্তবিক বর্ণনাতীত।

কিন্তু আমার আশঙ্কা হইতেছে আমি আপনাকে ধৈর্য্যচ্যুত করিতেছি। আমি অবশ্য এই পত্র শেষ করিব। সাধারণতঃ বাঙ্গালী সমাজের উপর আপনার স্পষ্ট অভিমত প্রকাশ করিয়া অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাকে লিখিবেন। আমার ঠিকানা নিম্নে দিলাম।

আশা করি আপনি, মেজ কাকী এবং ছোট ছোট শিশুগণ (পণ্ডিতকে বাদ না দিয়া)* সুস্থ শরীর ও সুস্থ চিত্তে ভোগ করিতেছেন।

আপনার স্নেহপূর্ণ ভ্রাতুষ্পুত্র

W. C. Bonnerjee.

(১)

পূজনীয়

শ্রীযুক্ত বাবু শম্ভুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতা।

পুনশ্চ—লণ্ডনে আমার ঠিকানা এই :—

W. C. Bonnerjee

১০৮ ডেনবাই ষ্ট্রীট,

সেণ্ট জর্জ্জ রোড,

লণ্ডন,

দক্ষিণ পশ্চিম।

---

* পণ্ডিত ওরফে মহেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় শম্ভুচন্দ্রের প্রথম পক্ষের পুত্র।

লেখক।

চিঠির শিরোনামা

মার্শেল দিয়া
বোম্বাই

* পূজনীয় শম্ভুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
২৯, নয়ানচাঁদ দত্তের ষ্ট্রীট,
সিমলা, কলিকাতা।
Les Indes Orientaly বঙ্গদেশ।

(২)

পীতাম্বর বন্দ্যোপাধ্যায় সম্বন্ধে উমেশচন্দ্র লিখিতেছেন :—

খিদিরপুর (নামক) বাটী।
বেডফোর্ড পার্ক, ক্রয়ডন।
১লা জুলাই, ১৯০৪।

স্নেহাস্পদ কৃষ্ণলাল,

তুমি যে National Magazine পত্রিকায় আমার পিতার জীবনী সম্বন্ধে প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে উহার এক কপি আমাকে প্রেরণ করায় আমি তোমাকে ধন্যবাদ দিতেছি। আমাদের পিতামহের জীবনী লিখিতে পার না? তিনি বাস্তবিকই একজন মহৎ লোক ছিলেন কারণ তিনি নিজের চেষ্টায় নিজেকে শিক্ষিত করিয়াছিলেন এবং আমাদের স্বদেশীগণের মধ্যে একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি হইয়াছিলেন। তুমি যাহা তাহার সম্বন্ধে আমার পিতার জীবনীতে লিখিয়াছ তাহা অতিশয় সামান্য বিবরণ হইয়াছে।

আশা করি তুমি ভাল আছ এবং নিজ ব্যবসায় উন্নতি করিতেছ।

তোমার শ্রদ্ধাস্পদ
W. C. Bonnerjee.

শ্রীযুক্ত কৃষ্ণলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এল বরাবরেষু।

---

* ইনি এই পুস্তক প্রণেতার পিতা হইতেছেন।

গ্রন্থকার।

(৩)

খিদিরপুর (নামক বাটী)
বেডফোর্ড পার্ক, ক্রয়ডন।
৫ই আগষ্ট, ১৯০৪।

স্নেহাস্পদ কৃষ্ণলাল,

* * * আমি ছাড়া আমরা সকলে ভাল আছি। আমার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইয়াছে এবং আমার চক্ষু দৃষ্টি দোষ হইয়াছে। ফলে আমি পার্লিয়ামেণ্টে প্রবেশের চেষ্টা ত্যাগ করিলাম। আমি নিজ ব্যবসার কার্য্য করিতেছি মাত্র আর কিছুই করিতেছি না।

তোমার স্নেহময়ী মাতাকে আমার জন্য চিন্তিত হইতে বারণ করিবে। আমি উত্তর ওএল্‌স্‌ ৮ সপ্তাহের বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য যাইতেছি এবং আশা করি তথায় যাইয়া আমার শরীর সারিয়া যাইবে।

তোমার শ্রদ্ধাস্পদ
W. C. Bonnerjee.

শ্রীকৃষ্ণলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, বি, এল, বরাবরেষু।

(৪)

উত্তর ওয়েলস্‌ হইতে তিনি পীতাম্বর বন্দ্যোপাধ্যায় সম্বন্ধে এই কথা লিখিয়াছিলেন—

লেনডুডিও
২৪শে আগষ্ট ১৯০৪।

স্নেহাস্পদ কৃষ্ণলাল,

৪ঠা আগষ্ট তারিখের ভারতীয় ডাকের দ্বারা ক্রয়ডনে তোমার স্নেহের ২৮শে জুলাই তারিখের চিঠি এখানে প্রেরিত হইয়াছে যথায় আমি আমার স্বাস্থ্যের উন্নতির সংকল্পে বায়ু পরিবর্ত্তনের এবং বিশ্রামের জন্য আসিয়াছি।

* * * যদ্যপি আমি এখানে থাকিতাম তোমার চিঠি আমি যেখানে থাকিব।সেখানে প্রেরিত হইবে এরূপ আমার আদেশ আছে।

আমি শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম যে তুমি আমাদের পিতামহের জীবনী লিখিতে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াছ। তিনি সর্ব্বতোভাবে একজন অদ্ভূত লোক ছিলেন এবং সামান্য প্রারম্ভ করিয়া ভবিষ্যত জীবনে তিনি একজন দেশের এবং দশের মধ্যে গণ্যমান্য এবং উপকারী জীবন লাভ করিয়াছিলেন। যদিও তিনি দরিদ্র অবস্থায় মৃত হইয়াছেন তিনি প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন এবং ঐ অর্থ তিনি স্বহস্তে দান করিয়াছিলেন এবং যথার্থ কথা বলিতে কি সময়ে সময়ে তি'নি বিচার করিয়া অপাত্রে দান করিতেন। আমি তখন ঠিক নয় বৎসর শেষ করিতেছি যখন তিনি অগ্রহায়ণ মাসে শুক্লা দশমী তিথিতে তিনি মানবলীলা সম্বরণ করেন। যখন আমার ২।৩ বৎসর বয়স তখন আমার জ্যৈষ্ঠ ভ্রাতা গত হয়েন তাহা আমার স্মৃতিগোচর হইতেছে। তৎপয়ে পীতাম্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাল্য জীবন এবং তাঁহার উন্নতির চেষ্টা ও উদ্যম সম্বন্ধে তাঁহার এক বন্ধুর নিকট শুনিয়াছিলাম,— যিনি তাঁহার বাটীতে অনেক দিন বাস করিতেন কারণ তাঁহার প্রচুর সম্পত্তি দুর্ভাগ্যবশতঃ নষ্ট হইয়া যায়। তাঁহার নাম ছিল প্রেমচাঁদ পাল। আমি ক্রয়ডনে ফিরিয়া যাইয়া স্বচক্ষে যাহা দেখিয়াছিলাম তাহা লিখিব এবং তাঁহার সম্বন্ধে যাহা আমি শুনিয়াছিলাম তাহা লিখিয়া তোমাকে পাঠাইয়া দিব। আমি এখান হইতে উহা করিতে অক্ষম কারণ এখানে আমি কার্য্য পরাঙ্মুখ হইয়া নিস্তব্ধ থাকিতে চাই।

আমি আশা করি তুমি ভাল আছ।

তোমার শ্রদ্ধাস্পদ

W. C. Bonnerjee.

শ্রীকৃষ্ণলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বরাবরেষু।

(৪)

স্বদেশী আন্দোলন এবং দুর্গাপূজা সম্বন্ধে তাঁহার অভিমত নিম্নলিখিত চিঠিতে প্রকাশ পাইবে।

খিদিরপুর হাউস
বেডফোর্ড পার্ক
ক্রয়ডন।
৩রা নভেম্বর, ১৯০৫ খ্রীঃ।

স্নেহাস্পদ শ্রীমান্ কৃষ্ণলাল,

তোমার ১২ই অক্টোবর তারিখের চিঠি পাইয়া তোমাকে অতিশয় ধন্যবাদ দিতেছি। আমি দুর্গাপূজাকে শারদীয় ধান্য ফসল আদি সঞ্চয়-কালীন ভগবানকে ধন্যবাদ দিবার জন্য উৎসব বলিয়া মনে করি। ইহা একটী উল্লেখযোগ্য পূজা এবং রামায়ণ অনুসারে ইহা রামের দ্বারা প্রচলিত হইয়াছিল যেমন বাসন্তী পূজা পর্ব্ব বসন্ত কালে হয়। এই সকল পূজার যথার্থ উদ্দেশ্য লিঙ্গপূজার ক্রমতা বুঝায়—যাহা আমার বোধ হয় পৃথিবী মধ্যে যত পূজার পদ্ধতি প্রচলিত আছে তন্মধ্যে উহা অতি পুরাতন। আমরা বাঙ্গালা দেশে এই উৎসবকে এক কল্পনার আভরণ দিয়া পরিচ্ছদ পরাইয়াছি যাহাতে বিজয়া আলাপনের এক স্থায়ী মাধুর্য্য আছে। আমি তোমার বিজয়া নমস্কার প্রতি নমস্কার দিতেছি এবং আশা করি তুমি এবং তোমা-দের পরিবারবর্গের উন্নতিপূর্ণ এবং আগামী বিজয়া পর্য্যন্ত এবং তৎপর অনেক দিন পর্য্যন্ত আনন্দের বৎসর হয়।

আমি স্বদেশী আন্দোলনের সহিত আমার তীক্ষ্ণ সহানুভূতি আছে। ইহাতে প্রকাশ পায় যে জাতীয়তার শক্তি এখনও আমাদের মধ্যে বর্ত্তমান আছে এবং আমি বিশ্বাস করি যদ্যপি যথাযথরূপে ইহা পরিচালন করা যায় ইহাতে আমাদের অনেক মহৎ মঙ্গল সাধিত হইবে—যথা বিলাতে

ভারতীয় ব্যাপার সমূহে ইংরাজগণের মনোযোগ আকৃষ্ট হইবে শুধু ইহা নহে আমাদের বিলুপ্ত শিল্পগুলি পুনরুদ্ধার হইবে এবং দেশের শিল্প জীবনের সঞ্জীবনী শক্তি পাইবে।

ইহা দুঃখের বিষয় যে তোমার শেষ চিঠি আমি উত্তর দিতে পারি নাই। সে সময়ে আমি Westbaden ওয়েষ্টবাডেনে ছিলাম যখন আমি চিঠিখানি পাইয়াছিলাম এবং কোন প্রকারে উহা দৃষ্টির বহিভূত হইয়াছিল।

তোমার মাতাকে আমার প্রণাম জানাইবে এবং আন্তরিক শ্রদ্ধা তোমাদের সকলকেই জানাইতেছি।

আমি তোমার

শ্রদ্ধাস্পদ

W. C. Bonnerjee.

শ্রীমান্ কৃষ্ণলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বরাবরেষু।

(☞ অধীন গ্রন্থকার)

(৫)

স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় নাইট (Kt) পাইলে উমেশচন্দ্র তাঁহাকে এই পত্র লেখেন—

খিদিরপুর (হাউস)

বেডফোর্ড পার্ক,

২৪শে জুন, ১৯০৪ খ্রীঃ।

শ্রদ্ধেয় স্যার গুরুদাস,

সম্মুখস্থ সকালের কাগজ পড়িয়া জানিলাম শাসন ভারাক্রান্ত কর্ত্তৃপক্ষ আপনাকে 'নাইট' উপাধি দিয়া তাহার সম্মানিত হইয়াছে দেখিয়া আমি অনির্ব্বচনীয় আনন্দে আপ্লুত হইয়াছি। যদ্যপি আপনি কিছু মনে না

করেন আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি—আপনি যে যে পদ অলঙ্কৃত করিয়াছেন সেই সেই পদেই যোগ্যতার সহিত দেশের সেবা করিয়াছেন যাহা সাধারণে করিতে পারে না। একনিষ্ঠতা যাহা উচ্চ পদস্থ ব্যক্তি মধ্যে দেখা যায় না তাহা আপনাতে ছিল এবং এরূপ কর্ত্তব্যপরায়ণতা প্রায়ই দেখা যায় না। আপনি হাইকোর্টের জজ ছিলেন বলিয়া তত আপনাকে সম্মান করিতেছি তাহা নহে—যদিও আপনি প্রথম হইতেই একজন সৎ, ধার্ম্মিক, দাক্ষিণ্যতা পূর্ণ এবং উপযুক্ত বিচারক ছিলেন এবং শেষ পর্য্যন্ত সেই ভাব বজায় রাখিয়াছিলেন। আপনি দেশহিতৈষী এবং স্বাধীনচেতা কর্ম্মী বলিয়া আমার আন্তরিক ভক্তি এবং সম্মান লাভ করিয়াছেন। দেশের ও দশের যথার্থ মঙ্গল এবং আমাদের যুবকগণের মঙ্গল আপনার মনে সর্ব্বদা জাগরুক আছে। আমি আশা করি যে আপনি অবসর গ্রহণ করিয়াছেন তৎপরে অটুট, অক্ষুণ্ণ স্বাস্থ্য এবং শক্তি যেন ভগবান আপনাকে দেন যাহাতে আপনি দেশের উন্নতির জন্য তৎপর হইতে পারেন—যাহা আপনার জীবনের লক্ষ্য। আমাদের বন্ধু মিষ্টার রাজনারায়ণ মিত্র যিনি সৌভাগ্যবশতঃ তাহার কণ্ঠদেশে একটি Operation (ডাক্তারের অস্ত্র প্রয়োগ) অকাতরে সহ্য করিয়া সুস্থ হইয়াছেন তিনি আমার সম্মুখে বসিয়া আছেন এবং আপনাকে তাহার প্রণাম জানাইতে বলিয়াছেন এবং আমার ন্যায় তিনি আপনার পরিবার ও বংশাবলী মধ্যে আপনার দীর্ঘ এবং সুখময় জীবন প্রার্থনা করেন।

সসম্মানের সহিত বিশ্বাস করিবেন
চিরদিনের আপনার বন্ধু
W. C. Bonnerjee,

(৬)

মহারাজ-কুমার নীলকৃষ্ণ দেব বাহাদুর মহাশয়ের মৃত্যুর পর (রাজা)

বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর যে চিঠি উমেশচন্দ্রের নিকট হইতে পাইয়াছিলেন তাহার বাঙ্গালা অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ—

খিদিরপুর (হাউস)
বেডফোর্ড পার্ক,
ক্রয়ডন।
১৭ই জুলাই, ১৮৯১ খৃঃ।

স্নেহাস্পদ বিনয়কৃষ্ণ —

বিগত ডাকে আপনার ভ্রাতা মহারাজকুমার নীলকৃষ্ণ বাহাদুরের মৃত্যুর সংবাদ পাইয়া কিরূপ আশ্চর্য্যান্বিত ও দুঃখিত হইয়াছি তাহা লেখনী দ্বারা সম্যকরূপে প্রকাশ করিয়া বলিতে পারি না। তাঁহার মৃত্যুতে স্বদেশবাসীগণ একজন সত্যাগ্রহী, দেশহিতৈষী ব্যক্তিকে হারাইয়াছেন এবং তাহার বন্ধুগণ একজন স্নেহপূর্ণ, সদানন্দ, দয়ালু এবং বিবেচক বন্ধু এবং সহকর্ম্মী হারাইয়াছেন। তিনি গার্হস্থ্য জীবনে কি ছিলেন পরিবার-বর্গের বাহিরের লোক ছাড়া অপরের পক্ষে জানা অসম্ভব কিন্তু তথাকারও জীবনীও আমি কিছু কিছু জানি এবং যখন আমি যে বলিয়াছি সকল অবস্থায় লোকের পক্ষে তাহার মৃত্যু অপূরণীয় —আমি বিবেচনা করি তাঁহার অকাল এবং শোচনীয় মৃত্যুতে সহস্রের এক অংশ মাত্র দুঃখ প্রকাশ করিয়াছি। এই মহা বিপদের অবস্থার সময় আমার আন্তরিক সমবেদনা গ্রহণ করুন এবং অনুরোধ করিতেছি যে আপনি দুঃখে অভিভূত হইবেন না কিন্তু যথাসাধ্য তাহার সৎকার্য্য অদমনীয় অধ্যবসায় সহকারে উত্তর উত্তর বৃদ্ধি করিয়া তাঁহাদিগকে স্মৃতিপথে জাগ্রত রাখিবে। উক্ত সৎকার্য্য আপনি তাহার সহিত সহযোগে আপনাদিগের পিতার স্মৃতিকল্পে এবং যে উচ্চ বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ তাহার গৌরব বৃদ্ধি করিতে থাকুন। এ সময়ে আমার

পক্ষে অধিক কালক্ষেপ করা উচিত নহে এবং তজ্জন্য আমি এখানেই এই পত্র শেষ করিব।

শ্রদ্ধার সহিত আমি তোমাদের
স্নেহভাজন বন্ধু
W. C Bonnerjee,

মহারাজ—কুমার বিনয়কৃষ্ণ বাহাদুর
বরাবরেষু—

☞ স্থানাভাবে এই সংস্করণে কয়েকটী পত্র মাত্র প্রকাশিত হইল। তিনি বিলাত হইতে প্রতিবৎসরে কংগ্রেসে একটী করিয়া Message অর্থাৎ তাঁহার উপদেশ পাঠাইতেন। পাঠকগণের হস্তগত উমেশচন্দ্রের লিখিত কোন পত্র থাকিলে গ্রন্থকারের হস্তে প্রদান করিলে তিনি বাধিত হইবেন। ভবিষ্যৎ সংস্করণে তাহা প্রকাশিত হইবে। গ্রন্থকার।

বিংশ অধ্যায়।

When he speaks —
The Air, a charter'd libertine is still
And the mute wonder lurketh in men's ears,
To steal his sweet and honeyed sentences.

—*Shakespeare's King Henry V.*

উমেশচন্দ্রের বক্তৃতার অনূদিত কতক অংশ।

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেসের প্রধান উদ্দেশ্য সম্বন্ধে উমেশচন্দ্র বলিয়াছিলেন,—

(১) দেশের জাতীয় উন্নতিকল্পে যাঁহারা পরিশ্রম করিতেছেন তাঁহাদিগের পরস্পরের সহিত ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত হইবার সুযোগ দান ;

(২) স্বদেশহিতৈষীগণেয় পরস্পরে সাক্ষাৎ বন্ধুভাবে সাক্ষাতের দ্বারা যথাসম্ভব জাতীয়, প্রাদেশিক ও ধর্ম্মমূলক কুসংস্কারের আমূল উচ্ছেদ এবং জাতীয় একতা ভাবের দৃঢ়তা এবং পূর্ণতর বৃদ্ধির প্রেরণা (এই জাতীয় একতা প্রিয়দর্শন লর্ড রিপণের বিখ্যাত শাসনকালে উৎপন্ন হইয়াছিল)

(৩) ভারতবর্ষের শিক্ষিত সমাজের বিচারপূর্ণ মতামত—যাহা তাহাদের প্রতিনিধিগণের মুখ হইতে নিসৃত উহার বাদানুবাদের খাস খতিয়ান রাখা ;

(৪) স্বদেশের উপকারার্থে স্বদেশহিতৈষীগণ কি পদ্ধতিতে এবং পথে

তৎ বৎসরের দ্বাদশ মাস কি রাজনৈতিক কার্য্য করা হইবে তাহার আলোচনা এবং নির্দ্ধারণ করা।

১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে নাগপুর কংগ্রেসে স্থির হয়, বিলাতে কংগ্রেসের অধিবেশনের যে প্রস্তাব ছিল তাহা পরিত্যক্ত হউক। উমেশচন্দ্র প্রস্তাব করেন :—"সব আবশ্যক সংস্কার সাধিত না হওয়া পর্য্যন্ত কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন এদেশে চলিতে থাকুক।" পণ্ডিত অযোধ্যানাথ এই প্রস্তাবের সমর্থন করেন। পণ্ডিত অযোধ্যানাথ পর বৎসরের জন্য এলাহাবাদে কংগ্রেস আহ্বান করেন। ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে এলাহাবাদে উমেশচন্দ্র তাঁহার সম্বন্ধে বলেন—"পণ্ডিত অযোধ্যানাথকে পুনরায় Joint General Secretary নির্ব্বাচন করিবার প্রস্তাব উত্থাপন প্রসঙ্গে তিনি বলেন তাঁহার শরীর যেরূপ অসুস্থ, তাহার পক্ষে Secretary কার্য্য কষ্টসাধ্য, কিন্তু বিশেষ অনুরোধে তিনি সেই পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিতে সম্মত হয়েন। অসুস্থ শরীরে গুরু পরিশ্রমে কাতর অবস্থায় নাগপুর হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে তিনি পীড়িত হয়েন। গৃহে ফিরিয়া পণ্ডিত অযোধ্যানাথ শয্যা লইলেন—সেই শয্যাই তাঁহার মৃত্যুশয্যা হইল। অযোধ্যানাথ কংগ্রেসের কাজে প্রাণপাত করিয়াছিলেন।

এই অধিবেশনের পূর্ব্বেই দাদাভাই নৌরজী বিলাতে পার্লামেণ্টের সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। তিনিই পার্লামেণ্টে প্রথম ভারতবাসী Central Finsbury বৃটিস নির্ব্বাচকগণের প্রতিনিধি।

১৮৯২ খৃষ্টাব্দে এলাহাবাদ কংগ্রেসে মিষ্টার হিউমকে যথাযোগ্য প্রশংসা করিয়া অর্থাৎ তাঁহাকে "কংগ্রেসের জন্মদাতা" আখ্যা দিয়া বলেন বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট এদেশে নানাবিধ উন্নতিই কংগ্রেসের উন্নতির কারণ। তিনি বলিয়াছিলেন—এই লোক, ঐ লোকের বা কোন তৃতীয় ব্যক্তির আধিপত্যে

কংগ্রেসের উন্নতি হইয়াছে একথা বলা ঠিক নহে। ইংরেজ অধ্যাপকগণ তাহাদের দেশে গৌরবান্বিত গঠন সম্বন্ধে বাগ্মীতার সহিত বক্তৃতা দিয়া আমাদিগকে স্বাধীন দেশের শাসনপ্রণালী শিখাইয়াছে। ইংরেজ সওদাগরগণ কিরূপে দেশীয় উৎপন্ন পদার্থ কিরূপ ব্যবহারে আনিতে হয় তাহা শিখাইয়াছে। ইংরেজ ইঞ্জিনিয়ারগণ রেল স্থাপন করিয়া এই সাম্রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে এখানে আসিয়া একত্রিত হইয়া মন্ত্রণা করিতে সম্ভব করিয়াছে। ইংরেজ Planters (রোপনকারীগণ) কিরূপ দেশের উদ্ভিদ সকল কিরূপে উৎপন্ন করিতে হয় তাহা শিখিয়াছে। এই সকল আধিপত্যের সমষ্টি যাহা ইংরেজ শাসন হইতে উৎপন্ন হইয়াছে তাহাই কংগ্রেসকে সফলকাম করিয়াছে।

উমেশচন্দ্র মৃত্যুর তুই বৎসর পূর্ব্বে ক্রয়ডন গির্জ্জায় একদিন রবিবার সন্ধ্যার সময় ভারতবর্ষ সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা দেন তাহার সারাংশ যথা— "আপনারা এই বেদী হইতে রবিবারে আপনাদের ধর্ম্মপুস্তকের উদ্ধৃত পদাবলী আলোচনা করেন। কিন্তু আমি যে বিষয় আলোচনা করিব তাহা নীতিমূলক শ্রোতব্য। বাইবেলে বলে—"Do unto others as you would to be done by" অর্থাৎ আপনি নিজে যে আচরণ অপরের নিকট প্রত্যাশা করেন ঐরূপ আচরণ অপরের প্রতি করিবেন। ভারতবর্ষে যে আচরণ আপনারা করেন ঐ আচরণ কি আপনারা নিজে অপরের নিকট হইতে পাইতে ইচ্ছা করেন। যদ্যপি না করেন তবে এইরূপ করেন কেন?

পরিশিষ্ট।

স্বর্গীয় গিরীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজত্বকালে কলিকাতায় হিন্দু কলেজ ও কলিকাতা সুপ্রিম কোর্ট স্থাপিত হয়। সেই সময়ে অনেকে স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া খ্রীষ্টিয়ান হইয়া বিজেতাগণের দলে যোগদান করেন এবং খৃষ্ট-ভাবাপন্ন হন কিন্তু সেই সময়ে নিজস্ব বজায় রাখিয়া স্বজাতির সভ্যতা, সাহিত্যের গৌরব অক্ষুন্ন রাখিয়া যাহারা জগতের সম্মুখে দণ্ডায়মান ছিলেন —যাহারা জাতিত্ব, কুলাচার, বংশমর্য্যাদা অক্ষুন্ন রাখিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে স্বর্গীয় গিরীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় একজন অগ্রণী। তিনি ইংরেজ সভ্যতার অসারতা স্পষ্ট উপলব্ধি করিয়াছিলেন এবং স্ববাসীদিগকে তাহা স্পষ্ট বুঝাইয়া দিলেন। তিনি বড় বড় ইংরেজ ব্যারিষ্টার সলিসিটারগণের সহিত সমভাবে মেলামেষা করিতেন এবং তাঁহাদের নিকট যথেষ্ট সম্মান অর্জ্জন করিয়াছিলেন তিনি তদানীন্তন হাইকোর্টের ইংরেজ জজ, ব্যারিষ্টার এটর্ণিদিগকে স্পষ্ট দেখাইয়াছিলেন যে এদেশের লোকেরা আইন বিষয়ে মস্তিষ্ক তাহাদের অপেক্ষা ন্যূন নহে বরং অনেক অংশে তাহাদের চেয়ে উচ্চ। গিরিশচন্দ্র যখন কর্ম্মক্ষেত্রে অর্থাৎ কলিকাতা সুপ্রিম কোর্ট ও হাইকোর্টে প্রথম কর্ম্ম করিতে আরম্ভ করেন তখন উক্ত কোর্টের বিচারপতি সকলে ইংরেজ ছিলেন। ব্যারিষ্টার ও এটর্ণি সকলে ইংরেজ ছিলেন। তিনি ও পটলডাঙ্গার বেণীমাধব বন্দ্যোপাধ্যায়, জনাইয়ের পূর্ণচন্দ্র মুখো-পাধ্যায়, রমানাথ লাহা প্রভৃতি প্রথম হাইকোর্টের এটর্ণি হন। তাঁহার অংশীদার ছিলেন মিষ্টার জজ। তাঁহার অপিসের নাম ছিল জজ এণ্ড

বোনার্জ্জি। গিরিশচন্দ্র সে সময়ে কিরূপে ইংরাজী ভাষা আয়ত্ব করিলেন, ইংরাজী আইন আয়ত্ব করিলেন তাহা জানিবার বিষয়।

গিরিশচন্দ্রের পিতা পীতাম্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ইতিপূর্ব্বে সরকারী এটর্ণি Collier Bird & Coর মুচ্ছুদ্দী ছিলেন। তিনি প্রথমে গিরিশ-চন্দ্রকে প্রথম স্থপ্রিম কোর্টের পদ্ধতি, আইন প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষাদান করেন। গিরিশচন্দ্র অতি বুদ্ধিমান ও মেধাবী ছিলেন। তিনি বাল্য-বয়সে পল্লীস্থ হরেরাম গুরু মহাশয়ের পিতার পাঠশালায় শিক্ষালাভ করিয়া ওরিয়েণ্টাল সেমিনারী অর্থাৎ গৌরমোহন আঢ্যের স্কুলে ভর্ত্তি হন। তথায় কিছুদিন পাঠ করিয়া তিনি হিন্দু কলেজে প্রবেশ করেন। সেখান হইতে ইংরাজী সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান পাঠ করিয়া বাটীতে উর্দ্দূ ও সংস্কৃত পাঠ অভ্যাস আরম্ভ করিলেন। তিনি মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ অল্পদিন মধ্যে কণ্ঠস্থ করিলেন। তৎপরে কাব্য সাহিত্য পাঠ করিলেন। উর্দ্দূ ভাষায় চাহার দরবেশ, গুলিস্থান প্রভৃতি পাঠ শেষ করিলেন। সেকালে পড়াইবার জন্য শিক্ষক, টীকাটিপ্পনী বা মানের বহি (Key) প্রভৃতি কিছু পাওয়া যাইত না। শ্রীরামপুরে মিশনারিগণ ও ডফ সাহেবের চেলাগণ কলিকাতায় বক্তৃতা দিতেন এবং ইংরাজী পুস্তক বিক্রয় করিতেন। তিনি এই সব পড়িয়া জ্ঞানলাভ করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। সে সময়ে তাঁহার পিতা পীতাম্বর বৃদ্ধ হইয়াছেন। সংসার প্রতিপালনের ভার গিরিশচন্দ্রের স্কন্ধে পতিত হইল। তিনি প্রথমে ইংরেজ এটর্ণি অপিসে কেরাণী কর্ম্ম করেন তৎপরে তিনি articled clerk হন। বাটীতে বসিয়া আইন পরামর্শ দিয়া বাঙ্গালায় দলিল পত্র লিখিয়া যাহা উপার্জ্জন করিতেন তাহাতে তাহার কথঞ্চিৎ সাহায্য হইত। তজ্জন্য তাহার অপিসে যাইতে অনেক বিলম্ব হইত। তাহাতে তাহার ইংরাজ মনিবগণ অতিশয় বিরক্ত হইত। কিন্তু কাজের লোক ছিলেন তজ্জন্য তাহাকে কিছু বলিত না। এটর্ণি

অপিসে দলিল লেখা কাজ ব্যতীত মোকদ্দমার কাজ ছিল। তৎকালে শোভাবাজার রাজপরিবারে একটী বাঁটোয়ারা মোকদ্দমা উপস্থিত হয়। উহা অপর এক ইংরেজ এটর্ণি অপিসে ন্যস্ত ছিল। উক্ত মোকদ্দমায় মহারাজ কমলকৃষ্ণ বাহাদুর এক পক্ষে ছিলেন। তিনি গিরিশচন্দ্রকে খুব ভাল বাসিতেন পরে তদীয় পুত্র উমেশচন্দ্রকে স্নেহের চক্ষে দেখিতেন। মহারাজ কমলকৃষ্ণ উক্ত মোকদ্দমায় জবাব জন্য গিরিশচন্দ্রকে অনুরোধ করেন। তাহার অনুরোধে তিনি জবাবটী লিখিয়া দেন। উক্ত জবাব মহারাজ কমলকৃষ্ণ তাহার এটর্ণিকে দেখান। উহা দেখিয়া উক্ত ইংরেজ এটর্ণি মহারাজকে জিজ্ঞাসা করিলেন উহা কোন ইংরেজ ব্যারিষ্টার লিখিয়াছে। মহারাজ উত্তর দিলেন উহা কোন ইংরেজ ব্যারিষ্টার দ্বারা নয় কিন্তু এটর্ণির articled clerk গিরিশচন্দ্রের মুসবিদা তাহাতে [illegible]কৃত হইয়া তিনি মহারাজকে বলিলেন তাহাকে মাসিক ৪০০্ [illegible] টাকা বেতন দিতে তিনি প্রস্তুত এবং গিরিশচন্দ্রকে তিনি তাহার অপিসে লইতে প্রস্তুত। গিরিশচন্দ্র তখন ১৫০্ টাকা বেতন পাইতেন ৪০০্ টাকা পাইয়া তিনি তথার যোগদান করেন। এ বিষয় লইয়া তাহার পূর্ব্বতম মনিব Attorney's Associationএ আপত্তি করেন পরে উক্ত সমিতি গিরিশচন্দ্রের সপক্ষে উহা মীমাংসা করেন। পরে ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে তিনি এটর্ণি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তাঁহার মুসবিদা এত সুন্দর [illegible] যে ব্যারিষ্টার ও জজগণ উহা খুব তারিপ করিত। আইন বিষয়ে তাঁহার এত ব্যুৎপত্তি হইয়াছিল যে ইংরেজ এটর্ণিগণ পরামর্শ লইয়া কার্য্য করিত

এদিকে তাঁহার পিতৃভক্তি অসাধারণ ছিল। তিনি পিতৃ আজ্ঞায় কদাচিৎ লঙ্ঘন করিতেন। তাঁহার আজ্ঞায় তাঁহার প্রথম পত্নী বর্ত্তমান থাকিতে তিনি দ্বিতীয় বার হুগলী জেলা গঙ্গা নিবাসিনী স্বর্গীয়া গোবিন্দ দেবীকে বিবাহ করেন।

তিনি অতিশয় ভ্রাতৃবৎসল তিনি কনিষ্ঠ বৈমাত্রেয় ভ্রাতাগণক্কে নিজের পুত্রের ন্যায় মানুষ করিয়াছিলেন। তাঁহার অব্যবহিত কনিয়ান শম্ভু-চন্দ্রকে তিনি যথেষ্ট স্নেহ করিতেন।

তাঁহার সহোদরা পাঁচ ভগ্নী ছিল তিনি তাহাদের পরিবারবর্গকে প্রতিপালন করিতেন। তিনি আদর্শ বন্ধু ছিলেন বন্ধুগণ বিপদে পড়িলে তিনি প্রাণপণে সাহায্য করিতেন। কিন্তু তিনি বেশীদিন জীবিত ছিলেন না। তিনি ৪৫ বৎসর বয়সে শারদীয় উৎসবের অব্যবহিত পূর্ব্বে পঞ্চমীর দিনে ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে মানবলীলা সম্বরণ করেন। তখন তাহার তৎকালীন জ্যেষ্ঠ পুত্র উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বিলাতে ছিলেন। তাঁহার পাদদেশে একটি ফুসকুড়ি হয় উহা একটী সাদা জুতা পরিয়া হইয়াছিল। তৎপরে উহা পাকিয়া বড় বিষফোটক হয় উহা কাটা হয় তৎপরে পচ ধরিয়া তিনি প্রাণত্যাগ করেন। মোকদ্দমা দায়ের কালীন তিনি এবং তাঁহার পুত্র কলিকাতায় অনেক ধনশালী বংশকে সৎ পরামর্শ-দানে আসন্ন ধ্বংস হইতে রক্ষা করেন।

স্বর্গীয় রেভারেণ্ড শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

উমেশচন্দ্রের তৃতীয় খুল্লতাত শিবচন্দ্র বাল্য বয়সে আনুষ্ঠানিক হিন্দু ছিলেন। হিন্দু কলেজে তিনি একজন মেধাবী ছাত্র ছিলেন। সতের বয়সে ডক্টর (Dr.) ডফ সাহেবের খৃষ্টীয় ধর্ম্ম সম্বন্ধে তিনি বক্তৃতা শুনিয়া বিচলিত হন তখন তিনি বিবাহিত এবং গভর্ণমেণ্ট অপিসে চাকুরী করিতেছিলেন। তিনি উনিশ বৎসরে খৃষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া স্নেহময় পিতা স্নেহময়ী জননী স্নেহময় ভ্রাতাগণ পরিত্যাগ করিয়া খৃষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করিলেন তাহাতে তাহার আর্থিক কষ্ট হইল। তিনি সকল কষ্ট সহ্য করিয়া "খ্রীষ্টীয়ান" হইয়া রহিলেন। তখন ডফ কলেজে সামান্য

বেতনে নিম্নশ্রেণীর শিক্ষক হইয়া বাইবেল পড়াইতেন তাহাতে তাহার সংসার চলিত না। তাহার পিতা ভ্রাতাগণ অর্থ সাহায্য করিতেন এবং ডফ সাহেব তাহাকে ইণ্ডিয়া গভর্ণমেণ্টে Finance বিভাগে একটী কর্ম্ম করিয়া দেন তাহাতে তাহার ৩০০৲ টাকা পর্য্যন্ত মাহিনা হইয়াছিল। রেভারেণ্ড লালবিহারী দে, কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়গোবিন্দ সোম প্রভৃতি তাঁহাকে সম্মান করিত কারণ তিনি খাঁটী খ্রীষ্টীয়ান ছিলেন। কিন্তু তিনি সাধারণের নিকট অপরিচিত যেহেতু তিনি পরিচিত হইতে চাইতেন না। Pitt Bonnerjee ইংলণ্ডে Brighton বন্দরে একটী বিখ্যাত গির্জ্জার ধর্ম্মযাজক। তাঁহার তৃতীয় পুত্র দেবেন বোনার্জ্জি অযোধ্যার একজন বিখ্যাত তালুকদার।

ভারত শাসন প্রণালী—

উহা সংশোধনের উমেশচন্দ্রের চেষ্টা।

ভারতবর্ষে পুলিসের পাহারাওয়ালাগণের উপর পুলিস Inspector (ইন্‌স্পেক্টর) তাহার উপর সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অফ্ পুলিস। তাহার উপর ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট তাহার উপর কমিশনার (Divisional Commissioner)। তাহার উপর গভর্ণর বা লেফটেনাণ্ট গভর্ণর। তাহার উপর গভর্ণর জেনারেল। তাহার উপর Secretary of State for India in Council সম্রাট সচীব। তিনি বৃটিশ ক্যাবিনেটের একজন সদস্য। তিনি ইংলণ্ডের সাধারণ লোকের ভোটের উপর নির্ভর করেন। বৃটিশ ক্যাবিনেট ভারতবর্ষের হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা। ব্যবস্থাপক সভা ও হাইকোর্ট উক্ত শাসনের সহায়ক মাত্র। উক্ত বৃটিশ ক্যাবিনেটের নাম মাত্র কর্ত্তা সম্রাট স্বয়ং কিন্তু যথার্থই ইংলণ্ডের প্রজাতন্ত্রের ভোটের উপর সকলেই নির্ভর করিতেছে। সুতরাং উমেশচন্দ্র ইংলণ্ডের ভোটারগণকে ভারতবর্ষ বিষয়ক

কাণ্ডকলাপ জ্ঞাত করিবার জন্য নানা স্থানে সভা-সমিতিতে বক্তৃতা দিতেন। তিনি বৃটিশ পার্লিয়ামেণ্টে একটী ব্যূহ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন তাহাকে Indian Parliamentary Committee বলা হইত। উক্ত সমিতিতে মিষ্টার ব্রাড্‌ল, মিষ্টার কেন, স্যার উইলিয়াম ওয়েডারবর্ণ প্রভৃতি মহা মহা রথী সভ্য ছিলেন। তাহারা প্রায়ই Secretary of Stateকে ভারতবর্ষের বিষয় প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া উত্ত্যক্ত করিতেন। উক্ত সমিতির খরচা নির্ব্বাহের জন্য "India" নামক একখানি সাপ্তাহিক কাগজ ছিল তাহার মুনফায় এবং চাঁদায় উক্ত সমিতির ব্যয় নির্ব্বাহ হইত। চাঁদার জন্য ভারতবর্ষের সর্ব্বসাধারণের কাছে প্রায় প্রার্থনা হইত না। কংগ্রেসের টিকিট বিক্রয়ের উদ্‌বৃত্ত অর্থ ও উমেশচন্দ্র বার্ষিক ২০।৩০ হাজার পর্য্যন্ত চাঁদা দিয়া উহা জীবিত রাখিয়াছিলেন। তাঁহার ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে ২২শে জুলাই তারিখে মৃত্যু হয়। তাহার পরই উক্ত India Parliamentary Congress Committee উঠিয়া যায়। উমেশচন্দ্রের অক্লান্ত পরিশ্রম ও অর্থদানে তিনি স্বদেশবাসীগণকে উপকৃত করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যখন লর্ড ডফরিন কাশ্মীর রাজত্ব বাজেয়াপ্ত করিবার জন্য চেষ্টায় ছিলেন তখন Bradlaugh সাহেব তাঁহার ৬ নং পার্ক ষ্ট্রীটস্থ বাটীতে (এক্ষণে উহা ২৪নং) উমেশচন্দ্রের অতিথি হইয়াছিলেন তখন "অমৃতবাজার পত্রিকার" মতিলাল ঘোষপ্রমুখ যখন উমেশচন্দ্রের সাহায্যে কাশ্মীরের বিষয় Bradlaugh সাহেবকে অবগত করান তখন তিনি পার্লিয়ামেণ্ট সভায় আন্দোলন করিয়া কাশ্মীর রাজত্ব তখন কাশ্মীর রাজকে ফেরৎ দেওয়াইয়া দেন।

যখন বাঙ্গালার ছোটলাট Sir Charles Elliott বাঙ্গালা কতিপয় জেলা হইতে Jury দ্বারা কাড়িয়া লন তখন বৃটিশ পার্লিয়ামেণ্টের ভয়ে

Jury Notifiction withdrawn করিতে বাধ্য হন।

উমেশচন্দ্রের মৃত্যুর পর Non-Co-operation (অসহযোগ) Independence (স্বাধীনতা) প্রভৃতি প্রস্তাব গৃহীত হয় বটে কিন্তু ফলে Congress অবৈধ ঘোষিত হইয়া কিয়ৎকালের জন্য বন্ধ হইয়া যায়।

কংগ্রেসের আদিকালে যে যে বিষয় উমেশচন্দ্র আন্দোলন করিয়াছিলেন তাহাতে তিনি কৃতকার্য্য হন। ব্যবস্থাপক সভার আয়তন বৃদ্ধির জন্য তিনি চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহাতে তিনি কৃতকার্য্য হন। তিনি স্বয়ং ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিস্বরূপ বাঙ্গালা ব্যবস্থাপক সভায় সদস্য হন। স্বর্গীয় লালমোহন ঘোষ, Presidency Group Municipalities হইতে সদস্য নির্ব্বাচিত হন। স্বর্গীয় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যার কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটী হইতে সদস্য নির্ব্বাচিত হন।

এক্ষণে White paper লইয়া নানা আন্দোলন চলিতেছে কিন্তু অদ্য India Parliamentary Committee বর্ত্তমান থাকিলে Sir Samuel Hoare or Ramsay Macdonald বাঙ্গালীর উপর এরূপ অবিচার করিতে পারিতেন না। যাহারা বলেন যে পূর্ব্বতন কংগ্রেস Petitioning Congress ছিল কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ ভুল। উমেশচন্দ্র কখন গভর্ণমেণ্টের খোসামোদ করিতেন না। তিনি বরাবর তাহার তেজস্বীতা অটুট অক্ষুন্ন রাখিয়াছিলেন। তখন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোমোহন ঘোষ, লালমোহন ঘোষ, কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় যেরূপ তেজস্বী পুরুষ ছিলেন সেরূপ লোককে Petitioning বলিয়া তাঁহাদিগকে উড়াইয়া দেওয়া যায় না। স্বর্গীয় বিপিনচন্দ্র পাল, চিত্তরঞ্জন দাস তাহাদের পদানুসরণ করিতেন মাত্র তাঁহাদের চেয়ে উচ্চতর ছিলেন না।

*   *   *

সন ১৩৩৬ সালের শ্রাবণ মাসের "ভারতবর্ষ" মাসিক পত্রিকা পৃষ্ঠা ৩২৪ হইতে শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ঘোষ প্রণীত নিম্নলিখিত উদ্ধৃত করিলাম।

উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

রাজনীতিতে প্রগাঢ় জ্ঞান, স্বদেশসেবায় প্রবল উৎসাহ, সত্য ও স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠাকল্পে অক্লান্ত চেষ্টা, যে সকল প্রতিভাশালী স্বদেশ-প্রেমিকের নাম বাঙ্গালীর নিকট চিরস্মরণীয় করিয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে ভারতবর্ষের জাতীয় মহাসভা বা কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম সভাপতি উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্থান অতি উচ্চ। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে ২১শে জুলাই দিবসে ক্রয়ডনে খিদিরপুর হৌসে তিনি দেহরক্ষা করেন। আজি তেইশ বৎসর পরে তাঁহার মৃত্যুবাসরে 'ভারতবর্ষ' তাঁহার উদ্দেশে শ্রদ্ধাপুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিতেছে।

উমেশচন্দ্রের পিতামহ পিতাম্বর বন্দ্যোপাধ্যায় কলিকাতার একজন সম্ভ্রান্ত ও সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তি ছিলেন। কলিকাতা ও খিদিরপুরে তাঁহার বহু ভূসম্পত্তি ছিল। পিতামহের খিদিরপুরস্থ উদ্যানবটীতেই ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে ঊনত্রিংশ দিবসে উমেশচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন।

উমেশচন্দ্রের পিতামহ সুপ্রীম কোর্টের তৎকালীন এটর্ণি মেসার্স কলিয়ার বার্ড এণ্ড কোম্পানীর অফিসে মুৎসুদ্দী ছিলেন। অনেক অর্থোপার্জ্জন করিলেও মৃত্যুকালে তিনি বিশেষ কিছু রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। পিতা গিরিশচন্দ্র হিন্দু কলেজে শিক্ষালাভ করিয়া প্রথমে পিতার অফিসে কেরাণীরূপে প্রবিষ্ট হন এবং পরে ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে এটর্ণির পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এটর্ণির ব্যবসায় অবলম্বন করেন। ইনি পরে 'জজ এবং ব্যানার্জ্জী' নামক প্রসিদ্ধ এটর্ণির অফিসের অন্যতম অংশীদার হন। উমেশ-

চন্দ্রের জননী সরস্বতী দেবী ত্রিবেণীর সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত জগন্নাথ তর্ক-পঞ্চাননের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। *

মাতৃকুল ও পিতৃকুল উভয় কুলই প্রতিভা ও স্মৃতিশাস্ত্রে পাণ্ডিত্যের জন্য প্রসিদ্ধ হইলেও উমেশচন্দ্রের বাল্যজীবনের ঘটনাবলী তাঁহার ভবিষ্যৎ অসাসাধারণ প্রতিষ্ঠার কোনও আশার সূচনা করে নাই। বাল্যকালে সিমুলিয়ায় হরেরাম নামক জনৈক গুরুমহাশয়ের নিকট প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করিয়া তিনি ওরিয়েণ্ট্যাল সেমিনারীতে প্রবিষ্ট হন, কিন্তু পাঠে তিনি অত্যন্ত অবহেলা করিতেন। যাত্রা ও থিয়েটারের তিনি পরম অনুরাগী ছিলেন এবং কৈশোরে মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রতিষ্ঠিত বিদ্যোৎসাহিনী থিয়েটারে তিনি সিংহ মহোদয়ের সহিত অভিনয় করিতেন। সুন্দর আকৃতি এবং সরল ও অমায়িক ব্যবহার তাঁহাকে কালীপ্রসন্নের বিশেষ প্রীতিভাজন করিয়া তুলিয়াছিল। পুত্রের এই পাঠে অমনোযোগিতা ও অভিনয়ে আনুরক্তি দেখিয়া পিতা শঙ্কিত হইলেন এবং ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে নবেম্বর মাসে মিঃ ডব্লিউ-পি-ডাউনিং নামক জনৈক এটর্ণির অফিসে তাঁহাকে প্রবিষ্ট করাইয়া দিলেন। এখানে কিছুদিন কাজ করিবার পর উমেশচন্দ্র মিষ্টার ডব্লিউ এফ গিল্যাণ্ডার্স নামক আর একজন এটর্ণির অফিসে প্রবেশ করেন। পুত্রকে উত্তমরূপে ইংরাজিবিদ্যায় পারদর্শী করিবার জন্য অতঃপর পিতা আর এক অভিনব উপায় অবলম্বন করিলেন। তাঁহার পরম বন্ধু সিমুলিয়া নিবাসি গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় ইংরাজীতে পাণ্ডিত্যের জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহার নিকট উপদেশ পাইলে পুত্র ইংরাজী শিখিতে পারিবেন বলিয়া পুত্রকে তাঁহার হস্তে অর্পণ করিলেন। গিরিশ-

---

* উমেশচন্দ্রের জননী ৭০ বৎসর বয়সে কাশীবাসিনী হন। তখন অনেক সৎকার্য্য অনুষ্ঠানিত করিয়া পরে তুলা পুরুষ মহাদান (তুলাট্) করিয়া দেহ ত্যাগ করেন। গ্রন্থকার।

চন্দ্র এই সময়ে 'বেঙ্গলী' নামক সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজী সংবাদপত্রের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। উমেশচন্দ্র অনধিক কুড়ি টাকা মাসিক বেতনে (?) তাঁহার অধীনে 'বেঙ্গলী' অফিসে কর্ম্ম গ্রহণ করেন—এবং উক্ত পত্রের প্রথমেই যে সকল সংবাদ প্রদত্ত হইত উমেশচন্দ্র গিরিশচন্দ্রের তত্ত্বাবধানে তাহা সঙ্কলন করিতেন। ক্রমে ক্রমে গিরিশচন্দ্র তাঁহাকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইংরাজী প্রস্তাব রচনা করিতে শিক্ষা দান করেন। উমেশচন্দ্র (তখনকার ডাক নাম মতিবাবু) প্রত্যহ গিরিশচন্দ্রের বাটীতে আসিয়া রচনা সংশোধন করিয়া লইতেন। পরিণত বয়সেও উমেশচন্দ্র স্বীকার করিতেন যে গিরিশচন্দ্রের নিকট তিনি ইংরাজী মক্স করিতেন। গিরীশচন্দ্রের সহবাসে উমেশচন্দ্রের অসাধারণ উন্নতি হয়। তিনি গিরিশচন্দ্রের নিকট কেবল বিশুদ্ধ ইংরাজী লিখিতেই শিখেন নাই, তাঁহার নিকট স্বদেশ-সেবার দীক্ষাও গ্রহণ করিয়াছিলেন।

১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাই নগরীর প্রসিদ্ধ ক্রোড়পতি রোস্তমজী জেমসেটজী জিজিভাই ইংলণ্ডে ব্যবস্থাশাস্ত্রশিক্ষাভিলাষী ভারতবর্ষীয় ছাত্রগণকে পাঁচটী ছাত্রবৃত্তি প্রদান করিবার জন্য ভারত গভর্ণমেণ্টকে তিন লক্ষ টাকা দেন। এই ছাত্রবৃত্তির মধ্যে তিনটী বোম্বাইপ্রদেশবাসী, একটী বঙ্গবাসী ও একটী মাদ্রাজবাসী পাইবেন—দানের এই সর্ত্ত ছিল। যথাযোগ্য স্থানে গিরিশচন্দ্র সুপারিশ করিলে উমেশচন্দ্র বাঙ্গালার জন্য নির্দ্দিষ্ট ছাত্রবৃত্তিটি প্রাপ্ত হন এবং উক্ত বৎসর ১৬ই অক্টোবর ইংলণ্ড যাত্রা করেন।

ইংলণ্ডে উমেশচন্দ্র মিড্‌ল্ টেম্পলে আইন অধ্যয়ন করেন। তাঁহার সহাধ্যায়ীদের মধ্যে স্যর ফিরোজসাহ মেটা, বদরুদ্দীন তায়েবজীর নাম ভারতবাসীমাত্রেরই নিকট সুপরিচিত।

ইংলণ্ডে অবস্থানকালে উমেশচন্দ্র কেবল টি, এইচ ডার্ট, সি এডওয়ার্ড

ব্লাই প্রভৃতি প্রসিদ্ধ আইনজ্ঞদিগের নিকট ব্যবস্থাশাস্ত্র শিক্ষা করিয়াই সময় অতিবাহিত করেন নাই, ছাত্রাবস্থাতেই স্বদেশের জন্য তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়াছিল। তিনি ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে বিলাতে লণ্ডন ইণ্ডিয়ান সোসাইটী নামক একটী সভা স্থাপন করেন এবং বন্ধুগণের সহযোগে ভারতীয় বিষয় সম্বন্ধে আন্দোলন উপস্থিত করেন। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের ২৫শে জুলাই এই সভায় তৎকর্ত্তৃক পঠিত "ভারতবর্ষের জন্য নির্ব্বাচন প্রথা ও গবর্ণমেণ্টের দায়িত্ব" শীর্ষক একটী প্রবন্ধ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই সভা পরে ইষ্ট ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের সহিত সংযুক্ত হইয়া যায়।

১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে উমেশচন্দ্র কলিকাতা হাইকোর্টে যোগদান করেন। * এই সময়ে তাঁহার পিতৃবিয়োগ ঘটে। এটর্ণি পিতা জীবিত থাকিলে উমেশচন্দ্র আরও দ্রুত উন্নতি লাভ করিতে পারিতেন; কিন্তু পিতার মৃত্যুসত্ত্বেও এবং তৎকালীন সমাজে বাঙ্গালী ব্যারিষ্টার নিযুক্ত করিতে সাধারণের অনিচ্ছা সত্ত্বেও উমেশচন্দ্র স্বাভাবিক প্রতিভার গুণে অল্পকালের মধ্যেই ব্যারিষ্টাররূপে বিলক্ষণ প্রসার ও প্রতিপত্তি লাভ করেন। রমেশচন্দ্র দত্তের মতে তাঁহার এই অসাধারণ প্রতিপত্তির কারণ তিনটী। প্রথম কারণ, বহু এটর্ণি তাঁহার আত্মীয় ও বন্ধু ছিলেন, তাঁহারা তাঁহাকে সাহায্য করেন। দ্বিতীয় কারণ তাঁহার অপূর্ব্ব স্মৃতিশক্তি এবং তথ্য সংগ্রহে নিপুণতা। তৃতীয় কারণ সরলভাবে প্রকৃত তথ্যগুলি বিচারককে বুঝাইয়া দিবার তাঁহার আশ্চর্য্য ক্ষমতা।

---

* তিনি মক্কেলগণকে সৎপরামর্শ দিতেন। তাঁহার পরামর্শ শুনিয়া হাটখোলার দত্ত পরিবার, পটলডাঙ্গার বোস পরিবার, সিমুলিয়ার ঘোষ পরিবার প্রভৃতি পার্টিশান মোকর্দ্দমায় রক্ষা পাইয়াছিল। গ্রন্থকার।

ব্যারিষ্টাররূপে তিনি যে অপূর্ব্ব প্রতিভা দেখাইয়াছিলেন, বর্ত্তমান প্রস্তাবে তাহার পরিচয় দেওয়া সম্ভব নহে। তবে মোহন্ত মাধবগিরি ও নবিনের মোকদ্দমা এবং রবার্ট নাইটের মোকদ্দমা প্রভৃতিতে তিনি যেরূপ প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, বিচার বুদ্ধি ও তর্কশক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা উল্লেখযোগ্য।

কি আদিম বিভাগে, কি আপীল বিভাগে, উমেশচন্দ্র এতাদৃশী প্রতিষ্ঠা লাভ করেন যে, ১৮৮১ হইতে ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যে তিনি অন্যূন চারিবার ষ্ট্যাণ্ডিং কৌন্সেলের পদে নিযুক্ত হন। তাঁহার পূর্ব্বে এই পদ আর কোনও বাঙ্গালী পান নাই। ১৮৮২ এবং ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে তিনি হাইকোর্টের বিচার-পতির পদ গ্রহণ করিতে অনুরুদ্ধ হইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি উক্ত পদ প্রত্যাখ্যান করেন। তখন তাঁহার মাসিক আয় অন্যূন দশ হাজার টাকা।

১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে উমেশচন্দ্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য নিযুক্ত হন এবং ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে ল ফ্যাকাল্টির সভাপতি হন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভারও সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। ১৮৯৩, ১৮৯৪ ও ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে উক্ত সভায় তিনি স্বদেশবাসীর পক্ষ হইয়া অনেক কার্য্য করিয়াছিলেন।

ইলবার্ট বিলের মহা আন্দোলনের পর উমেশচন্দ্রের মনে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার সংকল্প জাগিয়া উঠে। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই নগরীতে কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে উমেশচন্দ্রই সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে এলাহাবাদে কংগ্রেসের অষ্টম অধিবেশনে উমেশচন্দ্র দ্বিতীয় বার সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। পণ্ডিত অযোধ্যানাথের মৃত্যুর পর কিছুকাল তিনি কংগ্রেসের সেক্রেটারী এবং সেই জাতীয় মহাসমিতির প্রাণস্বরূপ ছিলেন। কংগ্রেসে অনেকে হয় ত উমেশচন্দ্রকে বাগ্মিতায় বা

উৎসাহে অতিক্রম করিয়াছেন, কিন্তু রাজনীতিক জ্ঞানের গভীরতায় এবং স্বদেশপ্রেমের আন্তরিকতায় কেহ তাঁহাকে অতিক্রম করিতে পারিয়াছেন কি না সন্দেহ।

১৮৮৮ খৃষ্টাব্দ হইতে স্বাস্থ্যানুরোধে প্রতি বৎসর উমেশচন্দ্র পূজার ছুটীতে ইংলণ্ডে যাইতেন। তিনি ক্রয়ডনে একটি বাটী ক্রয় করিয়া 'খিদিরপুর হাউস' নাম দিয়াছিলেন এবং তথায় বাস করিতেন।

১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে উমেশচন্দ্র স্বাস্থ্যান্বেষণে ইংলণ্ডে গিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তিনি আলস্যে কালযাপন করেন নাই। দাদাভাই নৌরোজী, মিঃ ডিগ্‌বী প্রভৃতি বন্ধুগণের সহায়তায় তিনি ইংলণ্ডে একটী রাজনীতিক সভায় প্রতিষ্ঠা করেন এবং ইংলণ্ডের নানাস্থানে "ভারতবর্ষীয় গভর্ণমেণ্ট," "আমাদের অভাব ও অভিযোগ," "ভারত সংস্কার" প্রভৃতি বিষয়ে বক্তৃতা করিয়া ভারত শাসনসংস্কার বিষয়ে ইংলণ্ডবাসীদিগের সহানুভূতি আকর্ষণেব চেষ্টা করেন। তাঁহার যুক্তিতর্ক-সমন্বিত সরলভাবে বিবৃত বক্তৃতাগুলি সর্ব্বত্র হৃদয়গ্রাহিণী হইত।

১৯০২ খৃষ্টাব্দে তিনি কলিকাতা হাইকোর্টের সহিত সংশ্রব ত্যাগ করিয়া ইংলণ্ডে প্রিভিকাউন্সিলের বিচারালয়ে ব্যারিষ্টারী করিতে আরম্ভ করেন। ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী মিষ্টার আস্‌কুইথ এবং লর্ড হ্যালডেনের বিপক্ষে দাঁড়াইয়া কতবার তাঁহাকে তর্কযুদ্ধ চালাইতে হইয়াছে এবং পরাস্ত করিয়াছিলেন।

১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে এসেক্সের অন্তর্গত ওয়ালথামষ্টো বিভাগে উদারনীতিক দল তাঁহাকে পার্লামেণ্টের প্রতিনিধি স্বরূপ প্রেরণ করিবার চেষ্টা করেন; কিন্তু তাঁহার স্বাস্থ্য অত্যন্ত ভগ্ন হওয়ায় তিনি পার্লিয়ামেণ্টের সভ্য নির্ব্বাচিত হইবার পূর্ব্বে তাঁহার নাম প্রত্যাহার করিয়া লন। ভারতবাসীদের মধ্যে দাদাভাই নৌরোজী এবং সার মাঞ্চারজী ভবনগরী—এই দুইজন বোম্বাই

প্রদেশবাসী মাত্র পার্লামেণ্টে এ পর্য্যন্ত প্রবেশলাভ করিতে পারিয়াছেন। লালমোহন ঘোষ ও মন্মথ মল্লিক দুইজন বাঙ্গালীই অকৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। আর উমেশচন্দ্র সাফল্যলাভের আশা সত্ত্বেও স্বাস্থ্যানুরোধে পার্লামেণ্টে প্রবেশ করিতে নিবৃত্ত হইয়াছিলেন। বাঙ্গালী সর্ব্ববিষয়ে অগ্রণী হইয়াও এখনও এই ক্ষেত্রে তাহার প্রতিভা দেখাইবার অবসর পায় নাই। *

উমেশচন্দ্র দুশ্চিকিৎস্য ব্রাইট্‌স্ ডিজীজে ভুগিতেছিলেন এবং ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে ক্রয়ডনে খিদিরপুর হৌসেই দেহরক্ষা করেন। তাঁহার শেষ অভি-প্রায় মত তাঁহার শব দাহ করা হয় এবং চিতাভস্ম একটি পাত্রে রক্ষিত হইয়া ক্রয়ডনের বাটির এক কোণে প্রোথিত হয়। উহার উপর যে স্মৃতিফলক স্থাপিত হইয়াছে তাহাতে "হিন্দু ব্রাহ্মণ উমেশচন্দ্র বন্দ্যো-পাধ্যায়ের" নাম উপযুক্ত পরিচয় সহ উৎকীর্ণ আছে।

উমেশচন্দ্রের মৃত্যুতে সমগ্র ভারতবর্ষ ব্যথিত হইয়াছিল। ভারতবর্ষের নানাস্থানে এবং ইংলণ্ডেও গোখ্‌লে, রমেশ দত্ত প্রভৃতি বন্ধুগণের চেষ্টায় স্মৃতিসভার অধিবেশন হইয়াছিল। কলিকাতা হাইকোর্টে লর্ড সিংহ প্রভৃতি ব্যবহারজীবিগণ উপযুক্ত ভাষায় শোক প্রকাশ করিয়া তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা দেখাইয়াছিলেন।

উমেশচন্দ্র কর্ত্তব্যনিষ্ঠ সন্তান, প্রেমময় স্বামী ও স্নেহময় পিতা ছিলেন। তাঁহার জননীকে তিনি দেবীর ন্যায় ভক্তি করিতেন। মাতৃশ্রাদ্ধে তিনি অজস্র অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন। † তাঁহার পত্নী হেমাঙ্গিনী বহুবাজারনিবাসী

---

* ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে লর্ড S. P. Sinha সরকারী পক্ষ হইতে Under-secretary হইয়া India Billএর কর্ণধার হইয়াছিলেন। —গ্রন্থকার।

† উমেশচন্দ্রের মাতা তাঁহার জীবদ্দশায় পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা, বৃক্ষ প্রতিষ্ঠা, মহাভারত পাঠ, তুলাট প্রভৃতি অনেক সৎকার্য্য করিয়াছিলেন। উমেশচন্দ্র সমুদয় ব্যয় বহন করিতেন। তুলাপুরুষ মহাদানে তিনি স্বর্ণে ও রৌপ্যে ওজন হইয়া উহা ব্রাহ্মণগণকে বিতরণ করিয়াছিলেন।

নীলমণি মতিলালের কন্যা ছিলেন। রমেশচন্দ্র দত্ত তাঁহার পাতিব্রত্য, উদারতা, আতিথেয়তা প্রভৃতি নানা সদ্‌গুণের সুখ্যাতি করিয়াছেন। উমেশচন্দ্রের চারি পুত্র ও চারি কন্যা হয়। জ্যেষ্ঠ পুত্র কমলকৃষ্ণ শেলী বনার্জ্জী ব্যারিষ্টার এক্ষণে কলিকাতা হাইকোর্টে অফিসিয়াল রিসিভারের সম্মানজনক পদে অধিষ্ঠিত আছেন। শোভাবাজারের মহারাজ কমলকৃষ্ণ দেব বাহাদুর উমেশচন্দ্রের কর্ম্মজীবনে প্রবেশ কালে যথেষ্ট সাহায্য করেন, সেই কথা স্মরণ করিয়া উমেশচন্দ্র তাঁহার নামানুসারে পুত্রের নামকরণ করেন। দ্বিতীয় পুত্র কালীকৃষ্ণ উড বনার্জ্জীর নামও শোভাবাজারের রাজা কালীকৃষ্ণের নামানুসারে রাখা হয়। ইনি রেঙ্গুনে ব্যারিষ্টারী করেন। তৃতীয় পুত্র সরলকৃষ্ণ কীট্‌স্ ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে পিতার জীবদ্দশাতেই গতাসু হন। কনিষ্ঠ রতনকৃষ্ণ কার‍্যাম কলিকাতা হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারী করিতেছেন, ইংরাজীতে সুলেখকরূপেও তাঁহার যথেষ্ট খ্যাতি আছে। উমেশচন্দ্রের কন্যারাও সকলে সুশিক্ষিতা এবং লণ্ডনের এম, বি উপাধিধারিণী। দ্বিতীয়া কন্যা সুশীলা এম, ডি পরীক্ষাতেও উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে ইনি কুমারী অবস্থায় স্বর্গারোহণ করেন এবং লাহোর হাসপাতালের জন্য প্রভূত অর্থ দান করিয়া যান। জ্যেষ্ঠা কন্যা লিভারপুলের ব্যারিষ্টার মিষ্টার ব্লেয়ার নামক একজন ইংরাজকে বিবাহ করিয়াছেন। লিভারপুলে ইনি ভারতবর্ষের রাজনীতিক উন্নতিকল্পে একটী সভার প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। উমেশচন্দ্রের তৃতীয়া কন্যা সুবিখ্যাত ব্যারিষ্টার এ, এন, চৌধুরীর সহিত এবং চতুর্থা কন্যার ব্যারিষ্টার পি, কে, মজুমদারের সহিত বিবাহ হইয়াছে।

* * *

শম্ভুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

ইনি উমেশচন্দ্রের মধ্যম খুল্লতাত (মেজ কাকা)। ইনি বর্ত্তমান গ্রন্থকারের পিতা ঠাকুর মহাশয়, ইনি নামে শম্ভু কাজেও শম্ভু ছিলেন।

যাঁহারা ইহার সম্পর্কে আসিয়াছিল তাঁহারা তাঁহার অমায়িকতা, সৌজন্য, বুদ্ধিমত্তা এবং গাম্ভীর্য্যে সন্তুষ্ট হইতেন। তিনি একজন বিখ্যাত সামাজিক লোক ছিলেন এবং সমাজে রাজা মহারাজা হইতে দীন দুঃখী পর্য্যন্ত তাঁহাকে সকলেই ভাল বাসিত। তিনি ধার্ম্মিক, আশ্রিত বৎসল, দয়ালু এবং সৎ ব্যক্তি ছিলেন বলিয়া সকলেই তাঁহাকে মান্য করিত। তিনি বিপদে অবিচলিত থাকিতেন। তিনি নিজে সঙ্গীত না জানিলেও সঙ্গীতজ্ঞগণকে আদর করিতেন, অর্থ সাহায্য করিতেন এবং নিজ বাটীতে তাঁহাদিগকে সর্ব্বদা ক্রিয়া কর্ম্মে আহ্বান করিতেন। তাঁহার বাটীতে "বার মাসে তের পার্ব্বণ" হইত। তিনি ধনী ছিলেন না বটে কিন্তু জীবনে তিনি কখন অনটন ভোগ করেন নাই। তিনি পীতাম্বরের দৃষ্টান্ত অনুকরণ করিতেন এবং ন্যায্য মতে দান করিতেন। তাঁহার তৃতীয়া পত্নী (গ্রন্থকারের মাতা) তুলা পুরুষ মহাদান (তুলাট) করিয়া তিন মাস পরে তিনি গঙ্গায় দেহত্যাগ করেন। শম্ভুচন্দ্র ইতিপূর্ব্বে গঙ্গাতীরে হরিনাম শুনিতে শুনিতে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন।

(Indian National Congress.)

রাষ্ট্রীয় মহাসভার ইতিবৃত্ত ।

ইতিপূর্ব্বে Indian National Congressএর ইতিহাস বিবৃত হইয়াছে । .এক্ষণে সন, স্থান ও সভাপতির তালিকা দেওয়া গেল ।

সন	স্থান	সভাপতি
১৮৮৫	—বোম্বাই	W. C. Bonnerjee
১৮৮৬	—কলিকাতা	দাদাভাই নৌরোজী
১৮৮৭	—মান্দ্রাজ	বদরুদ্দীন তায়েবজী
১৮৮৮	—এলাহাবাদ	George Yule
১৮৮৯	—বোম্বাই	Sir William Wedderburn
১৮৯০	—কলিকাতা	স্যার ফিরোজ সা মেটা
১৮৯১	—নাগপুর	পি, আনন্দ চার্লু
১৮৯২	—এলাহাবাদ	W. C. Bonnerjee (দ্বিতীয় বার)
১৮৯৩	—লাহোর	দাদাভাই নৌরোজী (দ্বিতীয় বার)
১৮৯৪	—মান্দ্রাজ	Alfred Webb
১৮৯৫	—পুনা	স্থরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (পরে স্যার)
১৮৯৬	—কলিকাতা	মহম্মদ রহিমতুল্লা সেয়ানী
১৮৯৭	—আমরোটী	স্যার সি, শঙ্করণ নেয়ার
১৮৯৮	—মান্দ্রাজ	আনন্দমোহন বসু
১৮৯৯	—লক্ষ্ণৌ	রমেশচন্দ্র দত্ত

সন	স্থান	সভাপতি
১৯০০—	লাহোর	এন, জি, চন্দ্রভারকার
১৯০১—	কলিকাতা	ডি, ই, ওয়াচা
১৯০২—	আমাদাবাদ	সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (দ্বিতীয় বার) (পরে স্যার)
১৯০৩—	মান্দ্রাজ	লালমোহন ঘোষ
১৯০৪—	বোম্বাই	Sir Henry Cotton
১৯০৫—	বেনারস	জি, কে, গোকলে
১৯০৬—	কলিকাতা	দাদাভাই নৌরোজী (তৃতীয় বার)
১৯০৭—	সুরাট	ডাক্তার রাসবিহারী ঘোষ (পরে স্যার)
১৯০৮—	মান্দ্রাজ	ডাক্তার রাসবিহারী ঘোষ (পরে স্যার)
১৯০৯—	লাহোর	পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য
১৯১০—	এলাহাবাদ	Sir William Wedderburn (দ্বিতীয় বার)
১৯১১—	কলিকাতা	বিষণনারায়ণ ধর
১৯১২—	বাঁকিপুর	আর, এন, মধলকর
১৯১৩—	করাচী	নবাব সাইদ মহম্মদ
১৯১৪—	মান্দ্রাজ	ভুপেন্দ্রনাথ বসু
১৯১৫—	বোম্বাই	স্যার সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ
১৯১৬—	লক্ষ্ণৌ	অম্বিকাচরণ মজুমদার
১৯১৭—	কলিকাতা	Dr. Annie Besant
১৯১৮—	বোম্বাই (Special)	সৈয়দ হাসান ইমান
১৯১৮—	দিল্লী	পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য (দ্বিতীয় বার)
১৯১৯—	অমৃতসর	পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু
১৯২০—	কলিকাতা (Special)	লালা লাজপৎ রায়

সন	স্থান	সভাপতি
১৯২০—	নাগপুর	সি, বিজয় রাঘব ব্যারিষ্টার
১৯২১—	আমাদাবাদ	হাকিম আজমল খাঁ
১৯২২—	গয়া	চিত্তরঞ্জন দাস
১৯২৩—	দিল্লী (Special)	আবুল কালাম আজাদ
১৯২৩—	কোকনদ	মহম্মদ আলি
১৯২৪—	বেলগাঁ	মাহাত্মা গান্ধী
১৯২৫—	কানপুর	সরোজিনী নাইডু
১৯২৬—	গৌহাটী	শ্রীনিবাস আয়েনগার
১৯২৭—	মান্দ্রাজ	ডাক্তার এম, এ, আন্সারী
১৯২৮—	কলিকাতা	পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু
১৯২৯—	লাহোর	জহরলাল নেহেরু
১৯৩০—	পুরী	এখানে কংগ্রেসের অধিবেশন হয় নাই
*	*	* *
১৯৩৪—	বোম্বাই	রাজেন্দ্র প্রসাদ

* সন ১৯৩১, ১৯৩২, ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেস গভর্ণমেণ্টের বিষনয়নে পড়ে। উহা বে আইনী বিবেচিত হইয়াছিল। তজ্জন্য উক্ত সনে প্রকাশ্য কোন অধিবেশন হয় নাই। দিল্লী ও কলিকাতায় যে অধিবেশন হইয়াছিল উহা পুলিসে ভাঙ্গিয়া দেয়।

উপসংহার।

"Full many a gem of purest ray serene
"The dark unfathom'd caves of ocean bear ;
"Full many a flower is born to blush unseen,
"And waste its sweetness in the desert air.

—*Gray's Elegy*

তদানীন্তন ঘটকমণ্ডলী একটী মহতী সভায় পীতাম্বরের অদ্ভুত দানশক্তি দৃষ্টান্ত রক্ষা করিবার জন্য তাঁহাকে "রাজা" উপাধি দিয়াছিলেন, সকলে তাঁহাকে 'রাজা' পীতাম্বর বলিত। তাঁহার বংশাবলীর পরিচয় ইতিপূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে—এক্ষণে রেভারেণ্ড শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের জনৈক আত্মীয় নিম্নলিখিত জীবনী প্রকাশ করিবার জন্য গ্রন্থকারকে পাঠাইয়া দেন। তাহা ইংরাজীতে প্রকাশ করিলাম পাঠক ক্রটী মার্জ্জনা করিবেন।

No life of Pitambar Bonnerjee would be complete without some reference to his third son, Shib Chunder, who early broke from the family fold to become a Christian. At the Hindu College, where he was sent to study, Shib Chunder was always regarded as a seriously-minded boy, with even then a touch of the mysticism that was to fortify his later life. At the age of 17, he came under the influence of Dr. Duff, the eminent Christian missionary of the past century, when the Hindu mind was just beginning to discern in English literature and education the glimpses of a new India, of which Pitambar was to be an early, and Woomesh Chunder, his grandson and Shib Chunder's nephew, a

later product. To the English intellectualism of the period, Dr. Duff advanced its religious counterpart.

It was inevitable that Dr. Duff's proselytising ardour should give Shib Chunder, ever pensive, something to think about; and Shib Chunder, much to the consternation of his father and brothers, not only thought but accepted. In those early days of British territorial expansion conversion to Christianity was no colourless performance. Shib Chunder was promptly expelled from the family residence to face privations and poverty. The Scottish Mission gave him a pittance to teach the Bible in the lower classes of its seminary,and he earned a few rupees from tutorial work. For a time it seemed as if the young convert might almost succumb. But again the unexpected happened and relief came. On Dr. Duff's recommendation, Shib Chunder obtained a clerical appointment in the Financial Department of the Government of India, where he continued to serve until his retirement at age 55. In the meantime he had married a Christian wife, by whom he was to have several children.

Shib Chunder never had any use for the flesh-pots of life. But he was not indifferent to its obligations. His salary now from the Financial Department was sufficient to maintain him and his family in reasonable comfort. All his children were educated in English schools. The estrangement from his old Hindu relatives had lost its bitterness. A new and growing community of Indian Christians was arising to acclaim

him as a man of God. He was socially the most estimable of Dr. Duff's converts ; a Kulin brahmin before his conversion, and the scion (albeit ostracised) of a family, dating back some 500 years, that was well regarded by Europeans and Hindus alike for its growing substance and intellectual attainments. That is why, when Shib Chunder partook of any meal with his Indian Christian friends, the request was often made to him—metaphorically, of course—to set aside some *prasad* for them. Could any testimony to spiritual hegemony be more conclusive ?

The better to understand the Bible, Shib Chunder had taught himself a little Hebrew and Greek. His knowledge of the literature of the early Christian Church was extensive. His command of English was assured. His fluency in Bengali was noteworthy. So working with his hands for his daily bread, like St. Paul of old, he was able to devote all his spare time to preaching the new Gospel for which he had sacrificed the paternal affluence. Bnt his life evolved no events to give him prominence in the social world, as was the case with Krishna Mohan Banerji and Lal Behari De, his co-converts to Christianity. Already familiar with the Hindu conception of a Deity humanised upon occasions, Shib Chunder glided into the Christian doctrine of God incarnate with easy assurance and grace. For him to find God was to be with God. Those who witnessed his fortitude during the painful illness that terminated his life in 1897 were left in no doubt about it.

After his retirement from Government service, Shib Chunder was formally ordained as a Minister of the Free Church of Scotland, and appointed to the Bengali Church in Cornwallis Square, Calcutta, where a marble tablet testifies to the fulness of his ministry. What was the significance of a life so simply lived and ended? The question may be put in another way. A jesting Hindu once asked Shib Chunder what Jesus had done for him. It is not known what answer was given. But one milestone in the family roadway of life may be allowed to speak for itself. In the southern countries of England no man is held in greater esteem as a preacher and writer of sacred prose and verse than the Reverend Pitambar (Pitt) Bonarjee, Shib Chunder's second elder (named after his grand father) surviving son, now pastor of the Countess of Huntingdon's church in Brighton. Who would not say with Shib Chunder, if he were alive to day, that Jesus might well have done less?

ভ্রম সংশোধন।

পৃষ্ঠা	পঙ্ক্তি	স্থলে	হইবে
৬৫	১৫	১৮৭৬	১৮৬৭
১২৯	১১	Pitt	Duff
ঐ	১৩	Duff	Pitt

ইন্‌ডেক্‌স

অর্থাৎ বর্ণমালানুসারে পুস্তকস্থিত বিষয়ের নির্ঘণ্ট।

বিষয়			পৃষ্ঠা

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

এই পুস্তকখানি প্রণেতার ঠিকানায় অর্থাৎ ৪এ, লাটু বাবু লেন, ডন ষ্ট্রীট পোষ্ট অপিস, কলিকাতা, প্রকাশকের ঠিকানায় অর্থাৎ ২৪নং [ক]াশী দত্ত ষ্ট্রীটস্থ বাটীতে ও ২০৩।১।১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটস্থ গুরুদাস [চ]ট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্‌স্‌এর নিকট প্রাপ্তব্য।